চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস [illegible] ৬

আড়াই টাকা

পঞ্চবিংশ মুদ্রণ

উৎসর্গ পত্র

কবিবর

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের

উদ্দেশে

এই

নাটকখানি

উৎসৃষ্ট

হইল

ভূমিকা

চন্দ্রগুপ্তের জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাসে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পুরাণমতে তিনি মহাপদ্মের শূদ্রাণী-পত্নীগর্ভজাত পুত্র ও নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি বাহুবলে নন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মগধের রাজা হন এবং মন্ত্রী চাণক্যের সাহায্যে ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করেন। সেলুকসের সহিত তাঁহার যুদ্ধ এবং সেলুকসের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ—এ দুই ব্যাপারের উল্লেখমাত্র পুরাণে নাই। গ্রীক-ইতিহাস পাঠে আমরা এ বৃত্তান্ত অবগত হই।

উভয় বৃত্তান্ত একত্র পাঠ করিলে বোঝা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সেকেন্দার সাহার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি পার্ব্বত্য সেনার সাহায্যে নন্দকে পরাজয় করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন; চাণক্যের সাহায্যে আসমুদ্র ভারত অধিকার করেন; এবং সেলুকস তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি সেলুকসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

এই বৃত্তান্ত লইয়া বর্ত্তমান নাটকখানি রচিত হইয়াছে। ইতিহাস হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পাই নাই। অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি।

হিন্দুরাজত্ব-কালীন নাটক—এই আমার প্রথম। এতদিন মুসলমান-কাল সম্বন্ধেই নাটক লিখিতেছিলাম কেন, পাঠক বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন। মুসলমান ইতিহাসকারগণ নিজের পরাজয়গুলি গোপন করিলেও নাটক লিখিবার যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ইতিহাসকারগণ আপনাদের বিজয়কাহিনী পর্য্যন্ত গোপন করিয়াছেন।

তাঁহারা বর্ণভেদ লইয়াই ব্যস্ত। সেইজন্য বর্ণভেদকেই বর্ত্তমান নাটকের ভিত্তি স্বরূপ করা হইয়াছে।

হিন্দুনাটককার ও ইতিহাসকারগণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ চাণক্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। চাণক্যের শ্লোক এখনও ছাত্রদিগের পাঠ্য। ইংরেজ ইতিহাসকারগণ, চাণক্যকে ভারতের 'ম্যাকিয়াভেলি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কূট ছিলেন। আমিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।

সেকেন্দার সাহার ভবিষ্যদ্বাণী (যে চন্দ্রগুপ্ত সম্রাট হবেন) যেরূপ সফল হইয়াছিল, চাণক্যের ভবিষ্যদ্বাণী (যে মৌর্য্য রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী হবে) তদ্রূপ ফলবতী হইয়াছিল। বস্তুতঃ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের মৃত্যুর কিছু পরেই মৌর্য্যরাজত্বের অবসান হয়। যে বৌদ্ধধর্ম্ম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সামান্য সম্প্রদায়ে আবদ্ধ ছিল, সেই ধর্ম্ম অশোকের সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়।

আমি এই নাটক প্রণয়নে অনেক বন্ধুর কাছে সাহায্য পাইয়াছি। সেই জন্য তাঁদের নিকট ঋণী।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কুশীলবগণ

পুরুষ

নন্দ	...	মগধের রাজা
চন্দ্রগুপ্ত	...	নন্দের বৈমাত্রেয় ভাই পরে ভারত-সম্রাট
বাচাল	..	নন্দের শ্যালক
চাণক্য		জনৈক ব্রাহ্মণ পরে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী
কাত্যায়ন	...	নন্দের মন্ত্রী
চন্দ্রকেতু		মলয়াধিপতি
সেকেন্দার	...	গ্রীক-সম্রাট্
সেলুকস	...	গ্রীক-সৈন্যাধ্যক্ষ পরে গ্রীক-সম্রাট্
আন্টিগোনস্		জনৈক গ্রীক-সৈন্যাধ্যক্ষ

স্ত্রী

হেলেন	..	সেলুকসের কন্যা পরে ভারত-সম্রাজ্ঞী
ছায়া	.	চন্দ্রকেতুর ভগ্নী
মুরা	..	চন্দ্রগুপ্তের মাতা

চন্দ্রগুপ্ত

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—সিন্ধু-নদতট, দূরে গ্রীক্ জাহাজ-শ্রেণী। কাল—সন্ধ্যা

নদতটে শিবির সম্মুখে সেলুকস অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ছিলেন, হেলেন সেলুকসের হস্ত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। সূর্য্যরশ্মি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এ আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরু-গম্ভীর-গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্যসৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী-তুষার-মৌলি নীল হিমাদ্রি স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদ নদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কর্চ্ছে।

সেলুকস। সত্য সম্রাট্।

সেকেন্দার। কোথাও দেখি, তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গমপর্ব্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও

মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে' আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘ-কান্তি জাতি এই দেশ শাসন কর্চ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী করে' আনি যখন—সে কি বল্লে জানো?

সেলুকস। কি সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?'—সে নির্ভীক নিষ্কম্পস্বরে উত্তর দিল, 'রাজার প্রতি রাজার আচরণ!' চমকিত হ'লাম! ভাবলাম—এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার রাজ্য প্রত্যর্পণ কর্লাম।

সেলুকস। সম্রাট্ মহানুভব।

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখীন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস। তবে এ দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট্?

সেকেন্দার। সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ত্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই।—কি আশ্চর্য্য সেনাপতি! দূর মাসিডন থেকে রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে' চলে এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশত্রু সৈন্য ধূম-রাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্দ্ধেক এসিয়া মাসিডনের বিজয়বাহিনীর বীরপদভরে কম্পিত হ'য়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্দ্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—সেই শতদ্রুতীরে।

চন্দ্রগুপ্তকে ধরিয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ

সেকেন্দার। কি সংবাদ আন্টিগোনস্? ও কে?

আন্টিগোনস্। গুপ্তচর।

সেলুকস। সে কি!

সেকেন্দার। গুপ্তচর!

আন্টিগোনস্। আমি দেখ্‌লাম যে এক শিবিরের পাশে বসে' নির্জ্জনে শুষ্ক তালপত্রে কি লিখ্‌ছিল। আমি দেখতে চাইলাম। পত্রখানি দেখাল! পড়তে পার্লাম না।—তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসেছি।

সেকেন্দার। কি লিখ্‌ছিলে যুবক! সত্য বল।

চন্দ্রগুপ্ত। সত্য বল্‌ব! রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে এখনও শিখে নাই।

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন পরে চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন

সেকেন্দার। উত্তম। বল কি লিখ্‌ছিলে।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ব্যূহ রচনা-প্রণালী, সামরিক নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধ'রে শিখ্‌ছিলাম।

সেকেন্দার। কার কাছে?

চন্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে।

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস?

সেলুকস। সত্য?

সেকেন্দার। (চন্দ্রগুপ্তকে) তার পর?

চন্দ্রগুপ্ত। তার পর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে' যাবে শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম।

সেকেন্দার। কি অভিপ্রায়ে?

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নহে।

সেকেন্দার। তবে?—

চন্দ্রগুপ্ত। তবে শুনুন সম্রাট্। আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আমার পিতার নাম মহাপদ্ম! আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার ক'রে আমায় নির্ব্বাসিত ক'রেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

সেকেন্দার। তার পর!

চন্দ্রগুপ্ত। তার পর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভুত বিজয়-বার্ত্তা। অর্দ্ধেক এসিয়া পদতলে দলিত ক'রে, নদ নদী গিরি দুর্ব্বার বিক্রমে অতিক্রম করে, শুনলাম তিনি ভারতবর্ষে এসে আর্য্যকুলরবি পুরুকে পরাজিত ক'রেছেন। হে সম্রাট্! আমার ইচ্ছা হল যে দেখে আসি—কি সে পরাক্রম, যার ভ্রূকুটি দেখে, সমস্ত এসিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে, কোথায় সে শক্তি লুক্কায়িত আছে, আর্য্যের মহাবীর্য্যও যার সংঘাতে বিচলিত হ'য়েছে। তাই এখানে এসে সেনাপতির কাছে শিক্ষা কর্চ্ছিলাম। আমার ইচ্ছা শুদ্ধ আমার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এই মাত্র।

সেকেন্দার সেলুকসের পানে চাহিলেন

সেলুকস। আমি এরূপ বুঝি নাই। যুবকের চেহারা, কথাবার্ত্তা আমার মিষ্ট লাগত। আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা সম্বন্ধে যুবকের সঙ্গে আলোচনা কর্ত্তাম। বুঝি নাই যে এ বিশ্বাসঘাতক।

আন্টিগোনস্। কে বিশ্বাসঘাতক?

সেলুকস। এই যুবক।

আন্টিগোনস্। এই যুবক, না তুমি?

সেলুকস। আন্টিগোনস্! আমার বয়স না মানো, পদবী মেনে চ'লো।

আন্টিগোনস্। জানি তুমি গ্রীক্‌সেনাপতি, তা সত্ত্বেও তুমি বিশ্বাসঘাতক।

সেলুকস। আন্টিগোনস্!

তরবারি বাহির করিলেন

আন্টিগোনস্ ক্ষিপ্রতর হস্তে তরবারি বাহির করিয়া সেলুকসের শির লক্ষ্য করিয়া তরবারি ক্ষেপণ করিলেন। ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে চন্দ্রগুপ্ত নিজ তরবারি বাহির করিয়া সে আঘাত নিবারণ করিলেন। আন্টিগোনস্ তাঁহাকে ছাড়িয়া চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করিলেন।

সেকেন্দার। নিরস্ত হও।

সেই মুহূর্ত্তেই আন্টিগোনসের তরবারি চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে ভূপতিত হইল

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্!

আন্টিগোনস লজ্জায় শির অবনত করিলেন

সেকেন্দার। আন্টিগোনস্! তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য তোমায় আমার সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম। একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের এতদূর স্পর্দ্ধা!—আমি—এতক্ষণ বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে চেয়েছিলাম। তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা হ'তে পারে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। —যাও, এই মুহূর্ত্তেই তোমায় নির্ব্বাসিত কর্লাম!

আন্টিগোনসের প্রস্থান

সেকেন্দার। আর সেলুকস! তোমার অপরাধ তত নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্মরণ রেখো, যে গ্রীক সম্রাটের সম্মুখে চক্ষু রক্তবর্ণ করা গ্রীক সেনাপতির শোভা পায় না—আর যুবক!

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্।

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি?

চন্দ্রগুপ্ত। কি অপরাধে সম্রাট্?

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে প্রবেশ ক'রেছো, এই অপরাধে।

চন্দ্রগুপ্ত। এই অপরাধে!—ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহা বীর, দেখ্ছি যে তিনি ভীরু। এক গৃহহীন নিরাশ্রয় হিন্দু রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে

তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তিনি ত্রস্ত। সেকেন্দার সাহা এত কাপুরুষ তা ভাবি নাই।

সেকেন্দার। সেলুকস! বন্দী কর।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্! আমায় বধ না করে' বন্দী কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

তরবারি বাহির করিলেন

সেকেন্দার। (সোল্লাসে) চমৎকার!—যাও বীর! তোমায় বন্দী কর্ব্ব না। আমি পরীক্ষা কচ্ছিলাম মাত্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। আর আমি এক ভবিষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার কর্ব্বে। তুমি দুর্জ্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। যাও বীর! মুক্ত তুমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শ্মশানপ্রান্ত। কাল—প্রত্যুষ

চাণক্য একাকী সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন

চাণক্য। ঐ বদ্ধ জলার উপরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠ্‌ছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিশ্বাস আট্‌কে আস্‌ছে। খেঁকো কুকুরের বিকট 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ কচ্ছে।—প্রভাতের সর্ব্বাঙ্গে ঘা। পুঁয পড়্‌ছে।—হে সুন্দরি বীভৎসতা! তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করে' নিত্য প্রত্যূষে তোমার কদর্য্যতায় স্নান কর্ত্তে ধেয়ে আসি; তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছো প্রেয়সী আমার! তুমি আমাকে শিখিয়েছো—সংসারকে ঘৃণা কর্ত্তে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ কর্ত্তে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে।—হে সুন্দরি! আমায় সংসার হ'তে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও—যতদূর পারো। নরকে হয় তাও ভালো; শুদ্ধ সংসার থেকে যত দূরে হয়।

দুইজন ব্যক্তি গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল

১ ব্যক্তি। নূতন মন্ত্রী হ'লেন তবে কাত্যায়ন ?

২ ব্যক্তি। কাত্যায়ন কি রকম ! শাকতাল।

১ ব্যক্তি। তারই নাম কাত্যায়ন। শাকতাল কখন নাম হয় ? শাক আর তাল—দুটোই খাদ্য ! আমি কিন্তু ভাব্‌ছি—

২ ব্যক্তি। কি ?

১ ব্যক্তি। মহারাজ তাঁকে কারাগার থেকে শেষে মুক্ত করে' দিলেন—এই যথেষ্ট আশ্চর্য্য, তার উপর আবার তাকে কর্লে মন্ত্রী ! তার সাত সাতটা পুত্রকে হত্যা করে'—চরম।

২ ব্যক্তি। রাজার খেয়াল।

দূরে চাণক্য। বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

১ ব্যক্তি। ও কে ?

২ ব্যক্তি। চাণক্য ব্রাহ্মণ।

১ ব্যক্তি। মানুষ ?

২ ব্যক্তি। শুন্তে পাই ; কিন্তু বিশ্বাস হয় না।

১ ব্যক্তি। চল এখান থেকে—অযাত্রা।

২ ব্যক্তি। চল। ওকে দেখ্‌লে আমার ভয় করে।

উভয়ে দ্রুত চলিয়া গেল

চাণক্য। নীচের আজ স্পর্দ্ধা—ব্রাহ্মণকে দেখে একটা শুষ্ক প্রণামও কর্ত্তে তার হাত উঠে না ! অথচ একদিন ছিল।—যাক্।—যাও। আমার ছায়া মাড়িও না।—(আমার নিশ্বাসে বিষ আছে। আমি দুর্ভিক্ষ। আমি মড়ক।)

দূরে কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। এঃ ! আমায় নিঃসহায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ পেয়ে এই নীচ কুশাঙ্কুর পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়েছে। রোসো, আমি এ কুশগুচ্ছ নির্ম্মূল কর্ব্ব।—(কুশ উপড়াইতে উপড়াইতে বাতাসে উড়াইয়া দিতে

লাগিলেন)—এই নাও, এই নাও, এই নাও—কেমন আর ব্রাহ্মণের নগ্ন পদে বিঁধ্‌বে ?

কাত্যায়ন। (অগ্রসর হইয়া) নমস্কার।

চাণক্য। কে তুমি !

কাত্যায়ন। আমি মহারাজ নন্দের মন্ত্রী কাত্যায়ন।

চাণক্য। মহারাজ নন্দের মন্ত্রী ! সরে দাঁড়াও।

কাত্যায়ন। কেন ? আমি কি অপরাধ ক'রেছি ?

চাণক্য। না, তুমি অপরাধ কর্ব্বে কেন ! তুমি কোন অপরাধ কর নাই। রাজা কোন অপরাধ করে নাই। ঈশ্বর কোন অপরাধ করেন নাই। যত অপরাধ—আমার। মহারাজ আমার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত কর্লেন—সে আমাব অপরাধ। ঈশ্বর আমার গৃহ শূন্য করে' আমার গৃহলক্ষ্মীকে সবলে ছিনিয়ে কেড়ে নিলেন—আমার অপবাধ ! দস্যু আমার কন্যাকে অপহরণ কর্ল—সে আমার অপরাধ ! আমার দীন দরিদ্র পেয়ে এই কুঁশাঙ্কুব আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ! (কুশাঙ্কুবের প্রতি চাহিয়া) কেমন—আর বিঁধবে পায়ে ? বেঁধো !

কাত্যায়ন। চাণক্য ! আমি আজ তোমার কাছে এসেছি।

চাণক্য। কেন মন্ত্রী মহাশয় ! আমার ত আর কিছুই নাই। ঐ কুঁড়েখানি আছে—শূন্য কুঁড়েঘর। দাও, পুড়িয়ে দিয়ে যাও—ওঃ ব্রাহ্মণেব সে প্রতাপ যদি আজ থাক্‌তো !

কাত্যায়ন। নাই কেন ব্রাহ্মণ ? পাণিনি বলেন—

চাণক্য। (আপন মনে) তার নিজের দোষ। জাতির সমস্ত বিদ্যা, যশ, ক্ষমতা আত্মসাৎ করে' নিজে বাড়্‌বে। শরীরকে অনশনে রেখে, মস্তিষ্ক বড় হবে ? তা কি সয় ? সয় না ! তাই এই পতন। —না, সুন্দরী ? আচ্ছা তুমি বল ত ! তা কি সয় ? এত অধঃপতন নৈলে হবে কেন ?

কাত্যায়ন। এ আবার কি! কার সঙ্গে কথা কইছে।

চাণক্য। ওঃ কি অধঃপতন! একেবারে পর্ব্বতের শিখর হ'তে গভীর গহ্বরে! আজ ব্রাহ্মণ তাই মুষিকের মত গৃহের এক অন্ধকার গর্ত্ত থেকে অন্য অন্ধকার গর্ত্তে সেঁধোবার জন্য মাথা নীচু ক'রে চ'লেছে; অন্যের পরিত্যক্ত চারিটি তণ্ডুলকণা খুঁটে বেড়াচ্ছে। লজ্জাও নাই! একদিন যার তিন গাছি সুতা দেখে দেবরাজ ঐরাবত থেকে নেমে আস্‌তেন, একদিন যার পদাঘাতচিহ্ন স্বয়ং নারায়ণ সগর্ব্বে বক্ষে ধারণ কর্ত্তেন—আজ সে উপবীতসার ব্রাহ্মণ মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত। ওঃ, কি অধঃপতন!

কাত্যায়ন। আবার উঠ্‌তে পারে।

চাণক্য। অসম্ভব। তার সে ক্ষমতা গিয়েছে; যার নি প্রেয়সী?

কাত্যায়ন। কেন? এখনও মন্ত্রী হ'তে ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য কর্ত্তে ব্রাহ্মণ, বিদূষক হ'তে ব্রাহ্মণ, বিধান দিতে ব্রাহ্মণ। এই গৌরবর্ণ জাতি এখনও স্বর্ণসূত্রের মত সমস্ত সমাজকে গেঁথে রেখেছে।

চাণক্য। কিন্তু রাত্রি সন্নিকট। ঐ দেখ।

দূরে সন্ধ্যাস্বন

কাত্যায়ন। কেন চাণক্য। এই ব্রাহ্মণই নিজের প্রভুত্ব খুইয়েছে, আবার এই ব্রাহ্মণই তাকে উদ্ধার কর্ব্বে। আমি আজ সেই উদ্দেশ্যে তোমার কাছে এসেছি ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। কি রকম?

কাত্যায়ন। তোমায় মহারাজের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য কর্ত্তে হবে।

চাণক্য। (সহসা) মন্ত্রী মহাশয়! আমি দীন দরিদ্র অসহায় ব্রাহ্মণ বটে। কোন দিন খেতে পাই; কোন দিন পাই না—সত্য; তথাপি মহারাজের পৌরোহিত্য কর্ব্ব না। মরে গেলেও না। আমি ক্ষত্রিয়ের দাসত্ব কর্ব্ব না।

কাত্যায়ন। শোন ব্রাহ্মণ—

চাণক্য। না—এ কি অত্যাচার! আমি নিজের কুঁড়ে ঘরে বসে' কাঁদতে পাবো না?

কাত্যায়ন। পুরুষদের ক্রন্দন শোভা পায় না।

চাণক্য। তা পায় না বটে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) কিন্তু কি কর্ব্ব মন্ত্রী মহাশয়। উপর্য্যুপরি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে আমার কিছু কর্ত্তে পারে নি। কিন্তু কন্যার অপহরণে আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

কাত্যায়ন। (অর্দ্ধ স্বগত) আবার এত কোমল প্রকৃতি।

চাণক্য। মন্ত্রী মহাশয়! আমি কার্য্যান্তর থেকে রাত্রিকালে ফিরে এসে যখন দেখ্লাম যে আমার ভৃত্য ভূমিতলে অজ্ঞান, আর আমার কন্যার শয্যা শূন্য, তখন আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বইল; চক্ষে অন্ধকার দেখলাম; মাটি থেকে একটা তপ্ত বাষ্প আকাশে উঠতে লাগ্ল। তার পর উন্মত্তবৎ রাস্তা দিয়ে 'মা' 'মা' বলে' চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে ছুট্লাম। পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে পাখীরা কলরব করে' উঠলো। নদীর ধারে গিয়ে ওপারে ডাক্তে লাগলাম। সেই অন্ধকারে দুপারের মধ্যে কেবল কৃষ্ণা নদী গর্জ্জন করে' চলে' গেল। আমি মূর্চ্ছিত হ'যে পড়ে গেলাম?

কাত্যায়ন। তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি—তুমি এত অধীর হচ্ছ?

চাণক্য। অধীর! ইচ্ছা করে কাঁদি, চীৎকার করে' কাঁদি,—আমার অশ্রুজলে পৃথিবী ডুবিয়ে ভেঙে চুরে ভাসিয়ে দিই। কিন্তু অশ্রুর উৎস শুকিয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, ভিতরে অশ্রু জমাট হ'য়ে গিয়েছে। অবিচারে অত্যাচারে, ঈশ্বরকেও ছেয়ে ফেলেছে—দেখ্তে পাই না।

কাত্যায়ন। আবার পাবে। মেঘ কেটে যাবে। একাকী বসে' নিষ্ফল অনুশোচনা না করে' নূতন উদ্যমে বুক বাঁধো; কর্ম্মস্রোতে গা ঢেলে দাও। এ কার্য্যময় সংসারে বসে' থাকা চলে না।

চাণক্য। তা চলে না বটে।

কাত্যায়ন। সুখে দুঃখে মানুষের জীবন। আলোকে অন্ধকারে কালের বিকাশ। শুদ্ধ কি তুমিই দুঃখ পাচ্ছ ব্রাহ্মণ! আমার কি দুঃখ জানো? এই রাজারই আজ্ঞায় অন্ধকার কারাগৃহে আমার সাত সাতটা পুত্রকে চক্ষুর সম্মুখে অনাহারে মরে যেতে দেখেছি।

চাণক্য। সে কি! তবু তুমি তাঁর মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। হাঁ চাণক্য—প্রতিশোধ নেবার জন্য আমিই বেঁচে রৈলাম—অনাহারে ম'লাম না। প্রতিশোধ নেবার জন্য মন্ত্রিত্ব নিয়েছি—চাণক্য তুমি আমার সহায় হও।

চাণক্য। ব্রাহ্মণের উপরে এত অত্যাচার!—তুমি এত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্চ্ছ কেন সুন্দরী? কি আজ্ঞা কর?

কাত্যায়ন। সেই ব্রাহ্মণের লুপ্ত তেজ—এসো আমরা পুনরুদ্ধার করি। আমি রাজার মন্ত্রী আছি, তুমি হও রাজার পুরোহিত। আজ আমরা দুই ব্রাহ্মণ মিলিত হই। আমাদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেই। যতদিন ভারত, ততদিন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ!—এসো ত ভাই।

চাণক্য। (যেন কান পাতিয়া কি শুনিলেন) উত্তম!—আমি পৌরোহিত্য স্বীকার কল্লাম—এখন তোমার আজ্ঞা।—মন্ত্রী মহাশয়! জানি সব যাবে! এই অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধ'রে ফেলেছে,—ব্রাহ্মণের শাঠ্য, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজী—ধরে' ফেলেছে, গলা টিপে ধ'রেছে! ঐ বন্যা আসছে! যাবে—ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে—যাবে! রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না। (তবু প্রলয়ের পূর্ব্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশ সূর্য্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে' যাবে!—চল যাচ্ছি।)

উভয়ে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মহারাজ নন্দের প্রমোদোদ্যান। কাল—রাত্রি

মহারাজ নন্দ, পারিষদগণ ও নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীদের নৃত্যগীত

গীত

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা তাই তোমার কাছে ছুটে আসি,
তুমি শুধু দিয়ো হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি,
তুমি শুধু চেয়ে দেখ, বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।
গাঁথি মালা শতদলে, দিব তব পদতলে,
তুমি হেসে ধর গলে—আমরা দেখ্‌বো তোমার মধুর হাসি,
তুমি কভু দয়া করে' বাজিও তোমার মোহন বাঁশী,
শুনে তোমার বাঁশীর ধ্বনি, বঁধু! আমরা বড় ভালবাসি।
তুমি মোদের হয়ো প্রভু আমরা তোমার হব দাসী,
তুমি যে হে ভক্তের বঁধু, আর আমরা যে গো ব্রজবাসী।
ভালবাসে নাহিক বাসা, নহি তার অভিলাষী—
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। মহারাজ!

১ম পারিষদ। এ আবার কে!

২য় পারিষদ। তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ!

৩য় পারিষদ। নাচ্‌তে জানো?

নন্দ। কে তুমি?

চাণক্য। আমি ব্রাহ্মণ।

১ম পারিষদ। যাও এখানে কিছু হবে না।

২য় পারিষদ। স্ত্রী,গো,ব্রাহ্মণ—এদের আমরা কিছু বলিনে,সরে' পড়—

৩য় পারিষদ। নিরীহ জাতি!

নন্দ। তুমি এখানে এ সময়ে কিসের জন্য?

চাণক্য। মহারাজ! আমি তোমার মাতামহের শ্রাদ্ধের পৌরোহিত্য কর্ত্তে এসেছিলাম—যেচে আসি নি—

নন্দ। তোমাকেই বা কে যেচে আনতে গিয়েছিল ঠাকুর?

চাণক্য। তোমার মন্ত্রী।

নন্দ। মন্ত্রী ডেকে এনেছে, তার কাছে যাও।

চাণক্য। তোমার শ্যালক আমার অপমান ক'রেছে—

১ম পারিষদ। তা ত কর্ব্বেই!

২য় পারিষদ। শ্যালক মাত্রেই অপমান ক'রে থাকে।

৩য় পারিষদ। শ্যালকের সাত খুন মাফ— শোনো নি বাবা!

চাণক্য। (সপদদাপে) চুপ কর্ কুকুরের দল!

পারিষদবর্গ ভীত হইয়া স্তব্ধ রহিল

নন্দ। অপমান ক'রেছে তাই হয়েছে কি ঠাকুর!···মগধের মহারাজের শ্যালক।

বাচালের প্রবেশ

বাচাল। আমায় তুমি সহজ লোক ঠাওরাও? আমি মহারাজের শ্যালক; মহারাজের বাপ আমার বাপের বেহাই; মহারাজ আমার ভগ্নীপতি; মহারাজের ছেলে আমার ভাগিনেয়!—তুমি আমায় সহজ লোক ঠাওরাও ঠাকুর!

নন্দ। যাও এখান থেকে, এখানে আমরা ব্রাহ্মণের অনুযোগ শুন্তে আসি নি।

চাণক্য। না, তা শুন্‌বে কেন।—ব্রাহ্মণ আজ আর সে ব্রাহ্মণ নাই। তাই এক্ষণে ক্ষত্রিয় অনায়াসে তার সম্পত্তি লুণ্ঠন করে' নির্ভয়ে তার উপরে চোখ রাঙায়! সে তেজ যদি ব্রাহ্মণের থাক্‌তো, ত তাকে তোমার সম্মুখে রোষরক্তিম দেখে তুমি ঐখানে সিংহাসন শুদ্ধ মাটির নীচে বসে' যেতে। কিন্তু সে প্রতাপ একেবারে লুপ্ত হয় নাই জেনো!

বাচাল। দেখি ব্রাহ্মণের প্রতাপটা একবার—আর তুমি মহারাজের শ্যালকের প্রতাপটা কি রকম দেখ।

চাণক্য। দেখ্‌বে—মহারাজ! তুমিও দেখ্‌বে—যদি এর প্রতি-বিধান না কর।

নন্দ। কি! তুমি ঐখানে দাঁড়িয়ে আমার উপর চোখ রাঙাবে, ভিক্ষুক! বেরোও এখান থেকে।

চাণক্য। কলির ব্রাহ্মণ! কান পেতে শোন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বল্‌ছে—"বেরিয়ে যাও এখান থেকে" তথাপি ঝড় উঠ্‌ছে না, অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে না, পৃথিবী কেঁপে উঠ্‌ছে না! সব স্থির!—কি আশ্চর্য্য!

নন্দ। গলায় হাত দিয়ে বের ক'রে দাও ত।

চাণক্য। ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা হও!—ব্রাহ্মণ! জড়ের মত খাড়া হ'য়ে আর দাঁড়িয়ে দেখছ কি! জগতের বিদ্রূপ হ'য়ে ঐশ্বর্য্যের দ্বারে ভিক্ষা মেগে বেড়াতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না! পার তো ওঠো। কপিলের তেজে স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করে', নীচের দর্প ভস্ম করে' দাও। আর তা যদি না পারো, তা হ'লে···ওরে ক্ষুদ্র, ওরে ঘৃণিত, ওরে পদদলিত, ওরে মহত্ত্বের কঙ্কাল, আর আলোকে মুখ দেখিও না। রসাতলে যাও।

নন্দ। আমরা কি এখানে এক উন্মাদের প্রলাপ শুন্তে এসেছি!—বাচাল! একে বা'র করে' দাও।

বাচাল। (চাণক্যের শিখা ধরিয়া টানিয়া) বেরিয়ে যা ভিক্ষুক!

চাণক্য। কি!—হাঁ যাচ্ছি—যাচ্ছি। তবে যাবার আগে ব'লে

যাই। মহারাজ নন্দ! তবে একবার এই কলিযুগেই এই বিশীর্ণ ধ্বংসাবশেষ ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখ্‌বে! এই নন্দবংশ ধ্বংস না করি ত আমি চণকের সন্তান নই। তোমার রক্তে রঞ্জিত হয়ে এই শিখা বাঁধবো, এই প্রতিজ্ঞা করে' গেলাম, মনে থাকে যেন মহারাজ! আর ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে' যাই—একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে তোমার কাছ পেতে প্রাণভিক্ষা চাইতে হবে। আমি সে ভিক্ষা দিব না। সেইদিন দেখ্‌বে আবার—এই ব্রাহ্মণের তপস্যার শক্তি, ব্রাহ্মণের প্রতিভার প্রভাব, ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞার বল, ব্রাহ্মণের অভিশাপের তেজ, ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ বিক্রম, ব্রাহ্মণের দুর্জ্জয় প্রতাপ।

প্রস্থান

নন্দ। কে এ! হয়েছিল কি!

বাচাল। হবে আবার কি! অপোগণ্ড জানোয়ারটা পুরুতগিরি কর্ত্তে এসেছিল। এ দিকে আমি পুরোহিত এনেছি। ওকে উঠ্‌তে বল্লাম, উঠ্‌বে না। তখন আমি গলায় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি! আমার অপরাধের মধ্যে এই।

নন্দ। তুমি ব্রাহ্মণকে গলা' ধাক্কা দিতে গেলে কেন?

বাচাল। আমি মহারাজের শ্যালক—

১ম পারিষদ। তার উপরে মহারাজ ওর ভগ্নীপতি—

২য় পারিষদ। ওর বাপ মহারাজের শ্বশুর।

৩য় পারিষদ। বেশ করেছো—

নন্দ। আমোদটা মাটি করে' দিলে।—যাক।

১ম পারিষদ। মন্দ কি!—একটা নতুন হ'ল।

২য় পারিষদ। গেয়ে গেল বেশ!

১ম পারিষদ। যা হোক্ শ্রাদ্ধে এত মজা কখনও দেখি নি। মেয়ের বিয়েতে এ রকম নাচ গান হয় বটে।

২য় পারিষদ। সেও এক রকম শ্রাদ্ধ !

১ম পারিষদ। কি রকম !

২য় পারিষদ। শ্রাদ্ধ তিন রকম। যথা, বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম শ্রাদ্ধ; মেয়ের শ্রাদ্ধ—তার নাম বিয়ে; টাকার শ্রাদ্ধ—তার নাম মোকদ্দমা।

৩য় পারিষদ। আর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—তার নাম ?

৪র্থ পারিষদ। যা গড়াচ্ছে।

মুরাকে সঙ্গে লইয়া কাত্যায়নের প্রবেশ

নন্দ। এ আবার কে!—ও!—তা এখানে কেন ?

কাত্যায়ন। মহারাজ যে আজ্ঞা ক'র্লেন অবিলম্বে—

নন্দ। তাই বলে' এখানে—প্রমোদোদ্যানে। একটা ত ভদ্রতা আছে—

মুরা। তোমার মুখে একথা শুনে প্রীত হ'লাম বৎস।

নন্দ। প্রীত হবার মত কোন কাজ কর্ব্বার জন্য তোমায় এখানে নিয়ে আস্তে বলি নি। কিন্তু—রাজকার্য্য এখানে কেন মন্ত্রী! তুমি বড় অবিবেচক।

কাত্যায়ন। আজ্ঞা হয় ত আবার রেখে আসি।

২য় পারিষদ। ওহে মন্ত্রী মহাশয়, তুমি যে সেই রকম কর্লে—

১ম পারিষদ। কি রকম!

২য় পারিষদ। একজন পাল্কী চ'ড়ে' গিয়ে দেখে যে টেঁকে পয়সা নেই। ভাড়া দিতে পারে না! শেষে বেহারাদের ব'ল্লে, 'আমার কাছে পয়সা নেই কিন্তু তোমরা গরীব লোক, তোমাদের লোকসান কর্ব্ব কেন—আমাকে—যেখান থেকে এনেছিলে সেখানেই রেখে এসো—আমি না হয় হেঁটেই আস্‌বো।'

৩য় পারিষদ। একজন সত্যই তাই করেছিল। কুয়ো কাটিয়ে দরে

বল্‌লো না বলে' মজুরদের ব'ল্লে—"আচ্ছা দে বাপু তোদের কুয়ো তোরাঁ বুজিয়ে দে ; আমি অন্য মজুর দিয়ে আমার কুয়ো কাটিয়ে নেবো।"

কাত্যায়ন। বলুন মহারাজ, এঁকে গিয়ে রেখে আসি।

নন্দ। না, যখন এনেছো—শোন মা। তোমার পুত্র চন্দ্রগুপ্ত জীবিত আছে।

মুরা। আছে? কোথায় সে? কোথায় সে?

নন্দ। তাই জান্‌বার জন্য তোমায় ডেকেছি। সে কোথায় তুমি জানো?

মুরা। আমি জানি না বৎস!

নন্দ। তুমি জানো। বল সে কোথায়? নহিলে,—নন্দকে জানো?

মুরা। জানি। নন্দকে জানি না? আমি তাকে কোলে করে' মানুষ করে'ছি, বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছি।

নন্দ। সে গৌরব তুমি কর্ত্তে পার।—এখন চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?

মুরা। আমি জানি না।

নন্দ। জানো। বল। নহিলে—

মুরা। আমায় বধ কর্বে? কর কিন্তু এখন নয়। আমি মর্ব্বার আগে একবার চন্দ্রগুপ্তকে দেখ্‌তে চাই।—একবার—একবার—

নন্দ। না, তোমায় বধ কর্ব্ব না। অত শীঘ্র শেষ কলে চল্‌বে না। তোমায় আজীবন কারারুদ্ধ করে' রেখে দেবো। অনাহারের জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধ কর্ব্ব।

মুরা। না, এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না। আমি তোমার মা।

নন্দ। হাঁ, শূদ্রাণী মা বটে। পিতার দাসী হ'য়ে স্পর্দ্ধা—যে, মহারাজের মা হ'তে চাও!

মুরা। ওঃ!

শির নত করিলেন

২য় পারিষদ। একটা গল্প মনে পড়ল—এক—

নন্দ। চুপ কর।—মহারাজের মা হ'তে চাও—শূদ্রাণী মা।

মুরা। না, আমি মহারাজের মা হ'তে চাই না। মহারাজ, তুমি চিরদিন মহারাজ হ'য়ে থাকো। আমার চন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষুক হোক। শুধু সে বেঁচে থাকুক। আমি শুধু তাকে একবার দেখতে চাই। একবার বুকে ধরে' চেঁচিয়ে কাঁদতে চাই। আমি চন্দ্রগুপ্তের মা, এই আমার পরম গৌরব। তার বাড়া গৌরব চাই না। আমি মহারাজের মা হ'তে চাই না।

নন্দ। চন্দ্রগুপ্ত কোথায়—এখনও বল। তুমি জানো।

মুরা। যদি জান্তামও তবু বল্‌তাম না। ভাবো কি মহারাজ নন্দ, যে মা নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তার ছেলেকে বাঘের মুখে ছেড়ে দেবে!—তারে মত। 'মা' চিন্‌লিনে।

নন্দ। বলবে না! বটে! আমি শুনেছি—সে আমার বিপক্ষে বিদ্রোহের সূচনা কচ্ছে। সৈন্য সংগ্রহ কচ্ছে।

মুরা। ভগবান! এই কথা সত্য হোক। চন্দ্রগুপ্ত যেন তার মাতার অপমানের প্রতিশোধ নেয়।

নন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে—

বাচাল। এসো বাছাধন।

কেশ ধরিয়া টানিল

পারিষদবর্গ হাসিল সঙ্গে সঙ্গে নন্দও হাসিলেন

মুরা। এতদূর!—মহারাজ নন্দ! তোমার মাতার এই অপমান তুমি উপভোগ কচ্ছ! তুমিও হাসছো!—না, আমি তোমার মাতা নই, আমি তোমায় স্তন্য দিই নাই। কোন রাক্ষসী তোমায় রক্ত খাইয়ে মানুষ করেছে। নইলে ক্ষত্রিয় মহারাজ তুমি—না! আজ যদি ক্ষত্রিয়ের এই আচরণ হয়, তবে আমি যেন জন্ম জন্ম শূদ্রাণী হ'য়েই জন্মগ্রহণ করি।

১ম পারিষদ। বাঃ, বল্‌ছে বেশ!

২য় পারিষদ। সুন্দর! বল্‌তে দাও।

৩য় পারিষদ। কি মহারাজ, মাথা হেঁট কর্চ্ছেন যে।

মুরা। মহারাজ নন্দ! আমি তোমার মাতা নই। কিন্তু আমি নারী—দীনা, দুর্ব্বলা, নিঃসহায়া নারী। নারীর লাঞ্ছনা,—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার,—নারী সৈতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম সয় না জেনো।

বাচাল। এসো, এখানে আমরা ধর্ম্মের কাহিনী শুন্তে আসি নি, এসো।

এই বলিয়া বাচাল তাহার গলদেশ ধরিল

নন্দ। এখনও বল চন্দ্রগুপ্ত কোথায়। নইলে—

[illegible] তরবারি হস্তে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্ত তোমার সম্মুখে। অধম! (বাচালকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া) মা, তোমার এই অপমান—চন্দ্রগুপ্ত জীবিত থাক্‌তে! মা আমার!

মুরা। বৎস আমার!

চন্দ্রগুপ্তের গলদেশ জড়াইলেন

চন্দ্রগুপ্ত। ভীরু। পাষণ্ড! কাপুরুষ! এর প্রতিফল পাবে।—এসো মা।

মুরার সহিত প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—মলয়রাজ্যে চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ। কাল—সায়াহ্ন

চন্দ্রগুপ্ত ও চন্দ্রকেতু

চন্দ্রকেতু। এ গৃহ আপনার গৃহ। আমি আপনার অনুগত বন্ধু। মহারাজ আমায় বিশ্বাস করুন। মহারাজের জন্ম আমার এই পার্ব্বত্য সৈন্য প্রাণ দিবে।

চন্দ্রগুপ্ত। আমি এই অশিক্ষিত সৈন্য গ্রীক-প্রথায় শিক্ষিত করে' তুল্‌বো। এই পার্ব্বত্য সাহস গ'লয়ে বিজ্ঞানের কারখানায় পিটিয়ে এমন করে' গড়ে তুল্‌বো যার কাছে—মগধ ত ছার—সমস্ত ভারতবর্ষ মাথা হেঁট কর্ব্বে।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু নন্দের মন্ত্রী, শুনেছি—অতি কুট, অতি বুদ্ধিমান।

চন্দ্রগুপ্ত। জানি চন্দ্রকেতু! আমার পক্ষেও নন্দের পুরাতন মন্ত্রী কাত্যায়ন আছেন। আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছি কোন এক বিচক্ষণ চাণক্যকে ডেকে আন্‌বার জন্য।

চন্দ্রকেতু। এই চাণক্য কে?

চন্দ্রগুপ্ত। শুনেছি তিনি একজন অতি বুদ্ধিমান এবং নিষ্ঠ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। নন্দের প্রতি তাঁর ক্রোধ অনেক দিন থেকে ধোঁয়াচ্ছিল, এখন বাতাস পেয়ে জ্বলে' উঠেছে,—তিনি নাকি যাদু জানেন।

চন্দ্রকেতু। কি রকম!—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি শুনেছি বাতাসের সঙ্গে কথা কন। ঈশ্বর সঙ্গে মন্ত্রণা করেন। তাঁর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তৃণ জ্বলে' উঠে ভস্ম হ'য়ে যায়। তিনি একাকী থাকেন। তাঁর বন্ধু জগতে কেউ নাই।

চন্দ্রকেতু। এরূপ লোক কিন্তু ভয়ানক।

চন্দ্রগুপ্ত। এখন ভয়ানক লোকই চাই চন্দ্রকেতু। তোমার উপর নির্ভর করতে পারি?

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! আমি আপনাকে যখন একবার মগধের রাজা মহারাজা বলে' ডেকেছি, যখন একবার ভাই ব'লে আলিঙ্গন করেছি, তখন মল্লরাজ, রাজভক্ত চন্দ্রকেতু চিরদিন আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত জানবেন।

চন্দ্রগুপ্ত। ভাই! (আলিঙ্গন) তবে আর কোন চিন্তা নাই।

নেপথ্যে। চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। আস্‌ছি মা! চল চন্দ্রকেতু, মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করি।

উভয়ের প্রস্থান

ছায়ার প্রবেশ

ছায়া। ইনি কি অবতীর্ণ দেবরাজ! এঁর দর্শন পূর্ণচন্দ্রের উদয়। এঁর স্বর রণবাদ্য। দাদাকে যখন ইনি আলিঙ্গন কর্লেন, মনে হ'ল যেন পর্বতের মেঘকে সূর্য্যকিরণ এসে ঘিরেছে। চলে' গেলেন—যেন একটি মলয়োচ্ছ্বাস।

ছায়ার গীত

আয় রে বসন্ত ও [illegible]
নিয়ে আয় তোর [illegible] নতুন পাতায় নতুন ফুল
শুনি [illegible] প্রেমগীতে তোর [illegible]
আমি শুধু কুড়াই হাসি [illegible]
জানি না প্রেম কি [illegible]
আমি শুধু [illegible] প্রাণ [illegible]
নিয়ে আয় [illegible]
[illegible] বরণ, [illegible]
[illegible]

[illegible] প্রস্থান

কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রগুপ্ত ও মুরার প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। মা, আমি অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি। আগুন জ্বালিয়েছি। তোমার অপমান তা'তে আজ আহুতি দিল। যদি কখনো স্নেহের দৌর্ব্বল্যে ভাই নন্দকে ক্ষমা কর্ত্তে চেয়েছিলাম, আজ হ'তে সে চিন্তা মন থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম। আমার স্নেহাশ্রুবিন্দু আজ তোমার জন্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গে পরিণত হোক্।

মুরা। যখন নন্দ আমায় শূদ্রাণী মা বলে সম্বোধন কর্ল, তখন আমার

মনে হ'ল বৎস! যে অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তার পর যখন তার আজ্ঞায় বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কল—

কাঁদিয়া উঠিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। মা! যদি জয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল,—আর তার রেখামাত্র নাই। প্রপীড়িতা সীতার অশ্রুজলে লঙ্কা ভেসে গেল, লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর ক্রোধে কুরুবংশ ভস্ম হয়ে গেল, অবলার উপর অত্যাচারে একটা জাতি উচ্ছন্ন যায়, নন্দবংশ ত ছার! আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ নেবো!

মুরা। সেই আশায় জীবনধারণ করে' রৈলাম।

প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। শূদ্রাণী!—শূদ্র মানুষ নহে? তার কি ক্ষত্রিয়ের মত হস্তপদ নাই? মস্তিষ্ক নাই? হৃদয় নাই? এত ঘৃণা!—উত্তম! দেখাবো একবার শূদ্রের কত শক্তি। দেখাবো যে সে মানুষ।—সেকেন্দার সাহা! তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করা আমার জীবনের চরম লক্ষ্য হৌক্।

কাত্যায়নের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। কে?—

কাত্যায়ন। আমি কাত্যায়ন।—

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ? চাণক্য কৈ?

কাত্যায়ন। আস্‌ছেন, পূজা সাঙ্গ ক'রে আসছেন।

চন্দ্রগুপ্ত। কি রকম দেখলেন?

কাত্যায়ন। মথিত সমুদ্রের মত। জানি না গরল ওঠে কি অমৃত ওঠে। তাঁর চেহারাটা এবার আমার কিন্তু বড় ভাল লাগ্‌লো না।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন?

কাত্যায়ন। আমি এ সংবাদ দেওয়া মাত্র তাঁর গম্ভীর মুখখানি

সহসা প্রত্যূষের মত দীপ্ত হয়ে উঠলো, আবার তৎক্ষণাৎ গোধূলির মত ম্লান হ'য়ে গেল। শীর্ণ দেহখানি প্রদীপশিখার মত কেঁপেই আবার স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রৈল। ওষ্ঠপ্রান্তে এক ব্যঙ্গহাস্য জেগে ধীরে ধীরে নিবে গেল। শেষে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি—ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ, মুখ পাংশু, ললাটে গম্ভীর রেখা, কৃষ্ণাপাঙ্গ চক্ষু দুটির তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি দূর শূন্যে চেয়ে রৈল।

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত। (পাদচারণা করিতে করিতে) কখন আসবেন ?

কাত্যায়ন। ঐ যে।

চন্দ্রগুপ্ত। এ কে ?

কাত্যায়ন। ঐ চাণক্য পণ্ডিত।

চন্দ্রগুপ্ত। ইনি ?

[illegible] পরে

[illegible] সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিলেন [illegible] চন্দ্রগুপ্ত নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন

চাণক্য। তুমি চন্দ্রগুপ্ত ?

চন্দ্রগুপ্ত। আপনার দাস।

চাণক্য। (আপাদ মস্তক চন্দ্রগুপ্তকে নিরীক্ষণ করিয়া) তুমি পার্ব্বে।

চন্দ্রগুপ্ত। যদি আপনার কৃপা থাকে।

চাণক্য। আমি কে ? কেউ না ! তুমি একাই পার্ব্বে। আমি কে ? দীন ব্রাহ্মণ। অতি দীন।

চন্দ্রগুপ্ত। দীন ব্রাহ্মণ।

চাণক্য। আজ ব্রাহ্মণের মত দীন কে ? তার শাপে সগরবংশ ভস্ম হওয়া দূরে থাকুক, প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বলে না। তার উপবীত আজ ভিক্ষুকের চিহ্ন। তাকে ক্ষত্রিয় আজ পদাঘাত করে' চলে' যায়।

চন্দ্রগুপ্ত স্তব্ধ রহিলেন

মাঝে মাঝে সমুদ্রের তরঙ্গ তুলে ধেয়ে আসি, কিন্তু তীরে বাধা পেয়ে গভীর হতাশ্বাসে ফিরে যাই। কোন শক্তি নাই! কোন শক্তি নাই!

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি। শুনেছি চাণক্য পণ্ডিত—

চাণক্য। বিচক্ষণ, বিদ্বান্, কূট। না?—ঠিক শুনেছিলে? কেবল একটা কথা শোন নাই। শোন নাই যে, তার হৃদয় নাই। আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।—এ বক্ষ—(সহসা চন্দ্রগুপ্তের হস্ত টানিয়া নিজের বক্ষের উপর রাখিয়া) এই বক্ষে হাত দিয়ে দেখ! কি দেখছ?

চন্দ্রগুপ্ত। ক্ষীণ রক্তস্রোত বৈছে।

চাণক্য। কিসের স্রোত?

চন্দ্রগুপ্ত। রক্তস্রোত।

চাণক্য। মূর্খ। রক্ত নাই—এ দেহে রক্ত নাই! এ হিমানীপ্রবাহ। রক্ত যা ছিল, জমাট হ'য়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!' আমি সব শুনেছি। আমায় শুদ্ধ আজ্ঞা দিউন। আমায় শুদ্ধ আশীর্ব্বাদ করুন। আমায় শুদ্ধ বলুন—চন্দ্রগুপ্ত! তুমি অগ্রসর হও আর কিছু চাই না। আর সব আমি কর্ব্ব।

চাণক্য। পার্ব্বে?

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব। গুরুদেব। সেকেন্দার সাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে আমি দিগ্বিজয়ী বীর হব। সেই আশ্বাসবাণী নিদ্রায় ও জাগরণে আমার কর্ণে এখনও বাজ্‌ছে। আমি পার্ব্ব। শুদ্ধ আপনি আমার এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত হৌন। আমায় আপনি এই ব্রতে দীক্ষিত করুন।

চাণক্য। কি? তুমি কি আজ্ঞা কর্চ্ছ প্রাণেশ্বরি!

চন্দ্রগুপ্ত। এ কি আবার!

চাণক্য। তোমার আজ্ঞা! উত্তম!—(চন্দ্রগুপ্তকে) তবে পা ছুঁয়ে শপথ কর যে, এই ব্রাহ্মণের আদেশ তুমি সর্ব্বথা পালন কর্ব্বে।

চন্দ্রগুপ্ত। (চাণক্যের চরণ স্পর্শ করিয়া) শপথ কচ্ছি গুরুদেব' আপনি আমায় দীক্ষা দিউন।

চাণক্য। হাঁ তুমি পার্ব্বে। তোমার মুখ, তোমার দৃষ্টি, তোমার ভঙ্গিমা সমস্বরে বল্‌ছে যে তুমি পার্ব্বে। হাঁ, আমি তোমায় দীক্ষা দিব। তোমায় মগধের সিংহাসনে বসাব। তোমায় ভারতের অধীশ্বর কর্ব্ব। তবে ইন্ধন প্রস্তুত কর চন্দ্রগুপ্ত! আমি তাকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত কর্ব্ব! সেই অগ্নি দাবানলের ন্যায় ব্যাপ্ত হবে! সমস্ত ভারতবর্ষ জ্বলে' উঠ্‌বে!—চন্দ্রগুপ্ত!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব!

চাণক্য। ঊর্দ্ধে চাও দেখি।—কি দেখ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত। আকাশ।

চাণক্য। কি বর্ণ?

চন্দ্রগুপ্ত। পাংশুরক্তবর্ণ।

চাণক্য। কি বুঝ্‌ছো?

চন্দ্রগুপ্ত। ঝড় উঠ্‌বে।

চাণক্য। ঠিক! ঝড় উঠ্‌বে। আর সম্মুখ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখ দেখি। কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

চন্দ্রগুপ্ত। না!

চাণক্য। অন্ধ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে!—এ কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবল নয়, পরশুরামের শৌর্য্য নয়, বামনের ছলনা নয়। এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি! স্বর্গমর্ত্ত্য এক সঙ্গে! আর ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত! ওঠো—আমি আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখ্‌ছি জানো?

চন্দ্রগুপ্ত। কি গুরুদেব!

চাণক্য। এই প্রধূমিতা প্রজ্বলিতা প্রবাহিত রক্ত স্রোতস্বতী ভৈরবী ভারতভূমির পরিবর্ত্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীত-মুখরা, হাস্যময়ী জননী। জলধি হ'তে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য! সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি

সেলুকস ও হেলেন

সেলুকস। হেলেন! বীরবর সেকেন্দার সাহার মৃত্যু হ'য়েছে।

হেলেন। সে কি! কি ক'রে জানলেন?

সেলুকস। সূর্য্য অস্ত গেলে পৃথিবী জানতে পারে না?

হেলেন। তার পর!

সেলুকস। তার পর আবার কি। তিনি আমায় এশিয়ার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ক'রে গিয়েছেন।

হেলেন। এক মহতী আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় অর্দ্ধেক এশিয়া জয় ক'রে পরে নিজের দেশেও মর্ত্তে পেলেন না।

সেলুকস। হেলেন—সেকেন্দার সাহা যা সাধন কর্ত্তে ব্যর্থকাম হ'য়েছিলেন আমি তা সম্পূর্ণ কর্ব্ব।

হেলেন। কি।

সেলুকস। ভারতবর্ষ জয়।

হেলেন। তাতে কি লাভ হবে?

সেলুকস। কীর্ত্তি।

হেলেন। না অকীর্ত্তি!—আশ্চর্য্য পুরুষের উচ্চাশা! কিছুতেই পূর্ণ হয় না। আশ্চর্য্য পুরুষের জিঘাংসা! মানুষ যেন বন্য শিকার। বধ কর্ত্তেই হবে! তবু মানুষ মানুষের মাংস খায় না।—খায় না কেন বাবা? ভাল লাগে না?

সেলুকস। প্রথা নাই।

হেলেন। সৃষ্টি করুন না—নাম থেকে যাবে।—বাবা, আপনার পুরুষ-জাতি এত রক্তপিপাসু? হৃদয়ের মধ্যে কি আর কোন প্রবৃত্তি নাই?

সেলুকস। কি প্রবৃত্তি?

হেলেন। দুঃখীর দুঃখ দূর করা, রোগীর সেবা করা, ক্ষুধার্ত্তকে খেতে দেওয়া, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেওয়া—এ সব কি কিছুই নাই?—কেবল স্বার্থের প্রসার, বেদনার বৃদ্ধি, অত্যাচার, অবিচার, পীড়ন।

সেলুকস। ডিমস্থিনিস্ বলেছেন, বিজিগীষা মানুষের একটা মহৎ প্রবৃত্তি।

হেলেন। কোথাও তিনি একথা বলেন নি। নিয়ে আসছি ডিমস্থিনিস্।

প্রস্থানোদ্যত

সেলুকস। না না, নিয়ে আসতে হবে না। তুমি ডিমস্থিনিস্ও পড়েচো?

হেলেন। পড়েছি।

সেলুকস। তুমি অত পড় কেন? পড়ে' পড়ে' তোমার মৌলিকত্ব নষ্ট কর্চ্ছ।

হেলেন। মৌলিকতা নষ্ট হয় প'ড়লে? আর না প'ড়লেই মৌলিক হয়?—বাবা, তা হ'লে সবার চেয়ে মৌলিক হচ্ছে—ঐ—ঐ গাধাটা।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। কারণ—সে কিছুই পড়ে নি।

সেলুকস। তুমি আমায় অপমান কর্চ্ছ।

হেলেন। না বাবা!

সেলুকস। তুমি আমার সঙ্গে গাধার তুলনা কর্চ্ছ।

হেলেন। না বাবা, আমি করি নি।

সেলুকস। করছো।

হেলেন। আমার অন্যায় হ'য়েছে। (করজোড়ে) ক্ষমা চাচ্ছি।

সেলুকস। না আমি ক্ষমা কর্ব্ব না, আমি রেগেছি। তুমি প্রায়ই আমাকে অপমান কর।

হেলেন। বাবা—

হাত ধরিলেন

সেলুকস। যাও।

হাত ছাড়াইয়া লইলেন

হেলেন। (গদ্‌গদস্বরে) বাবা—

নতজানু হইলেন

সেলুকস। ওকি! না না ওঠ—তোর কিছু অন্যায় হয় নি। আমার অন্যায়! আমি ক্রোধবশে "যাও!" ব'লেছি। আমি তোর উপর এত রূঢ় যে কখন হ'তে পারি—তা ভাবি নি। ওঠ—(হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া) আমায় ক্ষমা কর্ হেলেন।

হেলেন। সে কি বাবা!

তাহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন

সেলুকস। (হেলেনকে বাহুবেষ্টন করিয়া) মাতৃহারা কন্যা আমার।

হেলেন। কে বলে আমি মাতৃহারা। এই যে আমার মা! শুধু বাপ হ'লে কি এত আব্দার কর্ত্তে পার্ত্তাম!

সেলুকস। কৈ তুমি আব্দার কর।

হেলেন। আব্দার করি না?—ও বাবা।

সেলুকস। তুমি ত আমার কাছে কিছু চাও না—কেন চাও না হেলেন?

হেলেন। না চাইতেই ত সব পেয়েছি। আমার কিসের অভাব বাবা?

সেলুকস। মহার্ঘ পরিচ্ছেদ—অমূল্য অলঙ্কার—

হেলেন। আছে ত সবই।

সেলুকস। তবে পর না কেন?

হেলেন। প'র্লে আপনি সন্তুষ্ট হন? আচ্ছা, এখন থেকে প'র্ব্বো!

সেলুকস। হাঁ প'রো!—আমি দেখব।—আমি এখন একবার সৈন্যাধ্যক্ষের শিবিরে যাবো। তুমি ঘুমোওগে যাও।—ধাত্রী!—

হেলেন। যাচ্ছি বাবা। আমি আর এখন খুকিটি নই, যে সন্ধ্যা না হ'তেই ধাত্রী এসে আমায় ঘুম পাড়াবে।

সেলুকস। কিন্তু তুমি অত্যন্ত রাত্রি জেগে পড়। পড়ে' পড়ে' তোমার রং মলিন হয়ে যাচ্ছে। অত প'ড়ো না।

হেলেন। (সহাস্যে) আচ্ছা বাবা—এখন থেকে একটু মৌলিক হব।

সেলুকস চলিয়া গেলেন। হেলেন কয়েক পদচারণ করিয়া একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, পরে পুস্তক রাখিয়া কহিলেন-

হেলেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে! আজ সিন্ধুনদতীরে সেদিনকার সেই গরিমময় সূর্য্যাস্ত মনে পড়ে। কোথায় সেই রবিকরোজ্জ্বল ভারত, কোথায় এই কুজ্ঝটিকাবৃত আফগানিস্থান। (পুনরায় পাঠ)—সেই মগধের রাজপুত্র।—আমি সংস্কৃত শিখ্‌বো। শুনেছি সংস্কৃত ভাষা ভাবুকতা, কবিত্ব, জ্ঞানের খনি! (পাঠ)—কে? (ফিরিয়া চাহিয়া) ও!—আন্টিগোনস্‌।

আন্টিগোনসের প্রবেশ

আন্টিগোনস্। হাঁ আমি হেলেন।

হেলেন। (উঠিয়া) পিতা গৃহে নাই।

আন্টিগোনস্। তা জানি।

হেলেন। তবে তুমি এখানে—অকস্মাৎ।

আন্টিগোনস্। আমার আগমন কি তোমার কাছে এতই অপ্রীতিকর?

হেলেন। আমি তা ত বলি নাই।

আন্টিগোনস্। কি কপট জাতি। মনের কথা এখনও, এত দিনেও জান্‌তে পার্লাম না। 'আমি তা ত বলি নাই'—কি সুন্দর উত্তর! 'বলি নাই' বটে—কিন্তু আমার আগমন প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর তা বল্‌তে কোন বাধা আছে কি?

হেলেন। বলে' লাভ কি?

আন্টিগোনস্। লোকসানই বা কি?—বলে' তোমার লাভ না থাক্‌তে পারে,—শুনে আমার লাভ আছে!

হেলেন। কি লাভ?

আন্টিগোনস্। লাভ এই যে, ঐ উত্তরের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্চ্ছে।—শোন হেলেন, আমি এই শেষবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি?

হেলেন। কি?

আন্টিগোনস্। আমি অশ্রুজলে তোমায় পেতে ভিক্ষা চেয়েছি—পাই নাই। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে দাবী ক'রেছি—পাই নাই। আজ সহজ সরল, শুদ্ধ ভাষায়, একবার জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি—এর মধ্যে ক্রোধ নাই, কাকুতি নাই।—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। আমার পিতার স্কন্ধের উপর যে খড়্গ তোলে তাকে আমি বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

আণ্টিগোনস্। সেই এক কথা!—তার কারণ তুমিই না হেলেন? তার পূর্ব্বে তোমার কাছে আমি এ প্রস্তাব করি, তুমি ব'লেছিলে—পিতার মতেই তোমার মত! পরে তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ব্যঙ্গভরে বল্লেন যে, যার জন্মের ঠিক নাই, তার সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ অসম্ভব।

হেলেন। তিনি সেনাপতি, আর তুমি একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ।

আণ্টিগোনস্। তার জন্য নয় হেলেন! তিনি আমার জন্ম নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রেছিলেন। সেই ব্যঙ্গের জ্বালায়, আমি ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাঁর উপর খড়্গ তুলেছিলেম—আমার ক্ষমা কর হেলেন।

হেলেন। যদি বা ক্ষমা কর্‌তে পারি, বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

আণ্টিগোনস্। কেন?

হেলেন। রাজকন্যা কোন প্রস্তাব কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নয়।

আণ্টিগোনস্। এত গর্ব্ব।

হেলেন। না, আমি এ কথা প্রত্যাহার কচ্ছি। তার পরিবর্ত্তে এই কথা ব'ল্লেই যথেষ্ট হবে বোধ হয় যে, কোন কুমারী বিবাহ সম্বন্ধে তার মতামতের কোন কারণ ব্যক্ত কর্ত্তে বাধ্য নয়।

আণ্টিগোনস্। আমি কারণ চাহি না, আমি উত্তর চাই!—তুমি আমায় বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। এ কি! হঠাৎ এত রুক্ষ স্বর?

আণ্টিগোনস্। উত্তর চাই। বিবাহ কর্ব্বে কি না?—বল?

হাত ধরিলেন

হেলেন। আণ্টিগোনস্!—হাত ছাড় কাপুরুষ! গ্রীক তুমি!

আণ্টিগোনস্। আমি প্রণয়ী!—সহজ সরল উত্তর দাও—বিবাহ কর্ব্বে কি না?

হেলেন। তোমাকে বিবাহ করার চেয়ে এক দুর্গন্ধ গলিত কুষ্ঠ-

যোগীকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। অধম। (সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইলেন) চলে' যাও এখান থেকে।

আণ্টিগোনস্। উত্তম!—যাচ্ছি। (তাহার পর চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিলেন) যাবার সময় এক কথা বলে' যাই, হেলেন।

হেলেন। বল, "রাজকন্যা"। আমার নাম ধরে, ডাকবার তোমার অধিকার নাই। একজন সামান্য সৈনিক—যাকে ইচ্ছে কর্লে কীটের মত চরণে দলিত কর্ত্তে পারি—কবি না', কারণ সে নীচ অধম,—সে এসিয়ার সম্রাট্ সেলুকসের কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করে।—এতদূর স্পর্দ্ধা!

আণ্টিগোনস্। উত্তম! এর উত্তর আর একদিন দিব।—দেখি চাকা ঘোরে কি না।

এই বলিয়া আণ্টিগোনস চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন এমন সময়
দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখে সেলুকস দণ্ডায়মান।

সেলুকস। আবার নিভৃতে সাক্ষাৎ!

হেলেন। (কম্পিত স্বরে) পিতা!—আপনার কন্যার গায়ে হস্তক্ষেপ করে এমন বর্ব্বর কাপুরুষ গ্রীক আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ?

সেলুকস। সে কি?—সত্য কথা আণ্টিগোনস্?

আণ্টিগোনস্। সত্য কথা।—আমার অপরাধ হ'য়েছে।

সেলুকস। হুঁ।—আণ্টিগোনস্। সেকেন্দার সাহার আজ্ঞায় তুমি নির্ব্বাসিত হ'য়েছিলে। আমি তা সত্ত্বেও তোমাকে আমার সৈন্যাধ্যক্ষ ক'রেছিলাম। তার এই প্রতিদান!—সৈনিকগণ!

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

সেলুকস। বন্দী কর।

সৈনিকগণ আণ্টিগোনসকে বন্দী করিল

সেলুকস। তোমার শাস্তি মৃত্যু—নিয়ে যাও বধ্যভূমিতে। এই মুহূর্ত্তে!

সৈনিকগণ আণ্টিগোনস্‌কে লইয়া যাইতে উদ্যত হুইল, হেলেন সৈনিকগণকে কহিলেন—"দাঁড়াও" পরে সেলুকসকে কহিলেন

হেলেন। পিতা!—এবার এঁকে ছেড়ে দিন।—

সেলুকস। না! এতদূর স্পর্দ্ধা!

হেলেন। পদচ্যুত করুন।

সেলুকস। সে শাস্তি যথেষ্ট নয়।

হেলেন। রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করুন। মৃত্যুদণ্ড দিবেন না।

সেলুকস। না হেলেন—অসম্ভব!

হেলেন। আণ্টিগোনস্‌ বীর! তিনি অপরাধ স্বীকার কর্চ্ছেন। এইবার—এই শেষবার তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁকে নির্ব্বাসিত করুন।

আণ্টিগোনস্‌। আমি সেলুকসের ক্ষমার প্রার্থী নই।—সেলুকস! আমার অপরাধ হয়েছে, স্বীকার কর্চ্ছি। অপরাধের দণ্ড দাও। আমি তোমার মার্জ্জনা চাই না।

হেলেন। আমি চাচ্ছি, বাবা!

সেলুকস। না হেলেন—

হেলেন। (জানু পাতিয়া বসিয়া বুক করে) বাবা!

সেলুকস। আচ্ছা, এবার তোমায় মার্জ্জনা কর্লাম, আণ্টিগোনস্‌—যাও। কিন্তু আমার সাম্রাজ্যে আর যদি কখন পদার্পণ কর ত, তোমার শাস্তি মৃত্যু।—মুক্ত কর।

সৈনিকগণ তাঁহাকে মুক্ত করিল। আণ্টিগোনস্‌ ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন

হেলেন। জানি বাবা, আপনি মুক্ত করে' দেবেন।

সেলুকস। তোর যুক্ত-করের কাছে যে সকল যুক্তি হার মানে হেলেন। আমার বুড়োবয়সের মা হ'য়ে খুব হুকুমটা চালিয়ে নিলি যা হোক।

হেলেন। (সহাস্যে) এ বিষয়ে থেমিষ্টক্লিস কি বলেন বাবা!

সেলুকস। কিছু বলেন না। তুমি অত্যন্ত অবাধ্য!—যাও।

প্রস্থান

হেলেন দ্রুত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন

হেলেন। পিতা আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা—আপনার অগাধ স্নেহের বিনিময়ে আর কি দিতে পারি!—আপনার স্কন্ধের উপর যে খড়্গা তোলে, তাকে আপনার কন্যা কখন বিবাহ কর্ব্বে না। না আন্টিগোনস্‌কেও নয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধক্ষেত্রে চাণক্যের শিবির। কাল—রাত্রি

মুরা ও চাণক্য

মুরা। কাল যুদ্ধ?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আক্রমণ কর্ব্বে?

চাণক্য। হাঁ মুরা। তা ত সমস্ত দিনে একশ' একবার ব'লেছি। আবার সেই কথা এত রাত্রে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছো কেন?

মুরা। স্থির হ'তে পার্চ্ছি না গুরুদেব।—গুরুদেব, এ যুদ্ধে কাজ নাই।

চাণক্য। (সাশ্চর্য্যে) মুরা!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত আমার পুত্র; আর নন্দ—সেও আমার পুত্র। চন্দ্রগুপ্ত আর নন্দ—এক বৃন্তে দুটি ফুল! আমার হৃদয়-আকাশে সূর্য্য-চন্দ্র। তাদের সংঘাতে যে আকাশ চূর্ণ হ'য়ে যাবে।—না গুরুদেব, কাজ নাই। চন্দ্রগুপ্ত আমার পথের ভিখারী হোক। বিবাদে কাজ নাই।

চাণক্য। নারী! সম্মুখে কালের সংহারমূর্ত্তি! দেখ্‌ছ না আকাশ কি স্থির!—রুদ্ধশ্বাসে সে যেন এক ঝটিকার অপেক্ষা কর্চ্ছে! সব প্রস্তুত। এখন নারীর কাকুতি শোন্‌বার সময় নয়। শিবিরে যাও।

মুরা। নারীর কাকুতি! এতই অবজ্ঞেয় নারী! গুরুদেব, আপনি

কি বুঝ্‌বেন এ বক্ষে কি ঝড় বৈছে;—আমি কতখানি সহ্য কর্চ্ছি, তা আপনি কি বুঝবেন গুরুদেব?

চাণক্য। আর তুমি কি বুঝ্‌বে নারী,—শুধু গৌরবের দীন মহিমা—যার রুদ্ধ আবেগ কারাগারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে, নিজেই রক্তাক্ত হ'য়ে ভূলুণ্ঠিত হয়। তুমি কি বুঝবে নারী—এ প্রতিহিংসার জ্বালা, এ মর্ম্মদাহ—যাও, বিরক্ত করো না! শিবিরে যাও।—এ যুদ্ধ অনিবার্য্য।

মুরা। কিন্তু গুরুদেব!—

চাণক্য। (কঠোর স্বরে) যাও।

সভয়ে মুরার প্রস্থান

চাণক্য একাকী পাদচারণ করিতে লাগিলেন

চাণক্য। শূকরের মুণ্ড, ঊর্ণনাভের ত্বক, শবদাহের গন্ধ, এরণ্ডের আস্বাদ, আর গর্দ্দভের চীৎকার—একসঙ্গে কড়ায় চড়িয়েছি। দেখি কি দাঁড়ায়। নূতন রকম ব্যঞ্জন একটা কিছু তৈরি হবেই নিশ্চয়!—হে অদৃশ্য মহাশক্তি! কি মধুর পূতিগন্ধময় ভাগাড়ের মাঝখান দিয়ে আমায় হাতে ধ'রে নিয়ে চলেছ! বলিহারি! (বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ। বাহিরে শিবির-বিন্দুগুলো জ্বলছে দেখ, যেন এক একটা স্ফুলিঙ্গ! আকাশ দাউ দাউ করে' পুড়ে' যাচ্ছে। আর আমি এই অগ্নির প্রবাহে গা ঢেলে দিয়েছি। পুড়ে যাচ্ছি না—শুদ্ধ ব্রহ্মতেজে বোধ হয়। (হাস্য) না, এই কলিযুগেতেও একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখাতে হবে।—না প্রেয়সী? ঐ দীর্ঘ দন্তে হেসে, রুক্ষ মাথা নেড়ে ব'লছে "হাঁ"।—শুনেছি। কি কদর্য্য তুমি, হে সুন্দরি! তোমার প্রেমে শেষে পাগল না হ'য়ে যাই।—কে! কাত্যায়ন?

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। হাঁ আমি, চাণক্য।

চাণক্য। এত রাত্রে।

কাত্যায়ন। সংবাদ আছে।

চাণক্য। কি।—

কাত্যায়ন। নন্দের বৃদ্ধ মন্ত্রী এসেছিলেন।

চাণক্য। (সাগ্রহে) এসেছিলেন না কি।—তার পর!

কাত্যায়ন। তিনি সন্ধির কথা ব'ল্লেন।

চাণক্য। কি ব'ল্লেন!

কাত্যায়ন। অনেক বাজে কথার পর, তিনি ব'ল্লেন, এই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ কেন। রাজ্য সমান ভাগ করে' নিলেই ত হয়। নন্দ অবোধ ছোট ভাই। যা করে' ফেলেছে, বড় ভাইয়েব কাছে তার কি মার্জ্জনা নাই?

চাণক্য। (সকৌতূহলে) বটে! বটে।—চন্দ্রগুপ্ত সেখানে ছিল?

কাত্যায়ন। ছিল।

চাণক্য। বিচক্ষণ এই মন্ত্রী!—চন্দ্রগুপ্ত কিছু ব'লেছিল?

কাত্যায়ন। না।

চাণক্য। তুমি কিছু ব'লেছিলে?

কাত্যায়ন। আমি ব'লেছিলাম যে তোমারি পরামর্শ নিযে তার পরে বলে' পাঠাবো।

চাণক্য। তাঁকে আমার কাছে নিযে এলে না কেন?

কাত্যায়ন। তিনি স্বীকৃত হ'লেন না।

চাণক্য। খাসা চাল চেলেছে। পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—হুঁ!

চিন্তা

কাত্যায়ন। তুমি কি বল?

চাণক্য। কিছু না।—

"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ।"

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি তোমার মিত্র!

চাণক্য। পণ্ডিত চাণক্য বলেন—"ন মিত্রেপ্যাতি বিশ্বসেৎ।" তোমাকে এখনও বলবার সময় হয় নি।—তবে সন্ধি হবে না।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তুমি শিবিরে যাও। আমি একবার প্রেয়সীর সঙ্গে পরামর্শ কর্ত্তে চাই।

কাত্যায়ন। প্রেয়সী কে?

চাণক্য। জান না। (হাস্য) আমার একজন গণিকা আছে।

কাত্যায়ন। তোমার গণিকা!

চাণক্য উচ্চহাস্য করিলেন। কাত্যায়ন মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন

চাণক্য। তুমি নন্দের এই মন্ত্রীকে জান?

কাত্যায়ন। জানি বৈকি। শৈশবে তিনি আর আমি একত্র শাস্ত্রপাঠ করেছিলাম। মনোবিজ্ঞানে তাঁর অসীম মেধা ছিল। তিনি কেবল দিবারাত্র সাংখ্য পড়্‌তেন।

চাণক্য। আর তুমি বুঝি পাণিনি মুখস্থ কর্ত্তে।

কাত্যায়ন। কি! তুমি হাস্‌ছো যে! পাণিনি ব্যাকরণের এক একটি সূত্র এক একটি গূঢ়তত্ত্ব কথা। এই ধর—

চাণক্য। এই মাটি ক'রেছে।—থামো। পাণিনি শুন্‌বার আমার অবকাশ নাই। ব্যাকরণে হবে না।

কাত্যায়ন। পাণিনিকে তুমি তুচ্ছ কর্চ্ছ। তুমি জান যে—

চাণক্য। নন্দ তোমায় কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন কেন, তা আমি এখন কতক বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।

কাত্যায়ন। কেন?

চাণক্য। তোমার এই পাণিনির জ্বালায়। তুমি বসে' বসে' পাণিনি আওড়াচ্ছই, আওড়াচ্ছই। রাজ্যে মড়ক এলো—পাণিনি। বুদ্ধ হ'ল

—পাণিনি। অতিবৃষ্টি হ'ল—পাণিনি। অনাবৃষ্টি—পাণিনি। মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের কলহ—পাণিনি। আমি শুনেছি রাজা নন্দ শেষে তোমার পাণিনির জ্বালায় অস্থির।

কাত্যায়ন। অস্থির কি রকম?

চাণক্য। শুনেছি যে তোমার পাণিনির জ্বালায় রাজার শেষে শূল বেদনা ধর্ল; মাথা ঘুর্তে সুরু কর্ল; শেষে ঢেকুর উঠতে লাগ্‌লো। তিনি শেষে নিরুপায় হ'য়ে তোমায় কারারুদ্ধ কর্তে বাধ্য হ'লেন।—পাণিনি ঐ ভুল ক'রেছিলেন।

কাত্যায়ন। কি ভুল?

চাণক্য। অত বড় একখানা ব্যাকরণ লেখা, যা কোন ভদ্রলোকে মুখস্থ কর্তে পারে না।

কাত্যায়ন। দুঃখের বিষয় তুমি কিছু জান না। পাণিনির সূত্রগুলো—

চাণক্য। চমৎকার! তুমি শিবিরে যাও। দেখ চন্দ্রকেতু কোথায়?

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে।

চাণক্য। বেশ সোজা কথা। তোমার পাণিনির কোনসূত্রে এ কথা বাহির করে' দিতে পার্ত।

কাত্যায়ন। পাণিনি অমন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘোরান নি।

চাণক্য। যাও, একবার চন্দ্রকেতুকে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দাও।

কাত্যায়ন। দিচ্ছি। কিন্তু পাণিনি—

চাণক্য। আবার পাণিনি! যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দুপুর রাত্রে পাণিনি শুনবার সময় নয়। তাকে পাঠিয়ে দাও। বিশেষ দরকার।

কাত্যায়ন। পাণিনির সূত্র কিন্তু—

চাণক্য। নরকে যাক পাণিনি ও তার সূত্র। যাও—

কাত্যায়ন। পাণিনি শুষ্ক ব্যাকরণ লোকের এই-ই বিশ্বাস—মূর্খ জগৎ!—পাণিনির মধ্যে বেদান্তসার—

চাণক্য। যাও কাত্যায়ন। ক্ষেপিও না! যাও বলছি!

কাত্যায়ন। যাচ্ছি। (যাইতে যাইতে) কিন্তু তুমি পাণিনির অপমান কর্লে।

দুঃখিতভাবে প্রস্থান

চাণক্য। নেহাইৎ গোবেচারি! কেবল প্রবৃত্তির উপর কাজ করে যায়। কিছু বোঝে না।—প্রেয়সী! কি বল! নন্দের মন্ত্রী একটা চাল চেলেছে, না? পরাজয় অনিবার্য্য দেখে—খাসা চাল। নৈলে আর কি চাল্‌বে। আমি লক্ষ্য ক'রেছি—তুমিও জান দেখছি। ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ্ মেরেছে!—কিন্তু মন্ত্রী! চাণক্যের সঙ্গে পার্ব্বে না। তুমি আমায় কিঞ্চিৎ সতর্ক করে' দিলে এই মাত্র।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ ও প্রণাম

চাণক্য। জয়োস্তু!—তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

চন্দ্রকেতু। আজ্ঞা করুন।

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। যুদ্ধে আমাদের জয় নিশ্চিত, যদি তোমরা প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। যদি প্রাণ তুচ্ছ করে' যুদ্ধ করি—এ কথা আপনি বল্‌ছেন কেন গুরুদেব। আমায় অবিশ্বাস করেন?

চাণক্য। না।

চন্দ্রকেতু। তবে?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব!

চাণক্য। আমি লক্ষ্য ক'রেচি যে, উচ্চাশার চেয়ে বলবতী একটা প্রবৃত্তি তার পিছনে উঁকি মার্চ্ছে। আমি দেখেছি দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার দীপ্ত মুখখানি সহসা মেঘে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়; দুই এক পশলা

বৃষ্টিও হ'য়ে যায়। তার শৌর্য্য দুর্জ্জয়, যদি এই প্রবৃত্তির সঙ্গে তার সংঘাত না হয়।—সাবধান।

চন্দ্রকেতু। কি আজ্ঞা করেন?

চাণক্য। কাল যুদ্ধ। সে পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বদা তার পার্শ্বে থেকে তাকে ব্যাপৃত রাখ্‌বে। একাকী থাক্‌তে দেবে না। আর যুদ্ধের সময়েও তার পার্শ্ব ত্যাগ করো না।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। আমি আর মুরা ঐ পর্ব্বতের নীচে সেতুপার্শ্বে তোমাদের বিজয়বার্ত্তার প্রতীক্ষা কর্ব্ব।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও।—(চন্দ্রকেতু যাইতে উদ্যত) আর দেখ—

চন্দ্রকেতু ফিরিলেন

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ঘুমিয়েছে?

চন্দ্রকেতু। হাঁ গুরুদেব।

চাণক্য। একবার—না জাগিও না। ঘুমোক। তবে মুরাকে—না আজ রাত্রে কোন্ প্রয়োজন নাই। কাল তুমি প্রত্যূষে উঠ্‌বে। চন্দ্রগুপ্তকে ওঠাবে। মুরা জাগ্রত হবার পূর্ব্বে যুদ্ধযাত্রা কর্ব্বে—তুমি আর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রকেতু। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। যাও।

চন্দ্রকেতু চলিয়া গেলেন

চাণক্য। উদার যুবক! আবার!—না প্রেয়সী! হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।—নির্ব্বোধ যুবক! পরের জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রে বসে' আছে। চন্দ্রগুপ্ত তোমার কে!—মূর্খ!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদ। কাল—প্রভাত

আন্টিগোনস্ ও বন্দী অবস্থায় সেলুকস দণ্ডায়মান

আন্টিগোনস্। সেলুকস! তুমি আজ আমার বন্দী।

সেলুকস। জানি আন্টিগোনস্।

আন্টিগোনস্। আজ তোমার সে দম্ভ কোথায় সম্রাট্?

সেলুকস। দম্ভ কখন করি নাই। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই! অনেক যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছি। আজ তোমার হস্তে পরাজিত হ'য়েছি। আবার যদি যুদ্ধ হয়—

আন্টিগোনস্। আর যুদ্ধ হবে না সেলুকস। এই শেষ যুদ্ধ!

সেলুকস। শেষ যুদ্ধ!—তুমি আমায় হত্যা কর্ব্বে, না?

আন্টিগোনস্। না হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস। তবে কি কর্ত্তে চাও!—আন্টিগোনস্! এ কি! তোমার চক্ষে একটা হিংস্র জ্বালা দেখ্‌ছি। মুখ পাংশুবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ কর্চ্ছ। তুমি যেন মনে মনে একটা পৈশাচিক সঙ্কল্প আঁটছো। আবার তারই ভীষণ আকার দেখে নিজেই শিউরে উঠ্‌ছো।

আন্টিগোনস্। না, আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব না।

সেলুকস। বার বার সে কথা উচ্চারণ কর্চ্ছ কেন আন্টিগোনস্।

আন্টিগোনস্। আমরা সুসভ্য গ্রীকজাতি। যুদ্ধে পরস্পরের বক্ষে ছুরি বসাই, হিংস্র ব্যাঘ্রের মত পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরি। যুদ্ধের পর শত্রুকে চিরান্ধ কারাগৃহে আজীবন বদ্ধ ক'রে রাখি; কিন্তু হত্যা করি না। তোমায় সেই চিরান্ধকার কারাগারে রেখে দেবো। হত্যা কর্ব্ব না। ভয় নাই।

সেলুকস। না আন্টিগোনস্! বরং আমায় একেবারে হত্যা কর! তিলে তিলে বধ কোর না।

আন্টিগোনস্। না, আমরা যে সভ্য গ্রীক। তোমায় আজীবন বন্দী করে' রাখ্‌বো। এমন কক্ষে বদ্ধ করে' রাখ্‌বো, যেখানে সূর্য্যের আলোক ভয়ে প্রবেশ করে না, বাতাস প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে আসে।—হত্যা কর্ব্ব না—সেলুকস! আমি শৈশবে পিতৃহীন। দাক্ষিণ্যের দ্বারে ভিক্ষুক করে' ঈশ্বর আমাকে বিশ্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কঠোর বাধা ঠেলে নিজের শৌর্য্য ও দক্ষতায় সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়েছিলাম—সে কি আমার লজ্জার কথা?

সেলুকস। আমি তা কখন বলি নাই।

আন্টিগোনস্। না—তথাপি সংসারের এরূপ অবিচার যে আমার পিতা কে আমি তা'র সংবাদ তা'কে দিতে পারি নাই বলে' সে আমাকে জারজ বলে' ঘৃণা করে' দূরে দূরে রাখে। আমার পিতা কে তা আমি জানি না, কিন্তু বোধ হয় তোমারই মত তাঁ'র মানুষেরই চেহারা ছিল। —জারজ! আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নহি, আমার কার্য্যের জন্য আমি দায়ী। আমাকে কখন একটা নীচ কাজ কর্ত্তে দেখেছো?

সেলুকস। না।

আন্টিগোনস্। তবে!—না, এখন আর তোমার প্রশংসার মূল্য কি? এখন তোমাকে অধম টিয়াপাখীটির মত যা বলোবো তাই ব'লবে —এই যে সেলুকসের কন্যা।

বন্দীভাবে সপ্রহরী হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। এই যে বাবা। বাবা!—বাবা!

সেলুকসের বক্ষে পিতা মুখ লুকাইলেন

সেলুকস। হেলেন! কন্যা আমার!

তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন

আন্টিগোনস্। সাদর সম্ভাষণ শেষ হ'য়েছে?—না হ'য়ে থাকে শেষ

করে' নাও। আমি অপেক্ষা কর্চ্ছি। এতে নিষ্ঠুর আমি নই —এই তোমাদের শেষ সাক্ষাৎ।

হেলেন। শেষ সাক্ষাৎ?

আন্টিগোনস্। হাঁ রাজকন্যা। তোমার পিতাকে দণ্ড দিয়েছি— আজীবন চিরান্ধ কারাগারে বাস।

হেলেন। যে আজ্ঞা বিচার কর্ত্তা!

আন্টিগোনস। তোমার কিছু ব'লবার আছে?

হেলেন। আমার?—কিছু না। বীরের প্রতি বীরের আচরণ— বীরের বিচার্য্য। বন্দীর প্রতি জয়ীর ব্যবহার— জয়ীর অভিরুচি। আমার কি। অনধিকার-চর্চ্চা আমি করি না।

আন্টিগোনস্। এইমাত্র!—সেলুকস। তোমার কন্যা অতি পিতৃ-ভক্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি।

হেলেন। আন্টিগোনস্। তোমার রাজ্য সম্বন্ধে তুমি বলা কও। পিতার প্রতি কন্যার স্নেহ—কন্যার বিচার্য্য। তোমার নয়।

আন্টিগোনস। এখনও গর্ব্ব!

হেলেন। জানি আন্টিগোনস্, তুমি আমায় এখানে কেন এনেছো। কিন্তু এ বামনের চাঁদে হাত। পাবে না। তুমি এখন জয়ী, একটা রাজ্যের অধিপতি। সেখানে তুমি যা ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পারো। কিন্তু আমারও একটা রাজ্য আছে। সে রাজ্যের অধীশ্বরী আমি। সে রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার নাই!—যা'ন পিতা, আপনি বীর! যদি বীরের প্রতি বীরের এই যোগ্য ব্যবহার হয়, যা'ন আপনি অন্ধকার কারাগৃহে। আমিও যাই। আমাদের এই জন্মের মত বিচ্ছেদ। পিতা! বিদায় দেন।—এ কি বাবা! মাথা হেঁট করে' বৈলেন যে!

সেলুকস। হেলেন! না—তাই হোক্।

হেলেন। পিতা! এ বিচ্ছেদে আমাদের উভয়ের দুঃখ সমান

আপনিও চক্ষে যে অন্ধকার দেখবেন, আমিও চক্ষে সেই অন্ধকার দেখ্‌বো! আপনিও পুরুষের মত সহ্য করুন, আমিও নারীর মত সহ্য কর্ব্ব। কিসের ভয়!—এই আন্টিগোনস্‌ আমাদের উপর চোখ রাঙাবে?

আন্টিগোনস্‌। হেলেন! কেন আমার প্রতি বিরূপ হ'চ্ছ!—আমায় বিবাহ কর! আমি তোমার পিতার ক্রীতদাস হ'যে থাক্‌বো। তাঁকেই আবার এই সিংহাসনে বসাবো! হেলেন, প্রসন্ন হও, এই সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি।

হেলেন। (সব্যঙ্গহাস্যে) মূর্খ! প্রলোভন দেখিযে নারীর হৃদয় জয় কর্ত্তে চাও! নারীর ধর্ম্ম—প্রভাত-সূর্য্যের চেয়েও যা ভাস্বর, মৃত্যুর চেয়েও যা প্রবল, মাতার স্নেহের চেয়েও যা পবিত্র,—সেই নারী-ধর্ম্ম—তোমার এই ধূলিমুষ্টি দিয়ে ক্রয় কর্ত্তে চাও! স্পর্দ্ধা বটে।—যাও আমি তোমায় ঘৃণা করি।

আন্টিগোনস্‌। উত্তম।—সেলুকস। আর আমার অপরাধ নাই।—প্রহরী! দুইজনকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ কর! নিয়ে যাও!

প্রহরীদ্বয় সেলুকসকে ও হেলেনকে ধরিল

হেলেন। বিদায় দেন বাবা!

সেলুকস। হেলেন!—

মস্তক অবনত করিয়া চক্ষু মুছিলেন

হেলেন। এ কি বাবা! আপনার চক্ষে জল! বীর আপনি। আপনি এই দুঃখভারে নুয়ে পড়ছেন! তা হ'লে যে পারি না। আমি শিশুকে অনাহারী, বৃদ্ধকে লাঞ্ছিত, রুগ্নকে পরিত্যক্ত, মৃতদেহকে পদাহত, সব মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখ্‌তে পারি; কিন্তু আপনার চক্ষে জল যে দেখতে পারি না।—বাবা! তবে তাই হোক্‌। আপনার জন্য আমি কি না কর্ত্তে পারি বাবা! স্বচ্ছন্দে নিজেকে বলি দিব! কিন্তু কি কর্লেন বাবা,

কি কর্লেন! লজ্জায় মাটির ভিতর মাথা লুকোতে ইচ্ছা কর্চ্ছে, জলে' যাচ্ছি!—ওঃ—যাক্।—আন্টিগোনস্!—আমি তোমায় বিবাহ কর্বো। আমি তোমার ক্রীতদাসী। (জানু পাতিলেন) বাবাকে ছেড়ে দাও।

সেলুকস। না হেলেন। তা হবে না। তা'র চেয়ে আমি নরকে যেতে প্রস্তুত। কন্যামূল্যে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। গ্রীক্ আমি। এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।—চল কারাগারে প্রহরী! যেখানে ইচ্ছা, নিয়ে চল। বিদায় দাও কন্যা। (বাহু বেষ্টন করিয়া) হেলেন! হেলেন!

প্রহরীদ্বয় তাঁহাদিগকে পৃথক করিল। তাঁহারা প্রহরী কর্তৃক কিয়ৎ দূর নীত হইলে আন্টিগোনস্ সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, বলিলেন

"দাঁড়াও!"

প্রহরীরা বন্দীদ্বয়সহ দাঁড়াইল

আন্টিগোনস্। সেলুকস! মুক্ত তুমি।—আমি জারজ হলেও, আমি গ্রীক্। মহত্ব বুঝি।—এ শুধু সুন্দর নয়, স্বর্গীয়। ফিডিয়াস্ এর চেয়ে সুন্দর কিছু কখন কল্পনা কর্ত্তে পারেন নাই। আমি কঠোর। কিন্তু এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে আমার চক্ষেও জল এসেছে।—মহিমময়!—হেলেন! আমি তোমার যোগ্য নই। সেলুকস! এ সিংহাসন তোমার।—

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—যুদ্ধাঙ্গন। কাল—সন্ধ্যা

নারী-শিবিরের সম্মুখে ছায়া ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ

ছায়া। এই যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্য আমি অধীর হচ্ছি। দূর থেকে কেবল যুদ্ধের কোলাহলই শুনছি, অথচ যুদ্ধ-পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

১ম সঙ্গিনী। কেন এত যুদ্ধ-তৃষ্ণা রাজ-কুমারী?

ছায়া। আমি তাঁকে দেখাতে চাই, যে আমি তাঁর অযোগ্য নয়।

১ম সঙ্গিনী। কা'র?

ছায়া। চন্দ্রগুপ্তের।

৩য় সঙ্গিনী। মরেছো!

ছায়া। কেন?

২য় সঙ্গিনী। চন্দ্রগুপ্তকে ভালবেসেছো?

ছায়া। ভালবেসেছি কি না তা জানি না; তবে জাগ্রতে নিদ্রায় তিনিই আমার ধ্যান!—আমি কাল রাত্রিতে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম জান?

২য় সঙ্গিনী। না।

ছায়া। স্বপ্ন দেখ্ছিলাম যেন আমি ক্রমাগত আকাশে উঠে যাচ্ছি; আর পদতলে কেবল দুইটি মাত্র জিনিষ দেখ্তে পাচ্ছি—পৃথিবী আর চন্দ্রগুপ্ত। পরে আরও উঠে যাচ্ছি—আরও উঠে যাচ্ছি। পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে গেল, শেষে আর তাকে দেখা গেল না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত সূর্য্যের মত জ্বলতে লাগল।

২য় সঙ্গিনী। বলেছি ত মরেছো—

ছায়া। কিসে?

২য় সঙ্গিনী। ঐ রোগে?

ছায়া। কি রোগে?

২য় সঙ্গিনী। ভালবাসায়।

ছায়া। তবে যে ব'ল্লে "রোগে"!

২য় সঙ্গিনী। ঐ ত রোগ!

ছায়া। তবে ঐ রোগেই যেন আমি মরি। তার চেয়ে সুখমৃত্যু আমি চাই না।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

ছায়া। কি দাদা! যুদ্ধের সংবাদ?

চন্দ্রকেতু। আমার অশ্ব হত হয়েছে। অন্য অশ্ব চাই।

প্রস্থানোদ্যত

ছায়া। যুদ্ধের সংবাদ কি?

চন্দ্রকেতু। আমাদের পরাজয়।

ছায়া। পরাজয়!—চন্দ্রগুপ্ত কোথায় দাদা!

চন্দ্রকেতু। বিপন্ন। আমি তাঁর সাহায্যে যাচ্ছি।

ছায়া। দাঁড়াও আমিও যাবো। আমারও অশ্ব প্রস্তুত কর্ত্তে বল।

চন্দ্রকেতু। উত্তম।

প্রস্থান

ছায়া। (সঙ্গিনীগণের প্রতি) যাও তোমরা শিবির রক্ষা কর।

সঙ্গিনীগণের প্রস্থান

ছায়া। ভগবান! যদি সুযোগ পেয়েছি, যেন কৃতকার্য্য হই, এই বর দাও। তিনি বিপন্ন। আমি যেন তাঁর প্রাণরক্ষা কর্ত্তে পারি। তাতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা হ'লে যেন হাস্যমুখে প্রাণ দিতে পারি। তিনি যদি প্রাণ বিনিময়ে একবার মুহূর্ত্তের জন্য ভালবেসে—একবার আমার পানে হেসে চান, তা হ'লেই আমার সার্থক মৃত্যু।

দুইটী অশ্ব লইয়া চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। ছায়া, অশ্ব প্রস্তুত।

ছায়া। চল দাদা! (জানু পাতিয়া) মহেশ্বরী! যে শক্তিবলে তুমি দানব জয় ক'রেছিলে—সেই শক্তির এক কণা দাও মা!—চল দাদা!

অশ্বারূঢ় হইয়া উভয়ের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সেতুপার্শ্বে অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা

চাণক্য একাকী

চাণক্য। ক্ষুধিত লেলিহান কুকুরদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তা'রা স্বচ্ছন্দে এই প্রবাহিত ভৈরবরক্তধারা পান করুক। এই নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের অভাব আজ তারাই পূর্ণ কর্চ্ছে। তফাৎ এই যে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক উদরের জন্য অনন্যোপায় হ'য়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে। আর মানুষ লোভে, অন্ধ-হিংসায়, পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে। বলিহারি সৃষ্টি!—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারিদিকে ধূ ধূ করে' জ্বলে উঠেছে! কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠ্‌বে! উঠুক! একদিন আস্‌বে, সে দিন ঐ সূর্য্য আর উঠ্‌বে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হ'য়ে যাবে। তা'র পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের উপর এসে পড়বে। তারপর তাও পড়্‌বে না। কৃষ্ণ সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই!—কে?

কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। কাত্যায়ন? কি সংবাদ!

কাত্যায়ন। আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে।

চাণক্য। পরাজয়!

কাত্যায়ন। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত! তাই দেখে আমাদের সৈন্য ত্রভঙ্গ হ'য়েছে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত!—কোথায়?

কাত্যায়ন। পূর্ব্বদিকে।

চাণক্য। কোন্ দিকে তা জিজ্ঞাসা করি নি! কোথায়?

কাত্যায়ন। তা জানি না!

চাণক্য। যা আশঙ্কা ক'রেছিলাম!—চন্দ্রকেতু কোথায়?

কাত্যায়ন। তা জানি না! তবে আমি তাকে অশ্ব থেকে পড়ে যেতে দেখেছি।

চাণক্য। তুমি এতক্ষণ কি কচ্ছিলে মূর্খ?

কাত্যায়ন। আমি ঐ পর্ব্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কচ্ছিলাম।

চাণক্য। নিরীক্ষণ কচ্ছিলে!—যখন জয় নিশ্চিত, মুষ্টিগত!—ওঃ!

কাত্যায়ন। ঐ যে! চন্দ্রগুপ্ত আসছে।

চাণক্য। (সাগ্রহে) কৈ? (করতালি দিয়া) ঐ যে! এখনও আশা আছে। কাত্যায়ন! যাও, তুমি সৈন্যদের আশ্বাস দাও। বল চন্দ্রগুপ্ত আসছে, পালায় নি,—যাও, শীঘ্র যাও,—দ্বিরুক্তি কোরো না।

কাত্যায়নের প্রস্থান

চাণক্য। চিন্তা নাই। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম'। মুরা! মুরা!

মুরার প্রবেশ

মুরা। কি গুরুদেব।

চাণক্য। এইখানে দাঁড়াও। (দাঁড় করাইয়া) কাঁদতে জান নারী? ঐ চন্দ্রগুপ্ত আসছে। তোমায় কাঁদতে হবে।

মুরা। পুত্র! পুত্র!

অগ্রসর হওন

চাণক্য। খবর্দ্দার! এখন স্নেহ নয়—তিক্ত ভর্ৎসনা, উষ্ণ অশ্রুজল, পুত্রের উপর মাতার অভিমান অভিনয় কর্ত্তে হবে! প্রস্তুত?

ধীরে ধীরে মুক্ত তরবারি হস্তে নতমুখে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চাণক্য। এই যে চন্দ্রগুপ্ত!—চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে এসেছে মুরা!—তাকে তোমার বক্ষে নাও। বীরপুত্র তোমার—উৎসব কর!

চন্দ্রগুপ্ত। না গুরুদেব! আমি জয়লাভ করে' আসি নি।

চাণক্য। সে কি!—তবে!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি।

চাণক্য। সে কি! অসম্ভব। মুরার পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে কিংবা প্রাণ দেয়, পলায় না।

মুরা। পালিয়ে এসেছ!—স্থিরচিত্তে এ কথা বল্‌ছ চন্দ্রগুপ্ত! পালিয়ে এসেছ! মর্ত্তে পার নি?—ভীরু!

চাণক্য। না, এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।—যাও, যুদ্ধ কর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। পার্ব্ব না!

তরবারি পদতলে রাখিলেন

চাণক্য। কি পার্ব্বে না?

চন্দ্রগুপ্ত। ভাইয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে।

মুরা। কাপুরুষ!

চন্দ্রগুপ্ত। কাপুরুষ নই—ভাই।

চাণক্য। যে ভাই তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে!

চন্দ্রগুপ্ত। তবু সে ভাই।

মুরা। যে ভাই তোমার মাতাকে অপমান ক'রেছে!—কি, নীরব রৈলে যে?

চাণক্য। যা'র রাজত্ব দৌরাত্ম্যের নামান্তর মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! ভ্রাতৃবিরোধে কি আপনি আজ্ঞা দেন?

চাণক্য। হাঁ—ধর্ম্মযুদ্ধে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ব'লে ছিলেন?

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব! শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

চাণক্য। (সপদঘাতে) এই পাপেই আর্য্যাবর্ত্ত গেল। চন্দ্রগুপ্ত। গীতার মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝবে?—শাস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণের অধিকার।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের অধিকার ব্রাহ্মণ ভোগ করুন। আমায় বিদায় দিন।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তোমার এই দৌর্ব্বল্য আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য ক'রেছি। অন্য সময়ে এ দৌর্ব্বল্যে যায় আসে না। শুক নৈরাশ্যে অলস প্রহর যাপন কর, উষ্ণ অশ্রুজলে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত কর,—যায় আসে না। সময় সময় ক্রন্দনও বিলাস। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এ দৌর্ব্বল্য সাংঘাতিক। ভূমিকম্পের মত উঠে, সে নিমিষে শতাব্দীর রচনা ভূমিসাৎ করে। চন্দ্রগুপ্ত! মুহূর্ত্তে জীবনের সাধনা নিষ্ফল ক'রে দিও না, জীর্ণ বস্ত্রসম এই আলস্য হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যুদ্ধে অগ্রসর হও।

চন্দ্রগুপ্ত। মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব!

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত। সত্যই কি আমার পুত্র তুমি!!! যে নন্দ—

চন্দ্রগুপ্ত। তাকে মার্জ্জনা কর মা!

মুরা। মার্জ্জনা! সর্ব্বাঙ্গে দিবারাত্রে শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালাকে শীতল কর্ত্তে পারে এক—নন্দের রক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। মা, শৈশবে কত তার সঙ্গে খেলা ক'রেছি; তা'কে কত খেলনা কিনে দিয়েছি; তোমার কাছে মিষ্টান্ন পেয়ে তার আধখানি ভেঙ্গে নন্দকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছি; পিতার তিরস্কারে তা'র ছলছল চক্ষুদুটি চুম্বন করে' অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছি! একদিন এক পলাতক অশ্ব ছুটে যাচ্ছিল, নন্দ সম্মুখে প'ড়েছিল, তার আসন্ন বিপদ্ দেখে আমি তাকে বক্ষ দিয়ে ঘিরে অশ্বের পদাঘাত নিজের পিঠ পেতে নিয়েছিলাম। আজ, যুদ্ধক্ষেত্রে আবার সেই কোমল তরুণ চল চল মুখখানি দেখলাম, আর সেই সব কথা একসঙ্গে মনে প'ড়ে গেল। তা'র মাথার উপরে খড়্গ উঠাতে আমার পিতৃরক্ত হৃৎপিণ্ডে লাফিয়ে উঠে পঞ্জরের দ্বারে সবলে আঘাত করে' চেঁচিয়ে বলে' উঠল "সাবধান চন্দ্রগুপ্ত! ও ভাই!—মগধের সাম্রাজ্য কি ভাইয়ের চেয়ে বড়?"

মুরা। নন্দ তোমার ভাই! কিন্তু আমার কে?

চন্দ্রগুপ্ত। নন্দ তোমার পুত্র। মা! গর্ভে ধারণ না কর্লে কি পুত্র হয় না? নন্দের মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিণী হ'য়ে তুমি তাকে মানুষ কর নি? স্তন্যপান করাও নি? বুকে করে' ঘুম পাড়াও নি?

মুরা। সেই জন্যই ত ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। সে সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে, আমি পারি না।—যখন অধম বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্লে!—আর নন্দ শূদ্রাণী মা বলে' ব্যঙ্গ কর্লে—তখন কি বল্ব পুত্র—ওঃ!—ওঃ!—ওঃ!—তোমার কাছে মাতার অপমান কিছুই নয়? মা তোমার কেউ নয়?

চাণক্য। এক মাতৃগর্ভে জন্ম ব'লেই ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না? মায়ের চেয়ে ভাই বড়? জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না! কাঁদ অভাগিনী নারী! এই তোমার পুত্র! মা চিনে না!—জানে না যে জগতে যত পবিত্র জিনিস আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়!

চন্দ্রগুপ্ত। তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য। না, জান না! নহিলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে?—মা—যা'র সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল,—তার পর পৃথক হ'য়ে এলে অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত; মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জাল দিয়ে সুধা তৈরী করে' তোমায় পান করিয়েছিল—যে, তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষ-চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই

শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যাচ্ছে ; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাত-সূর্য্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না—উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায় ;—এ সেই মা !

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব ! রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত কর্ব্বেন না।

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত। এতদিনে বুঝ্লাম যে, আমি তোমার কেউ নই ! নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয়-কুমার। নন্দই তোমার ভাই ! আমি শূদ্রাণী। আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছিলাম মাত্র। আমি কে ? আমি ত তোমার মা নই।

চন্দ্রগুপ্ত। পুত্রের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারো মা ! তুমি আমার মা নও ? তুমি শুদ্ধ আমার মা নও—তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বরী। তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মুরা। তাই যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও।—কি ! তথাপি নীরব।—চন্দ্রগুপ্ত ! (ভগ্নস্বরে) আমি তোমার মা, তোমার অপমানিত প্রপীড়িত পদাহত মা। এই আমার আজ্ঞা !—এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বিধা নাই। তোমার আজ্ঞাই এই প্রশ্নসঙ্কুল কুটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক্ ! আমি যেন তোমাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা করে' পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না করে' সংসার সমুদ্রে তরী বেয়ে চলে যাই।—মা' আশীর্ব্বাদ কর। এই মুহূর্ত্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

মুরা। এই ত আমার পুত্র।

চাণক্য। এই ত আমার শিষ্য। এই ক্ষণিক অবসাদ তোমার প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। একবার সবলে—

দূর নেপথ্যে। এই দিকে। এই দিকে।

চাণক্য। ঐ তারা আসছে—এইখানেই আসছে। একবার ওঠো বৎস! মেঘনির্মুক্ত সূর্য্যের মত দ্বিগুণ তেজে জ্বলে' ওঠো। ঐ তূর্য্যধ্বনি। তোমার সৈন্যেরাও আসছে। ভয় নাই। একা চন্দ্রগুপ্ত শত নন্দের সমান! কারও সাধ্য নাই যে আমার শিষ্যকে পরাস্ত করে!—দূরে ঐ চন্দ্রকেতু সসৈন্যে তোমার সাহায্যে আসছে।

নিকটতর নেপথ্যে। এই জঙ্গলের ভিতরে।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! দৃঢ় হও!—এসো মুরা—জননী!

মুরা। আমার পদধূলি নাও বৎস।

পদধূলি দান

উভয়ের প্রস্থান, বিপরীত দিক হইতে সৈন্য-চতুষ্টয়ের সহিত মুক্ত তরবারি হস্তে নন্দের প্রবেশ

নন্দ। এই যে এখানে কাপুরুষ!

আক্রমণ করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। আপনাকে রক্ষা কর নন্দ (তরবারি উঠাইলেন)—এ কি! হাত কাঁপে কেন!

যুদ্ধ হইতে লাগিল। দুইজন সৈনিক ভূশায়ী হইল। পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তের তরবারির আঘাতে নন্দের তরবারি করচ্যুত হইল। চন্দ্রগুপ্ত তাহার পর স্বীয় তরবারি দিয়া নন্দের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে নন্দ হস্ত দিয়া নিবারণ করিতে গিয়া কহিলেন

নন্দ। আমায় বধ কোরো না।

চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তাহার তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। আমার রক্তে এস,—ছোট ভাইটী আমার।

ইত্যবসরে অবশিষ্ট সৈনিকদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, সেই মুহূর্ত্তে প্রথমে চন্দ্রকেতু ও ছায়া, তৎপশ্চাতে অন্যান্য সৈনিক আসিয়া উহাদের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক এই সময়ে চাণক্যকে সেতুর উপর দেখা গেল। তিনি কহিলেন

চাণক্য। বধ কোরো না, বন্দী কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান সমুদ্রতীর। কাল—সন্ধ্যা

সৈনিকগণ গাহিতেছিল—দূরে আন্টিগোনস্ নীরবে দণ্ডায়মান

গীত

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে করকাধারা
সভয়ে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চন্দ্রতারা
দীপ্ত করি' সে তিমির, জাগে কাহার আননখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
জ্যোৎস্নাহসিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,
স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে
তখন স্মরণে বাজে কাহার—মৃদুল মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।
আঁধারে আলোকে, কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,
তাহারই হাসিটি ভাসে হৃদয়ে—তাহারই মুরলী বাজে,
উজ্জ্বল করিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটীরখানি—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী।

বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,
দেখিব বিরহবিধুর অধরে মিলন মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী—
আমার কুটীররাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী!

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

আন্টিগোনস্। এরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে।—কি আনন্দ! বহুদিন পরে প্রিয়জনের মুখ দেখ্‌বে। আনন্দ হবে না? আর আমি।—দেশে কেউ নাই, যা'র মুখ আমার উদয়ে উজ্জ্বল হবে। একা বৃদ্ধা মাতা—শৈশবে পালন করেছিলেন বটে,—কিন্তু তার পর আমাকে পশুর মত হাটে বিক্রয় করেন। জগতে আমার ভালবাসার পাত্র কেউ নাই, আমায় কেউ ভালবাসে না—আমি দেশে চলেছি তবে কিসের জন্য? হাউইকে যেমন একটা মহাজ্বালা আর্ত্তশ্বাসে ঊর্দ্ধে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি—একটা তীব্রব্যঙ্গ ক্ষিপ্রবেগে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। এক মহাব্যাধি—অথচ সে আমার নিজের সৃষ্ট নয়, তা'র জন্য আমি দায়ী নই। অথচ সংসারের এমনই বিচার—না তা'রই বা অপরাধ কি।—স্বয়ং ঈশ্বরের এই বিচার। সন্তান তা'র পিতার পাপ, দৈন্য, ব্যাধির ভাগী হয় না?—অথচ—যাক্। ভাববো না। ক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবো।—মেঘ ক'রে আস্‌ছে, বাতাস উঠেছে। সমুদ্র গর্জ্জন কচ্ছে।—যাও উচ্ছ্বসিত নীল সিন্ধু! কল্লোলিয়া যাও। আমাদের ক্ষুদ্র দম্ভ উপেক্ষা ক'রে কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ ক'রে, অনন্ত আকাশের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে, সৃষ্টির অনাদি সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মৃদুমন্দ আন্দোলনে পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তে ধাবিত হও। স্বাধীন উন্মুক্ত উদার তুমি, সৃষ্টির মহা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এক—একই ভাবে চলেছে। উপরের উন্মুক্ত নীল আকাশ,—নিম্নে তুমি তা'র স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলকে তুমি তোমার অগাধ হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত কর; উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে তোমার দানবী

ক্রিয়া কর—ক্ষুব্ধ গম্ভীর মন্দ্রে বজ্রধ্বনির উত্তর দাও। রাত্রিকালে ফেনান্বিত পিঙ্গল ফণায় বিদ্যুৎকে উপহাস কর। ঝঞ্ঝার অবসানে আবার নির্ম্মল আকাশের মত তুমি নীল, স্থির, মৌন, উদার, গম্ভীর! হে ভীম! হে কান্ত! হে অবাধ অগাধ সমুদ্র! তোমার উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিক্রমে, যাও বীর। চিরদিন সমভাবে কল্লোলিয়া যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কারাগার। কাল—রাত্রি

নন্দ ও বাচাল একটি কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বাহিরে আসিলেন। নন্দ চিন্তামগ্ন

নন্দ। এ কক্ষও অন্ধকার।

বাচাল। হোক্ অন্ধকার। আর্স্‌লার হাত থেকে ত বেঁচেছি।

নন্দ। এই কক্ষে কাত্যায়নকে বন্দী ক'রে রেখেছিলাম?

বাচাল। হাঁ মহারাজ!

নন্দ। কি ভয়ানক!

বাচাল। আর এই ঘরে তা'র সাত ছেলেকে না খেতে দিয়ে হত্যা ক'রেছিলেন, মহারাজ।

নন্দ। অনুতাপ হচ্ছে।

বাচাল। হচ্ছে নাকি মহারাজ? তবে আর কোন ভয় নেই।

নন্দ। ভয় নেইই বা বলি কেমন করে'! তবে চন্দ্রগুপ্ত আমায় বধ কর্ব্বে না। যদি করে, ত সে ঐ শীর্ণ ভ্রূকুটিকুটিল প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ। সেদিন ব্রাহ্মণ আমার পানে চাইল—যেন সে নখরাহত শিকারের প্রতি শার্দ্দূলের লোলুপ চাহনি।

বাচাল। তা ভয় কিসের?

নন্দ। তোমার কি ভয় কর্চ্ছে না, বাচাল?

বাচাল। কিছু না। মহারাজকে হত্যমন্দ বধ কর্ব্বে। তা'র বাড়া আর ত কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না। তা'তে আর আমার ভয় কি? আমার ভগ্নী বিধবা হবে, এই যা।

নন্দ। ও! তুমি ভাব্ছো আমায় তা'রা বধ কর্ব্বে, আর তোমায় ছেড়ে দেবে?

বাচাল। মহারাজ ঠিক অনুমান ক'রেছেন।

নন্দ। তা মনেও করো না।

বাচাল। এ্যাঁ—।

নন্দ। তুমি চন্দ্রগুপ্তের মাতার কেশাকর্ষণ ক'রেছিলে।

বাচাল। এ্যাঁ—করেছিলাম না কি?

নন্দ। তুমি চাণক্য পণ্ডিতের শিখা ধরে' টেনেছিলে।

বাচাল। কৈ—না!

নন্দ। তার উপর তুমি আমার শ্যালক।

বাচাল। তাই না কি!

নন্দ। আমায় যদি ছাড়ে, তোমায় ছাড়্বে না।

বাচাল। এ্যাঁ—(করযোড়ে) মহারাজ।

নন্দ। আমার কাছে হাত জোড় কর্চ্ছ কি—

বাচাল। অভ্যাস!—কিন্তু আমি কিছু জানি না।

কম্পিত

নন্দ। ভয় কি। বধ কর্ব্বে বৈ ত নয়।

বাচাল। বৈ ত নয় কি রকম!

নন্দ। তুমি ত এখনই বলছিলে।

বাচাল। মহারাজ। এ কথা যে আমি বলেছি তা' স্মরণ হচ্ছে না।

নন্দ। তা জানি। স্মরণশক্তি তোমার বেশ আয়ত্ত। এখনই বল্লে।

বাচাল। কৈ!—বলে'ও যদি থাকি, আমার সে রকম মনে ছিল না।

নন্দ। তোমায় বধ কর্ব্বেই।

বাচাল। (করযোড়ে) না—

নন্দ। নিশ্চয়ই কর্ব্বে!

বাচাল। বিধবা হবে।

নন্দ। তুমি মরে গেলে আবার বিধবা হবে কে ? তোমার ত স্ত্রী নাই!

বাচাল। হায় রে! এ সময় একটা স্ত্রীও নেই যে বিধবা হয়!

নন্দ। তোমার জন্য কাঁদবার কেউ নাই।

বাচাল। কিন্তু স্ত্রী থাকৃত ত কাঁদত—সেটা মনে রাখ্‌বেন মহারাজ!

নন্দ। এ আসন্ন বিপদেও তোমার ভাঁড়ামিতে আমার হাসি পাচ্ছে।

বাচাল। সে কথা মনে রাখবেন, মহারাজ! 'হাসি পাচ্ছে' মনে রাখবেন।

নন্দ। মহারাণীকে যুদ্ধের আগে তুমি মন্ত্রীর আশ্রয়ে রেখে এসেছিলে ত?

বাচাল। তা ঠিক রেখে এসেছিলাম, মহারাজ।

নন্দ। ও কি শব্দ?—বাচাল।

বাচাল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) এলো বুঝি। দরজা খোলে যে!

প্রহরীদ্বয় সহ কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। এই যে মহারাজ!

নন্দ। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক!

নন্দ। আশৈশব আমার পিতার অন্নে পুষ্ট হ'য়ে—

কাত্যায়ন। তিনি তোমারও পিতা, চন্দ্রগুপ্তেরও পিতা। তোমার পিতার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করি নাই, মহারাজ! আমি তাঁর এক পুত্রের বিরুদ্ধে অপর পুত্রের পক্ষ নিয়েছি।

নন্দ। হাঁ, তাঁর দাসীপুত্রের পক্ষ নিয়েছ। লজ্জা করে না,

ব্রাহ্মণ—যে তুমি আর চাণক্য—দুই ব্রাহ্মণ, আর্য্য দ্বিজ হ'য়ে—ষড়যন্ত্র ক'রে অনার্য্য পার্ব্বত্য সেনার সাহায্য নিয়ে ক্ষত্রিয়কে সিংহাসনচ্যুত করে পিতার দাসীপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছ! এক শূদ্র—জারজ শূদ্র—আজ মগধের সিংহাসনে। অহো, কি দুর্দ্দৈব! এই তোমার কীর্ত্তি! কি! মুখ নীচু করে রৈলে যে বিশ্বাসঘাতক।

কাত্যায়ন। আমি বিশ্বাসঘাতক চিরদিন ছিলাম না, নন্দ। তুমি আমায় বিশ্বাসঘাতক করে' তুলেছ। তুমি আমার সপ্ত পুত্রকে, নিরীহ বেচারিদের কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে' বধ ক'রেছ। আমি আমার এই বৃদ্ধ ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে তা'দের এই কক্ষে, এই অন্ধকারে একে একে অনাহারে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মরে' যেতে দেখেছি। প্রতি পুত্র তা'র মুষ্টি-মেয় খাদ্যের শীর্ণশেষাংশ, মরে যাবার আগে, আমায় দিয়ে গেল, মর্ব্বার আগে তোমায় অভিশাপ দিয়ে গেল, আর আমায় বলে' গেল, "বাবা প্রতিহিংসা নিও।" তুমি কি বুঝবে নন্দ—সন্তানের জন্য বৃদ্ধ পিতার ব্যথা; যখন ঘনায়মান অন্ধকারে সংসার লুপ্ত হ'য়ে আসে, তখন ইহ-জগতের ভবিষ্যৎ—একা এই পুত্রই কেবল তার চক্ষে দেদীপ্যমান থাকে। পিতার কীর্ত্তি অকীর্ত্তি, সম্পৎ দারিদ্র্য, পুণ্য পাপ, ইহজগতের যা' কিছু—সব সে এই পুত্রকেই দিয়ে যায়। আমার এ হেন সাত সাত পুত্রকে তুমি কেড়ে নিয়েছ। আমার ভবিষ্যৎ একটা শূন্য নৈরাশ্যে, হাহাকারে পরিণত ক'রেছো।—তবু তারা তোমারই সঙ্গে খেলা ক'র্ত্ত। তোমার কোন অনিষ্ট করে নি।

নন্দ। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) ব্রাহ্মণ! অন্যায় ক'রেছি। ঘোরতর অন্যায় ক'রেছি। আমি এত পাষণ্ড ছিলাম না। সঙ্গদোষ আমায় পাষণ্ড ক'রেছে।

কাত্যায়ন। মহারাজ! কেমন ক'রে তুমি এত নিষ্ঠুর হ'লে! তোমাকে যে এতটুকু বেলা থেকে আমি দেখছি। তোমাকে

যে কত কোলে পিঠে করে, মানুষ ক'রেছি। এত নিষ্ঠুর তুমি হ'লে কেমন ক'রে!

নন্দ। আমায় ক্ষমা কর, ব্রাহ্মণ।

কাত্যায়ন। যাও নন্দ! তোমায় ক্ষমা কর্লাম! কিন্তু আমি সংসার ত্যাগ কর্ব্ব। সন্ন্যাসী হ'ব।

বাচাল। উত্তম প্রস্তাব। এ সংসারে অনেক হাঙ্গামা।—এর মধ্যে না থাকাই ভাল।—তবে আমরা মুক্ত!

কাত্যায়ন। তোমাদের মুক্তি দিবার অধিকার আমার নাই। তবে মন্ত্রী চাণক্যকে অনুরোধ কর্ব্ব।

নন্দ। সেই শীর্ণ ব্রাহ্মণ চাণক্য আজ মন্ত্রী!

কাত্যায়ন। শুধু মন্ত্রী নহেন! তিনি মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের গুরুদেব।

নন্দ। শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ! ভিক্ষুক চাণক্য মন্ত্রী! আর—সেনাপতি?

কাত্যায়ন। মলয়রাজ চন্দ্রকেতু—

নন্দ। উত্তম!—ব্রাহ্মণ! তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেছি। তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইতে আমার দ্বিধা নাই। লজ্জা নাই। কিন্তু এই শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত আর শূদ্রাণী মুরাকে আমি ঘৃণা করি। যদি মুক্তি পাই—

কাত্যায়ন। আমি তোমার মুক্তির জন্য অনুরোধ কর্ব্ব।

বাচাল। আজ্ঞে, মন্ত্রী মহাশয়! আমার জন্য একটু অনুরোধ কর্বেন।

কাত্যায়ন। তুমি স্বয়ং এসে কর, বাচাল! মন্ত্রী চাণক্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাচাল। ও বাবা!

কাত্যায়ন। সেই জন্যই আমি এসেছি।

নন্দ। বাচালকে তাঁর প্রয়োজন?

কাত্যায়ন। জানি না।—এস, বাচাল।

বাচাল। আজ্ঞে—(সরোদন স্বরে) মহারাজ—

নন্দ। আমি আর কি কর্ব্ব। আমিও আজ তোমার মতই বন্দী। যাও।

বাচাল। আজ্ঞে—তাকে ভাব্‌তেই যে আমার হৃৎকম্প হ'চ্ছে। তার কাছে যাব কেমন করে'?

কাত্যায়ন। এস, বাচাল। কোন ভয় নাই।

বাচাল। ভরসাও নাই।

কাত্যায়ন। এস।

বাচাল। চলুন।

কাত্যায়নের সহিত বাচালের প্রস্থান

নন্দ। এই দাসীপুত্র আজ মগধের সিংহাসনে!—যদি মুক্তি পাই—

কক্ষান্তরে গমন

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের কুটীরাভ্যন্তর। কাল—রাত্রি

চাণক্য একাকী

চাণক্য। ফিরে যাবো? কোথায়? নিশ্চিন্ত আলস্যে? নিষ্কর্ম্ম নৈরাশ্যে?—না, সে পচা গবম অসহ্য। তার চেয়ে এ ভাল। এতে প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা আছে, উত্তেজনার কটু উন্মাদনা আছে। পতনের নিশ্চিত লক্ষ্য আছে। হয় স্বর্গ, নয় নরক। বিধাতা স্বর্গ থেকে আমায় ভ্রষ্ট ক'রেছেন যদি—নরকে যাব। ঈশ্বর! তোমার স্বপক্ষে আমায় নিলে না, তোমার বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব। কি কর্ব্বে কর।—না, ফিরে যাব না।—কিন্তু—তথাপি, তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য আমায় বিদ্ধ কর্চ্ছে।—পিশাচী! তোমার পাপের বর্ম্মে আমায় আচ্ছাদিত কর। দেখি, ও কি কর্ত্তে পারে। হে অমৃত মহাশক্তি! আমি তোমার কাছে আত্মবিক্রয় ক'রেছি। আমি তোমার প্রেমিক,

আমি তোমার ক্রীতদাস। আমি তোমার অধরের বিষপান করে' অমর হব। তোমার বিষাক্ত আলিঙ্গন বক্ষে করে' নরকে যাব। আমায় ছেড়ো না প্রেয়সী! আমার হাত ধরে' নিয়ে চল—আরও দূরে—আরও দূরে।

বাচালের সহিত কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। কে? কাত্যায়ন! ও কে?

কাত্যায়ন। নন্দের শ্যালক বাচাল।

চাণক্য। ও!

বাচাল ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন

চাণক্য। এখন যে ভারি ভক্তি। একদিন আমার শিখা ধ'রে টেনেছিলে মনে আছে?

বাচাল। কৈ? না। (পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন)

চাণক্য। ও। স্মরণ নাই? স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, রো'স। আগে—নন্দর পরিবার কোথায়?

বাচাল। আমি ত জানি না।

চাণক্য। (সপদদর্পে) তুমি জান।

বাচাল। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) আজ্ঞে, জানি।

চাণক্য। কোথায়?

বাচাল পশ্চাৎ দিকে চাহিল

চাণক্য। পিছন দিকে চাইছ কি?—নন্দর পরিবার কোথায়? তোমার ভগ্নী?—আর তাঁর পুত্রগণ?

বাচাল। মলয় পর্ব্বতে।

চাণক্য। (সপদদাপে) মিথ্যা কথা।

বাচাল। (প্রায় সঙ্গে সঙ্গে) মিথ্যা কথা।

চাণক্য। কোথায়? সত্য বল। পুরস্কার দিব। কোথায় নন্দর পরিবার?

বাচাল। পিত্রালয়ে।

চাণক্য। কাত্যায়ন! সেখানে সৈন্য পাঠাও। এটাকে কারাগারে বন্ধ করে' রাখ। নন্দর পরিবারকে পাওয়া গেলে একে ছেড়ে দেব। আর যদি না পাওয়া যায়, এর প্রাণদণ্ড হবে!—যাও!

কাত্যায়ন। এস, বাচাল।

বাচাল। প্রা—ণ—দ—ণ্ড হবে!

চাণক্য। হাঁ, বাচাল।

বাচাল। আমার ভগ্নী সেখানে ত নাই।

চাণক্য। বাচাল! গোখরো সাপ নিয়ে খেলছ, মনে রেখো। সত্য বল।

বাচাল। দোহাই ধর্ম্ম।

চাণক্য। সত্য বল। এই শেষবার—নন্দর পরিবার কোথায়?

বাচাল। মন্ত্রীর আশ্রয়ে।

চাণক্য। (ক্ষণেক ভাবিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)—এ সম্ভবতঃ সত্য! আচ্ছা দেখি—প্রহরি!

প্রহরীর প্রবেশ

চাণক্য। যাও, একে বন্দী করে' রাখ। সংবাদ সত্য হ'লে ছেড়ে দেব। আর সংবাদ যদি মিথ্যা হয় ত—মৃত্যু।—নিয়ে যাও!

বাচাল। আমার বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে। একটু জল দিন।

চাণক্য। প্রহরী ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে জল দাও!

প্রহরীর সহিত বাচালের প্রস্থান

চাণক্য। সংসারে কিছুই ফেলা যায় না। আবর্জ্জনাও সার হয়। পুরীষের দুর্গন্ধও পারিজাতের সৌরভে পরিণত হয়। তবে জানা চাই। —কি ভাবছ, কাত্যায়ন?

কাত্যায়ন। ভাব্‌ছিলাম, মানুষ এত নীচ হ'তে পারে। অত্যাচার, পীড়ন, হত্যা সব সওয়া যায়; কিন্তু এই কৃতঘ্নতা—অসহ্য।

চাণক্য। মানুষের এই কৃতঘ্নতায়ই চাণক্যের রাজনীতির জন্ম; আমি মানুষের এই কদর্য্য প্রবৃত্তিগুলিকে কাজে লাগাই। বন্ধুকে শত্রু করা, ভাইকে দিয়ে ভায়ের গলায় ছুরি বসান, হিংসাকে লেলিয়ে দেওয়া, লিপ্সাকে খাদ্য দেওয়া—এর নাম চাণক্যের রাজনীতি। যখন ছুরি শানাচ্ছ তখন মুখে হাস্‌তে হবে, যখন পানীয়ে বিষ মেশাচ্ছ তখন আলাপে মোহিত কর্ত্তে হবে। এর নামই চাণক্যের রাজনীতি। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

কাত্যায়ন। চাণক্য! আমি প্রতিহিংসায় অন্ধ—তবু এ রাজনীতি ঠিক পরিপাক কর্ত্তে পাচ্ছি না।

চাণক্য। পার্ব্বে। তোমায় আমি পুরো বিশ্বাসঘাতক করে' ছেড়ে দেবো। শাঠ্য কলাবিদ্যাহিসাবে অভ্যাস ক'রেছি। তোমায় শিক্ষা দেব।

কাত্যায়ন। কিন্তু এ অন্যায়। পাণিনির সূত্রে আছে, "নির্ব্বাণোবাতে"—অর্থাৎ কি না—

চাণক্য। আবার পাণিনি!—বল—কে বলে অন্যায়?

কাত্যায়ন। সমাজ।

চাণক্য। মানি না।

কাত্যায়ন। বিবেক।

চাণক্য। বিবেক—একটা কুসংস্কার।

কাত্যায়ন। ঈশ্বর।

চাণক্য। ঈশ্বর নাই।

কাত্যায়ন। চাণক্য! তুমি একেবারে পর্ব্বতশৃঙ্গের কিনারায় দাঁড়িয়েছ—পড়্‌বে।

চাণক্য। পড়ি যদি, একটা প্রকাণ্ড উল্কাপাত হবে। জগৎ চেয়ে দেখ্‌বে।—যাও এখন! আমি ঘুমোবো! প্রস্তুত রেখো।

কাত্যায়ন। কি ?

চাণক্য। যূপকাষ্ঠ, খড়্গ।—বলির জন্য চিন্তা নাই।

কাত্যায়ন। কিন্তু আমি বল্‌ছিলাম—নন্দকে মুক্তি দিলে হয় না ?

চাণক্য। তাও হয়। তবে তা হবে না। যাও! সব প্রস্তুত থাকে যেন। ঐ দেখ আমার প্রেয়সী হাস্‌ছে। যাও।

কাত্যায়ন সবিস্ময়ে প্রস্থান করিলেন

চাণক্য। হে অদৃশ্য মহাশক্তি! খাসা নিয়ে চলেছ! ভেসে যাচ্ছি! কি মধুর তোমার ঐ কুটিল দৃষ্টি, বক্র হাসি, তির্য্যক্ গতি, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, পঙ্কিল স্পর্শ। এই ছেড়ে ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম ? কি কুৎসিত তুমি, প্রেয়সী! আমি যত দেখ্‌ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি।—একটা কৃষ্ণ দাবানল উঠে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে লেহন কর্চ্ছে। বনের ব্যাঘ তা'র ম্রিয়মাণ নিষ্পন্দ-প্রায় শিকারকে লোলুপ বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখ্‌ছে।—ওঃ কি ভীষণ! কি সুন্দর!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—হিরাটের প্রাসাদকক্ষ। কাল—রাত্রি

সেলুকস উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছিলেন

হেলেন দাঁড়াইয়াছিলেন

সেলুকস। এবার সেকেন্দার সাহার দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ব্ব। চন্দ্রগুপ্ত, এক বৎসরে তুমি ভারতে গ্রীক-উপনিবেশ নির্ম্মূল করেছ। এবার তা'র শোধ দেব।

হেলেন। বাবা! আপনি ভারত জয় কর্ব্বার জন্য যাচ্ছেন কেন ? অর্দ্ধেক এসিয়া আপনার সাম্রাজ্য। পৃথিবীময় আপনার যশ। সিন্ধুর পর পারে চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব কর্চ্ছে। তা' আপনার এত চক্ষুশূল হয় কেন ?

সেলুকস। সে রাজত্ব কর্ব্বে কেন ? সে ত আর গ্রীক নয়।

হেলেন। মানুষ ত?

সেলুকস। আমার কাছে জগতে দুই জাতি আছে—এক যা'রা গ্রীক—সভ্য; আর এক যা'রা গ্রীক নয়—বর্ব্বর।

হেলেন। বাবা! গ্রীক চিরদিন বিশ্বজয়ী ছিল না; চিরকাল বিশ্বজয়ী থাকবে না। তা'র সূর্য্য অস্ত গিয়েছে! এখন যা দেখছি—সে সেই অতীত মহিমার শেষ ম্রিয়মাণ জ্যোতি।—আপনি পরাস্ত হবেন।

সেলুকস। পরাস্ত হবে—বিজয়ী সেলুকস!!!

হেলেন। আপনি বন্দী হবেন!

সেলুকস। বন্দী হব কেন?—তুমি ত আমার ভারী শুভানুধ্যায়ী দেখ্‌ছি।

হেলেন। আপনি অন্যায় কর্চ্ছেন।

সেলুকস। যুদ্ধের বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাই না—এরিষ্টফেনিস বলেন—

হেলেন। এরিষ্টফেনিস কি বলেন?

সেলুকস। (সন্দিগ্ধভাবে) যে স্ত্রীজাতির সহিত তর্ক করা উচিত নয়।

হেলেন। কোথায় বলেছেন? আমি নিয়ে আস্‌ছি এরিষ্টফেনিস।

প্রস্থানোদ্যত

সেলুকস। না, এরিষ্টফেনিস নয়, থেমিষ্টক্লিস।

হেলেন। থেমিষ্টক্লিস ত রাজনীতিক। তিনি এ বিষয়ে কি ব'লবেন?

সেলুকস। তবে সফোক্লিস।

হেলেন। নিয়ে আসছি সফোক্লিস। দেখিয়ে দিন ত বাবা, তিনি কোথায় এ কথা ব'লেছেন।

প্রস্থান

সেলুকস। মাটি ক'রেছে। সত্য কথা বলতে কি, এরিষ্টফেনিস ও সফোক্লিসে আমার সমানই ব্যুৎপত্তি। মতটা আমারই, তবে দুই একটা

বড় নামের সঙ্গে যুড়ে দিলে কথাটার মাহাত্ম্য বেড়ে যায়।—মেয়েটা যে সব প'ড়েছে! আবার বলে সংস্কৃত প'ড়ব। ঐ আস্‌ছে। পালাই।

প্রস্থান

চারি পাঁচখানি গ্রন্থ লইয়া হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। কৈ বাবা!—ঐ যে!—পালালে—ছাড়্‌ছি না! দেখিয়ে দিতে হবে। ছাড়্‌ছি না।

পুস্তকখানি রাখিয়া প্রস্থান ও সেলুকসের হস্ত ধরিয়া পুনঃ প্রবেশ

সেলুকস। এ কি জবরদস্তি!—আমি দেখিয়ে দেব না। কি কর্ব্বে?

হেলেন। তবে বল্লেন কেন?

সেলুকস। বেশ ক'রেছি। তুমি ভারি অবাধ্য মেয়ে। তুমি আমায় স্নেহ কর না।

হেলেন। আমি আপনাকে স্নেহ করিনে বাবা! এ কথা ব'ল্‌তে পার্লেন!—আপনার এক বিন্দু চক্ষের জল মুছিয়ে দিতে যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে পারি।

সেলুকস। না, আমি অন্যায় ব'লেছি হেলেন। আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অপরাধ আমার! আমি আপনাকে কিছু স্নেহ করি না। আমায় ক্ষমা করুন।

সেলুকস। না মা, আমার অপরাধ। তুমি আমায় খুব স্নেহ কর।

হেলেন। (সহাস্যে) কিন্তু সক্রেটিস্ এ বিষয়ে কিছু বলেন নি?

সেলুকস। না।

হেলেন। আচ্ছা, তবে আর কোন তর্ক নাই। আচ্ছা বাবা, সেকেন্দার সাহা সম্বন্ধে এক গল্প শুনেছি—সে কি ঠিক?

সেলুকস। কি?

হেলেন। তিনি যখন ভারত জয় কর্ত্তে গিয়েছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে ব্রাহ্মণ তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্ল, "আচ্ছা,

সেকেন্দার সাহা! ভারত জয় করে' তার পরে আপনি কি জয় কর্ব্বেন?" সেকেন্দার সাহা বল্লেন, "চীন জয় কর্ব্ব।"—"তার পরে?"—"আফ্রিকা।" "তার পরে?"—"ইয়ুরোপ।"—"তার পরে?"—সেকেন্দার সাহা আর—কিছু ভেবে না পেয়ে বল্লেন, "তার পরে একটা প্রকাণ্ড ভোজ দেবো।" ব্রাহ্মণ বল্ল, "ভোজটা এখনই দেন না কেন?"

সেলুকস। সে ব্রাহ্মণ বড় ঔদরিক।

হেলেন। না বাবা, সে ব্রাহ্মণ পরম দার্শনিক। মানুষের উচ্চাশার অন্ত নাই। দার্শনিক ডায়োজিনিস বিপরীত দিকে গিয়েছিলেন। জীবনের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে' এনেছিলেন। তিনি এক জলপাত্রে বাসা করে' ছিলেন তা ত জানেন।

সেলুকস। মূর্খ দার্শনিক!

হেলেন। মূর্খ? সেইজন্য কি বীরবর সেকেন্দার সাহা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে গিয়েছিলেন? তিনি দার্শনিককে জিজ্ঞাসা কর্লেন, "আমি ভুবনবিজয়ী সেকেন্দার সাহা। তুমি যা' চাও তাই দিতে পারি—কি চাও?"

সেলুকস। তিনি অবশ্য একটা জলাধারা চেয়েছিলেন?

হেলেন। না। তিনি বল্লেন, "আমার ঈশ্বরের রৌদ্র ছেড়ে দাঁড়াও—আর কিছু চাই না।"

সেলুকস। সেকেন্দার নিশ্চয় ভাবলেন—এ এক উন্মাদ।

হেলেন। না বাবা! সেকেন্দার সাহা বল্লেন, "আমি যদি সেকেন্দার সাহা না হ'তাম ত এই ডায়োজিনিস হ'তে চাইতাম।"

সেলুকস। "যদি সেকেন্দার না হ'তাম"—চতুর এই সেকেন্দার সাহা।

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

হেলেন। হারে মানুষ! পরের সুখ দেখতে পার না? দুয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের উপরে চোখ রাঙ্গাচ্ছ আর গর্জ্জাচ্ছ। ইচ্ছা যে দৌড়ে গিয়ে পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধর, পার্চ্ছ না শুধু ভয়ে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা যে

এই সসাগরা ধরিত্রীকে গ্রাস করবে। মা বসুন্ধরা! এমন রাক্ষসকে জন্ম দিয়েছিলে! ঈশ্বর, তোমার জঘন্য সৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আস্তব্রে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—চন্দ্রকেতুর গৃহোদ্যান। কাল—সন্ধ্যা

নদীতীরে ছায়া একাকিনী বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন ও গাহিতেছিলেন

আর কেন মিছে আশা মিছে ভালবাসা মিছে কেন তার ভাবনা।
সে যে, সাগরের মণি, আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে পাব না।
আজি তবু তাঁরে স্মরি, সতত শিহরি, কেন আমি হতভাগিনী;
কেন, এ প্রাণের মাঝে, নিশিদিন বাজে সেই এক মধুররাগিণী
শুনি,—উঠে সেই গান, নীরব মহান্ যায় সে আকাশ ছাপিয়া,
দেখি, শুনি সেই ধ্বনি শিহরে ধরণী তারাকুল উঠে কাঁপিয়া;
আমি চেয়ে থাকি—স্থির নীরব গভীর নির্ম্মল নীল নিশীথে;
কেন—বহি' এ মহীতে, সসীম চকিতে চাহি সে অসীমে মিশিতে।
আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো;
তবে, কেন হেন যেচে, দুখ লই বেছে কেন না ভুলিতে পারি গো।
—না না, তবু সেই দুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে,
আমি, সঁপেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরণে।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া?

ছায়া। কে? মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার দাদা কোথায়?

ছায়া। জানি না। দেখিগে। প্রস্থানোদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। দাঁড়াও।

ছায়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ও চন্দ্রগুপ্তের প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধের পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।

ছায়া নীরব রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছো।

ছায়া নীরব রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ব্বার সুযোগ পাই নি। ছায়া, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

ছায়া। (অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে) এই মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত। প্রত্যুপকারস্বরূপ আমি তোমাকে—

ছায়া। কিছু প্রয়োজন নাই মহারাজ! আমরা হীন পার্ব্বত্য জাতি। উপকার বিক্রয় করি না, মহৎ প্রবৃত্তির ব্যবসা করি না। মহারাজের জীবন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি—এই সৌভাগ্যই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তার অধিক কিছু প্রত্যাশা করি না।

চন্দ্রগুপ্ত। এই কিশোর হৃদয়ে এতখানি মহত্ত্ব! কিংবা—

ছায়া। মহারাজ! আমরা বাল্যকাল হ'তে মৃগয়া কর্ত্তে শিখি, যুদ্ধ কর্ত্তে শিখি, প্রতারণা কর্ত্তে শিখি না। সভ্য দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা কইতে শিখি না। আমি যা ব'লো্ছ তার ঐ একই অর্থ। তার মধ্যে 'কিংবা' নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! তুমি একটি প্রহেলিকা।

ছায়া। মহারাজ! আমি কোন প্রত্যুপকার চাই না।

প্রয়াণোদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। দাঁড়াও ছায়া! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। উপকার করে' তার পরে তুমি উপকৃতের প্রতি এত উদাসীন কেন? আমি লক্ষ্য ক'রেছি ছায়া, যে তুমি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যখন কথা কইছ, তখন আমি এলেই তুমি তৎক্ষণাৎ চলে' যাও।—এত উদাসীন!

ছায়া। (অস্ফুটস্বরে) উদাসীন! (ক্ষণেক শির অবনত করিয়া

পরে সহসা কহিলেন) মহারাজ ! আপনি কখন পর্ব্বতশিখরে দাঁড়িয়ে সূর্য্যোদয় দেখেছেন ?—দিগন্তবিস্তৃত বনানীর উপর দিয়ে বিকম্পিত সূর্য্যরশ্মির ঢেউ খেলে যায় যখন—দেখেছেন কি ?

চন্দ্রগুপ্ত। হাঁ ছায়া।

ছায়া। আমাদের জীবন সেই রকম—একটা উজ্জ্বল ঘনশ্যামলতা—আবেগে কাঁপ্‌ছে। অধিত্যকাবাসী নীচে দাঁড়িয়ে তার কি দেখ্‌তে পায় মহারাজ ?

চন্দ্রগুপ্ত। আমরা হয় ত তাই তোমাদের সম্যক্ বুঝি না। তবু মনে হয় যে তোমাদের ঘনশ্যাম আবরণের নীচে হৃদয় আছে।

ছায়া। মহারাজের সৌজন্য যে 'কৃষ্ণ' না ব'লে ঘনশ্যাম আবরণ ব'লেছেন। কিন্তু মহারাজ, লক্ষ্য ক'রেছেন কি যে, মেঘ যতই কৃষ্ণবর্ণ হয়, ততই সে সলিলসম্ভারসমৃদ্ধ হয়, তার বক্ষে ততই তীব্র তড়িৎ খেলে। আমাদের হৃদয় আছে, এইটুকুই কি আপনার মনে হয় ? যদি জান্‌তেন যে সে হৃদয় কতখানি, তাতে কি তরঙ্গ খেলছে।

চন্দ্রগুপ্ত। এও কি সম্ভব। ছায়া, তুমি কি আমাকে ভালবাস ? এও সম্ভব !

ছায়া। কেন,সম্ভব নয় মহারাজ ! ঈশ্বর আপনাদের দেহের উপর দুপোঁচ বেশি রং মাখিয়েছেন, তাই আর অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না ! আমি আপনাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন ? না মহারাজ ! আমি আপনাকে ঘৃণা করি। বিবেচনা করেন যে, আমি ভিক্ষুকের মত আপনার প্রেম যাজ্ঞা কচ্ছি ! আপনি অনুকম্পাভরে আমায় প্রেমমুষ্টি ভিক্ষা দেবেন, আর আমি তাই হাত পেতে নেব ! এত বড় স্পর্দ্ধা ! মহারাজ, আমি হীন বর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ পার্ব্বত্য রমণী। আর আপনি মগধের দেবরক্ষিত মহারাজ ! তথাপি আমি আপনাকে ঘৃণা করি।

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। অদ্ভুত! প্রাণরক্ষা ক'রে পরে ঘৃণা! নারীচরিত্র অপূর্ব্ব প্রহেলিকা। বহুদিন পূর্ব্বে মনে পড়ে—সিন্ধুনদতীরে—সেকেন্দার সাহার সমক্ষে সেলুকসের কন্যার সেই কৃতজ্ঞ সজল দৃষ্টি! সেও কি ভালবাসা! না শুদ্ধ কৃতজ্ঞতা? সেই গ্রীক্ বালিকা—কি অপূর্ব্ব সুন্দরী! মহাসমুদ্রের নীল জলরাশির উপর অবতীর্ণ উষার ন্যায়—রাশি রাশি রক্তজবার মধ্যে বিকশিত স্থলপদ্মের ন্যায়।—না, সে কথা আজ আর ভাবি কেন! সে একটা মধুর স্বপ্ন।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে চন্দ্রকেতু—

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! ব্রাহ্মণের আজ্ঞা আজ রাত্রেই ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের বলি হবে

চন্দ্রগুপ্ত। (সবিস্ময়ে) সে কি! বলি হবে—ব্রাহ্মণের আজ্ঞা! আমি কে? মগধের মহারাজ না? এত শ্রম, এত আয়োজন কি শুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের হোমাগ্নিতে ঘৃত ঢাল্‌বার জন্য!—চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। বন্ধুবর!

চন্দ্রগুপ্ত। এ প্রাণদণ্ড হবে না। আমি মার্জ্জনাজ্ঞা লিখে দিচ্ছি। নিয়ে যাও। ব'লো এ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা—মিনতি নয়! যাও প্রস্থান কর।

চন্দ্রকেতুর প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধা যে আমাকে কোন সংবাদ না দিয়ে—আমার অনুমতি না নিয়ে—আশ্চর্য্য! আমি যেন সাম্রাজ্যের কেহই নই, চাণক্যের হস্তের যন্ত্র মাত্র!

ছায়ার পুনঃ প্রবেশ

ছায়া। মহারাজ ক্ষমা করুন!

চন্দ্রগুপ্ত। কিসের জন্য ছায়া?

ছায়া। রুক্ষ হ'য়েচি। অপরাধ হ'য়েছে। মার্জ্জনা করুন। মার্জ্জনা না করেন, দণ্ড দিন।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন? তোমার কোন অপরাধ হয় নাই। তুমি যদি আমাকে ঘৃণা কর, তা বল্‌তে দোষ কি?

ছায়া। ঘৃণা করি! যিনি আমার জাগ্রতে ধ্যান, নিদ্রায় স্বপ্ন, যিনি আমার ইহলোকের সম্পৎ, পরলোকের স্বর্গ, যাঁর দর্শন তীর্থ, অদর্শন অভিশাপ—তাঁকে ঘৃণা কর্ব্ব। মিথ্যা কথা ব'লেছি। তথাপি ইচ্ছা হয় যে যদি ঘৃণা কর্ত্তে পার্ত্তাম!

চন্দ্রগুপ্ত। কেন ছায়া! আমি তোমার কি ক'রেছি?

ছায়া। কি ক'রেছেন! কি করেন নি!—আপনি আমার আহারে ক্ষুধা, শয়নে নিদ্রা, সর্ব্বসময়ে—শান্তি কেড়ে নিয়েছেন। আপনি আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত করে' দিয়েছেন; আপনার চিন্তায় আমার অস্তিত্ব লীন হ'য়ে যায়—আমি স্বর্গে আছি কি নরকে আছি বুঝতে পারি না। আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছেন আপনি আমার কি ক'রেছেন। নিষ্ঠুর!

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া!

সস্নেহে তাহার হাত ধরিলেন

ছায়া। না, আমায় স্পর্শ কর্ব্বেন না, স্পর্শ কর্ব্বেন না। ও স্পর্শে আমার অঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ব'হে যায়, আমার মস্তিষ্ক পাষাণে পতিত কাংস্য-পাত্রের মত ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে!—না, আমি এ উন্মাদনা দমন কর্ব্ব।

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। কি আশ্চর্য্য! আমি এতদিন যাকে ভগ্নীর মত স্নেহ ক'রে এসেছি—আশ্চর্য্য!

ষষ্ঠ দৃশ্য

চাণক্য ও তাঁহার দেহরক্ষিগণ

সম্মুখে বন্দী অবস্থায় নন্দ। পার্শ্বে শাণিত খড়্গ। অদূরে যূপকাষ্ঠ

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! দেখ্‌ছো যে ব্রাহ্মণের প্রতাপ যায় নাই? ঈশ্বর মূর্খ নহেন—তাই বাহুর উপর মস্তিষ্ক। আর্য্য ঋষিগণ মূর্খ ছিলেন না—তাই ক্ষত্রিয়ের উপর ব্রাহ্মণ। কারো সাধ্য নাই তাকে নামায়। ভারত যত দিন ভারত, তত দিন এই ব্রাহ্মণ এ সমাজ শাসন কর্ব্বে। তার পর এক সঙ্গে—সব চুরমার।

নন্দ। আমাকে কি তোমার দম্ভ শোনাবার জন্য এখানে আনা হ'য়েছে?

চাণক্য। ঠিক নয়। ঐ খড়্গ দেখ্‌ছো? ঐ যূপকাষ্ঠ দেখ্‌ছো? এখনও কি বুঝতে বাকি আছে যে তোমাকে কি জন্য এখানে আনা হ'য়েছে? সে দিন আমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে যে, তোমার রক্তে রঞ্জিত হস্তে এ শিখা বাঁধবো? এখনও বাঁধি নাই—এই দেখ। এখনও কি বুঝ্‌তে বাকি আছে যে, কি জন্য তোমাকে এখানে আনা হয়েছে?

নন্দ। আমায় বধ কর্ব্বে?

চাণক্য। অবিকল।

নন্দ। নিরস্ত্র বন্দীর হত্যা। এই কি সনাতন ধর্ম্ম?

চাণক্য। সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম কি আজ ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের কাছে শিখ্‌তে হবে?—শোন, এ হত্যা নয়, এ তোমার মৃত্যুদণ্ড। আর সে দণ্ড দিচ্ছি—আমি ব্রাহ্মণ।

নন্দ। কি অপরাধে?

চাণক্য। ব্রহ্মহত্যার অপরাধে। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার অপরাধে। ব্রাহ্মণকে অপমান করার অপরাধে। তুমি একে বল্‌ছো

হত্যা, আমি বল্‌ছি—এ বিচার। এ বিচার কর্ব্বার অধিকার আমার আছে। আমি ব্রাহ্মণ—নন্দ প্রস্তুত হও! রক্ষিগণ হাড়িকাঠে ফেল।

নন্দ। চাণক্য! আমি কাত্যায়নের প্রতি—তোমার প্রতি অবিচার ক'রেছি। আমায় ক্ষমা কর।

চাণক্য। (উচ্চহাস্য করিয়া) ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। আমি সে দিন ব'লেছিলাম না নন্দ? যে একদিন এই ভিক্ষুকের পদতলে বসে' তোমায় ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে হবে, আমি সে ভিক্ষা দিব না?

নন্দ। আমি প্রাণভিক্ষা চাই নি, ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় আমি। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব মানি না, শূদ্রকে ঘৃণা করি, আমার পিতার গণিকা-পুত্রকে ঘৃণা করি। কিন্তু মৃত্যুভয় করি না। তোমার রক্তবর্ণ চক্ষুকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি, কিন্তু নিজের অন্যায় বুঝি। আমি এত পাষণ্ড নই যে প্রজার সম্পত্তি লুঠ করি—নরহত্যা করি। সঙ্গদোষে আমাকে পাষণ্ড করে' তুলেছে। ক্ষমা কর,—কাত্যায়ন

কাত্যায়ন। (কম্পিতস্বরে) নন্দ! মহারাজ। আমি ক্ষমা ক'রেছি।

চাণক্য। খবর্দ্দার কাত্যায়ন—ক্ষমা নাই। পৃথিবীতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ের যে যন্ত্রণা ভিতরে টগ্‌বগ্‌ করে' ফুটছে সে কি তোমার দু'ফোঁটা দুঃখের চোখের জলে ঠাণ্ডা হয়? তা হয় না। সব ক্ষমা মৌখিক। যেমন অনুতাপ মৌখিক, তেমনি ক্ষমাও মৌখিক। আমি কখন দেখ্‌লাম না যে, শাস্তি সম্মুখে না দেখে কারো অনুতাপ এলো। আমি কখন দেখলাম না যে, কোন মার্জ্জনায় ভাঙ্গা মন ঠিক আগেকার মত জুড়ে গেল! তা হয় না।

কাত্যায়ন। কিন্তু—নন্দ বালক।

চাণক্য। যে বালক, তার বালকের ন্যায় থাকা উচিত। বালকও যদি না জেনে আগুনে হাত দেয়, হাত পোড়ে। অগ্নি নিজের কাজ কর্ত্তে দ্বিধা করে না।

কাত্যায়ন। তথাপি—পাণিনি—

চাণক্য। (সপদদাপে) আবার পাণিনি! কাত্যায়ন! তুমি এসময়ে যদি পাণিনির নাম কর, আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব!

কাত্যায়ন। নন্দ বালক—

চাণক্য। তাই দেখ্‌ছি! খড়্গ নাও কাত্যায়ন! তোমায়ই একে স্বহস্তে বধ কর্ত্তে হবে!

কাত্যায়ন। আমি!

চাণক্য। হাঁ তুমি! পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নাও! মনে কর কাত্যায়ন! তোমার সপ্তপুত্রের শীর্ণায়মান পাণ্ডুর মূর্ত্তি—তাদের সেই অন্নের জন্য ক্ষীণ হাহাকার, তাদের নিষ্প্রভায়মান দৃষ্টি—তার পর সব হিম, কঠিন, অসাড়—তাদের নিস্পন্দ নির্নিমেষ চক্ষু দুইটির উপর মৃত্যুর করাল মুদ্রাঙ্কন। মনে কর—সেই মৃত্যু তুমি সম্মুখে দেখ্‌ছো। তুমি তাদের পিতা তাই দেখছো, মনে কর—কাত্যায়ন! স্বহস্তে তার প্রতিশোধ নাও।

কাত্যায়ন খড়্গ লইলেন

চাণক্য। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি! রক্ষিগণ! হাড়কাঠে ফেল।

রক্ষিগণ নন্দকে হাড়িকাঠে ফেলিল

চাণক্য। তবে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন খড়্গ লইয়া যূপকাষ্ঠের নিকট আসিলেন

চাণক্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দ! এ ব্রাহ্মণের কাজ নয়। কিন্তু কি কর্ব্ব, আজ তার প্রয়োজন হ'য়েছে। আজ ব্রাহ্মণের সে তপস্যা নাই। ইচ্ছা হয় যে আজ দ্বিতীয় পরশুরামের মত ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করি; কপিলের মত এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দবংশ ভস্ম করে দেই। কিন্তু কলিযুগে আর তা হয় না। তাই খড়্গের সাহায্য নিতে হ'য়েছে। তবু এই পাপ কলিযুগেও ভারত একবার ব্রাহ্মণের প্রতাপ দেখুক! —(কাত্যায়নকে)বধ কর!—হাঁ! আর মর্ব্বার আগে শুনে যাও নন্দ!

ভূতপূর্ব্ব মহারাজ!—তোমার বংশে বাতি দিতে কেউ নাই!—নন্দবংশ নির্ম্মূল ক'রেছি।

নন্দ আর্ত্তনাদ করিলেন

চাণক্য। এখন বধ কর।

বেগে চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। সাবধান! খড়্গ নামাও ব্রাহ্মণ!

চাণক্য। কেন চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। রাজ-আজ্ঞা।

কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন

চাণক্য। এর অর্থ কি, চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতু। এই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মার্জ্জনা পত্র। মহারাজ নন্দকে মুক্ত করে' দিয়েছেন।

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা!—বুঝেছি। কিন্তু এ আজ্ঞা আমার জন্য নয়।—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব! এ রাজ-আজ্ঞা।

চাণক্য। এ ব্রাহ্মণের আজ্ঞা।—বধ কর কাত্যায়ন!

চন্দ্রকেতু। তবে মহারাজ স্বয়ং আসুন। তার পূর্ব্বে আমি বধ কর্ত্তে দিব না। রাজ-আজ্ঞা আমি পালন কর্ব্ব। আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্ব।—রক্ষিগণ সরে' দাঁড়াও।

চাণক্য। কখন না—খাড়া থাক।

চন্দ্রকেতু। বীরবল!

সেনাধ্যক্ষ বীরবল ও পঞ্চসৈনিকের প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। সৈনিকগণ! মহারাজের আগমন পর্য্যন্ত বন্দীকে রক্ষা কর। বীরবল—মহারাজকে সংবাদ দাও!

বীরবলের প্রস্থান

চাণক্য। কাত্যায়ন! খড়্গ নিয়ে সঙের মত খাড়া হ'য়ে চেয়ে কি দেখছো? যেন মৃন্মূর্ত্তি!—খড়্গ আমায় দাও।

অগ্রসর হইলেন

চন্দ্রকেতু। (সম্মুখে গিয়া নতজানু হইয়া তরবারি দিয়া পথ রোধ করিয়া) আমি ব্রাহ্মণের সম্মুখে নতজানু হচ্ছি। কিন্তু রাজ-আজ্ঞা পালন কর্ব্ব।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন!

কাত্যায়ন খড়্গ না উঠাইতেই চন্দ্রকেতু রাজ-আজ্ঞা দেখাইয়া কহিলেন—
"রাজ-আজ্ঞা।"

কাত্যায়ন খড়্গ নামাইলেন

চাণক্য। কোন চিন্তা নাই কাত্যায়ন! যে ব্রাহ্মণ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসাতে পারে, সে তাকে সিংহাসন থেকে নামাতেও পারে—বধ কর।

কাত্যায়ন খড়্গ উঠাইতে যাইলে চন্দ্রকেতু কহিলেন—

চন্দ্রকেতু। সাবধান! এর জন্য যদি ব্রহ্মহত্যা হয়, ত' দ্বিধা কর্ব্ব না।

অন্তর হইতে মুরার প্রবেশ

মুরা। আর যদি নারীহত্যা হয়?

এই বলিয়া কাত্যায়ন ও চন্দ্রকেতুর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন

চন্দ্রকেতু। (স্তম্ভিত হইয়া) মা আপনি?

মুরা। হাঁ আমি। আমার আজ্ঞা—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। আপনি নন্দকে ক্ষমা করুন মা!

মুরা। (সব্যঙ্গহাস্যে) ক্ষমা! ক্ষমা নাই। আমি ক্ষমা কর্ত্তে পারি না, জানি না। আমি যে শূদ্রাণী! ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—শূদ্রের নয়।

চন্দ্রকেতু। ক্ষমা মানুষের ধর্ম্ম—একা ব্রাহ্মণেরই নয়। ক্ষমা করার যে অপার সুখ, তাতে কি একা ব্রাহ্মণেরই অধিকার! এই ক্ষমা স্বর্গ থেকে ভাগীরথীর পবিত্র বারির মত সংসারে নেমে এসেছে।

সকলেরই সেই পুণ্যতরঙ্গে স্নান করে' পবিত্র হবার অধিকার আছে। ঈশ্বরের ক্ষমা আকাশ থেকে শত ধারায় মর্ত্ত্যে নেমে আসছে না? রোগে এই ক্ষমা স্বাস্থ্যরূপিণী হয়ে' এসে আমাদের রক্ষা করে; শোকে এই ক্ষমা বিস্মৃতি নিয়ে আসে; দারিদ্র্যকে এই ক্ষমাই সহিষ্ণুতা দিয়ে ঘিরে থাকে। মাতা শৈশবে সন্তানের শত অপরাধ যদি ক্ষমা না করে, তাহ'লে কি সন্তান বাঁচে মা? ক্ষমা কর, আমি জানু পেতে ভিক্ষা চাচ্ছি।

জানু পাতিলেন

মুরা। তুমিই কি একা ভিক্ষা চাইছ চন্দ্রকেতু? আমার প্রাণ এই পঞ্জরের দ্বার ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে আমার পায়ে ধরে' ভিক্ষা চাচ্ছে না! নন্দের এই বন্দী অবস্থা দেখ্ছি, তার এই ম্লান অধোমুখ দেখ্ছি, আর অশ্রুর উৎস উথ্লে উঠে এই দৃষ্টিপথ রোধ কর্চ্ছে না। নন্দ! শূদ্রাণীর দুগ্ধ কি ক্ষত্রিয়াণীর দুগ্ধের চেয়ে কম মধুর? শূদ্রাণীর স্নেহ কি ক্ষত্রিয়াণীর স্নেহের চেয়ে কম শুভ্র? না, আমি ক্ষমা কর্ব্ব না। আমি যে শূদ্রাণী—গণিকা!—বধ কর।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু মা—এ রাজ-আজ্ঞা।

মুরা। এ রাজমাতার আজ্ঞা। আমি দাসী—গণিকা হ'লেও মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জননী—আমার আজ্ঞা!—বধ কর!

চন্দ্রকেতু। এইখানে আমার পরাজয়! সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের নারীর কাছে আমি পরাজিত।

মুরার পদতলে তরবারি রাখিলেন

নারীর কেশাগ্র স্পর্শ করি হেন সাধ্য আমার নাই।

চাণক্য। বধ কর কাত্যায়ন।

কাত্যায়নের খড়্গ পড়িল। নন্দের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল

চাণক্য। হাঃ হাঃ! প্রতিহিংসা পূর্ণ হ'ল।

নন্দের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া শিখা বাঁধিয়া প্রস্থান

কাত্যায়ন। (নন্দের ছিন্ন মুণ্ড উঠাইয়া) সপ্ত সন্তানের হত্যার এই প্রতিশোধ।

মুরা। কি কর্লে! বধ কর্লে!—এ কি কর্লাম! তাকে রক্ষা কর্ত্তে এসে—

হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। (নন্দের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া) এ কি!

মুরা। এরা নন্দকে বধ করেছে!—ঐ মুখে আমার স্তন্য দিয়েছি। ঐ দেহখানিকে আমি বক্ষে ধরে' জড়িয়ে শুয়ে থাক্‌তাম!—ওঃ! কি ক'রেছি! কি ক'রেছি! বৎস চন্দ্রগুপ্ত!

মুখ ফিরাইলেন

চন্দ্রগুপ্ত। কে বধ ক'রেছে?

কাত্যায়ন। আমি।

চন্দ্রগুপ্ত। কার আজ্ঞায়?

মুরা। আমার আজ্ঞায়। ব্রাহ্মণ! আমি নারী—মূর্খ, দুর্ব্বল, জ্ঞানহীনা নারী।—কিন্তু তুমি কি কর্লে ব্রাহ্মণ! কতবার তুমি ঐ মুখখানি চুম্বন ক'রেছো। আর, এখন পৈশাচিক উল্লাসে ঐ ছিন্ন মুণ্ড হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছ!

কাত্যায়নের হস্ত হইতে মুণ্ড পাড়িয়া গেল

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ! তুমি রাজ-আজ্ঞা অবহেলা ক'রেছো?

কাত্যায়ন। ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণ অবধ্য, তোমাকে আমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত কর্লাম।

কাত্যায়ন। মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এখন থেকে দেখাচ্ছি যে আমার আজ্ঞা ভিক্ষুকের কাকুতি নয়। এই তোমার শাস্তি।—যাও!

কাত্যায়ন নীরবে প্রস্থান করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! যদি জগতের কোটি বীর রাজ-আজ্ঞার বিপক্ষে শাণিত মুক্ত তরবারি নিয়ে দাঁড়াত, চন্দ্রকেতু রাজ-আজ্ঞা পালনে প্রাণ দিত। কিন্তু নারীর কাছে আমি শিশুর চেয়েও দুর্ব্বল।

চন্দ্রগুপ্ত। আর—মা!

মুরা। আমার অপরাধের শাস্তি দাও বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। (নতজানু হইয়া করযোড়ে) তোমার অপরাধ মা! মায়ের অপরাধ সন্তানের কাছে!—তুমি যা'ই কর, তুমি আমার কাছে চিরদিনই মা—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এক হস্ত নিহত নন্দের দিকে প্রসারিত করিলেন, অপর হস্ত দিয়া চক্ষুর্দ্বয় আবৃত করিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের কুটীর-কক্ষ, কাল—গোধূলি

চাণক্য একাকী

চাণক্য। প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সে একটা ক্ষণিক উন্মাদনা। আবার সেই অবসাদ! বাহিরের ঝঞ্ঝা থেমে গিয়েছে। আবার হৃদয়ের সেই হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। অগাধ স্নেহরাশি—রাখি এমন পাত্র নাই। হৃদয় কম্পিত আগ্রহে কাকে যেন বক্ষে চেপে ধর্ত্তে চায়। কি সে ব্যগ্র আলিঙ্গন বক্ষে চেপে ধরে—নিজেরই উষ্ণনিশ্বাস।—রাক্ষসি! ক'রেছিস্ কি?—এ শুধু অরণ্যে রোদন—

কপালে করাঘাত

ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন

প্রথম গুপ্তচরের প্রবেশ

চাণক্য। কি সংবাদ ?

চর। কাত্যায়ন শত্রুশিবিরে, এ সংবাদ ঠিক।

চাণক্য। আর কিছু ?

চর। গ্রীক সিন্ধুনদ পার হ'য়েছে!

চাণক্য। সৈন্য কত!

চর। চারলক্ষ।

চাণক্য। যাও।

গুপ্তচর চলিয়া গেল

চাণক্য। কাত্যায়ন!—চিরদিন একরকমে গেল! তুমি রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত হ'য়ে স্থির কর্লে, যে এখন থেকে অধ্যাপনা কর্ব্বে। কিন্তু সেলুকস তোমায় যেই ডাকিয়েছে, অমনি সেই দিকে চলেছ! তার উপরে আমার মন্ত্রিত্বে তোমার ঈর্ষা হ'য়েছে!—মূর্খ!

দ্বিতীয় গুপ্তচরের প্রবেশ

চাণক্য। সংবাদ ?

চর। বিদ্রোহীরা দলবদ্ধ হ'য়েছে। তাদের সঙ্কেত—তিন তূরীধ্বনি।

চাণক্য। আর কিছু ?

চর। মহারাজের শয়নকক্ষে ২৫ জন ঘাতক সুড়ঙ্গ কেটে অপেক্ষা কর্চ্ছে।

চাণক্য। তা পূর্ব্বেই শুনেছি। তাদের দলপতি ?

চর। বাচাল।

চাণক্য। যাও।

গুপ্তচরের প্রস্থান

চাণক্য। মূর্খ বাচাল!—বীরবল!

সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবলের প্রবেশ

বীরবল। কি আজ্ঞা হয় ?

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্তের শয়নকক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে ২৫ জন ঘাতক অবস্থিতি কচ্ছে। তুমি সৈন্য নিয়ে গিয়ে তাদের বধ কর।

বীরবল। যে আজ্ঞা।

চাণক্য। এই মুহূর্ত্তে।

বীরবল। যে আজ্ঞা।

প্রস্থান

চাণক্য। চমৎকার এই ব্যবসা—সংবাদের চৌর্য্যবৃত্তি !—এ চাণক্যের সৃষ্টি। শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তচর রাখতেন বটে। কিন্তু সে নিজের কুৎসা শোনবার জন্য। আমি গুপ্তচর রাখি—কুৎসার কণ্ঠ রোধ কর্ত্তে।

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন গুরুদেব !

চাণক্য। হাঁ চন্দ্রকেতু !—চন্দ্রগুপ্ত আজ রাত্রিকালে দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে ফিরে আসছেন জানো ?

চন্দ্রকেতু। জানি। তিনি নগরীতে উৎসবের আয়োজন কর্ত্তে আমায় আজ্ঞা দিয়েছেন।

চাণক্য। আয়োজন ক'রেছো ?

চন্দ্রকেতু। ক'রেছি। নগরী আলোকিত হবে, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হবে, পথে জয়বাদ্য হবে, আর—

চাণক্য। কিছু হবে না।—ব্যর্থ আয়োজন।—কি ! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো যে !—যাও উৎসব বন্ধ কর।

চন্দ্রকেতু। সে কি গুরুদেব !

চাণক্য। যাও।

চন্দ্রকেতু ইতস্ততঃ ভাবে প্রস্থান করিলেন

চাণক্য। কিন্তু একটা মহান্ পবিত্র উজ্জ্বল রাজ্য ছেড়ে কোথায় চলেছি!—এখনও তার আলোকমণ্ডিত শিখর দেখ্‌তে পাচ্ছি। সব অন্ধকার হ'যে যাবার পূর্ব্বে ফিরি না কেন?—পিশাচী! ছেড়ে দে, ফিরে যাই। না—না কোথায় ফিরে যাবো! কে হাত ধরে নিয়ে যাবে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, হত্যা—এও ত একটা রাজ্য।—মন্দ কি! বেশ আছি। চমৎকার!—(দীর্ঘ নিশ্বাস) রাত্রি কত?—দেখি।

গবাক্ষদ্বার খুলিয়া দিলেন। অমনি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না আসিয়া কক্ষ প্লাবিত করিল। চাণক্য সভয়ে পিছাইয়া আসিয়া কহিলেন

এ আবার কি! এ এতক্ষণ কোথায় ছিল! এত রাশি রাশি সৌন্দর্য্য—উপরে, নীচে, নিকটে, দিগ্দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এ ত বহুদিন দেখি নাই! কি সুন্দর জ্যোৎস্না! আকাশে লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডগুলি ভেসে যাচ্ছে। আর তার নিম্নে জ্যোৎস্নাস্নাতা ভাগীরথী কলস্বরে গান গেয়ে চ'লেছে। কি সুন্দর! পতিতপাবনী মা সুরধুনি! ভগীরথ কি পুণ্যবলে তোমাকে—স্বর্গের মন্দাকিনীকে—মর্ত্ত্যে টেনে এনেছিল মা! এ মরুহৃদয়ে সেই ভক্তির উচ্ছ্বাস্ একবার উঠিযে দে না মা! আমি একবার "মা মা" বলে' তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করি। এ কি!—চাণক্য! তুমি অধীর! না। আমি দেখ্‌বো না।

এই বলিয়া চাণক্য গবাক্ষ দ্বার বন্ধ করিলেন

এমন সময়ে নেপথ্যে বালিকাকণ্ঠে কে বলিল—

"জয় হোক বাবা, চারিটি ভিক্ষা পাই।"

চাণক্য সহসা লম্ফ দিয়া উঠিয়া কহিলেন—

ও কে!—কার স্বর! ভিতরে এসো!

ভিক্ষুকবালার প্রবেশ

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

ওঃ! ভিক্ষুক!

ভিক্ষুক। চারিটি ভিক্ষা পাব বাবা।

চাণক্য বালিকার পানে চাহিয়া ভিক্ষুককে কহিলেন—

চাণক্য। ভিক্ষুক, এত রাত্রে ভিক্ষা কর্ত্তে বেরিয়েছ যে?

ভিক্ষুক। এই মাত্র নগরে এসে পৌঁছিলাম বাবা! সারাদিন কিছু খাইনি বাবা—

বালিকা। সারাদিন কিছু খাইনি বাবা।

চাণক্য। এ কি! সহসা প্রাণ কেঁদে ওঠে কেন! এক ভিক্ষুক বালিকা—এ কি দৌর্ব্বল্য! (বালিকাকে কহিলেন) এ দিকে এস ত মা।

বালিকা তৎক্ষণাৎ চাণক্যের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল

চাণক্য বালিকার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভিক্ষুক এ তোমার কন্যা?

ভিক্ষুক। হাঁ বাবা।

চাণক্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, পরে বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-

চাণক্য। বালিকা, তোমার নাম কি?

বালিকা। মাধু—

চাণক্য। তোমার বাড়ী কোথায়?

বালিকা। অনেক দূরে। না বাবা—আমাদের বাড়ী নেই। কখন অতিথিশালায় থাকি, কখন গাছতলায় থাকি।

চাণক্য। গাইতে পারো?

ভিক্ষুক। পারে বৈকি। গা' ত মাধু।

চাণক্য। আগে কিছু খা'ক। একটু বিশ্রাম কর।

ভিক্ষুক। গাইতে কিছু কষ্ট নেই বাবা! এই আমাদের ব্যবসা! গা' ত মা।

উভয়ে গান ধরিল

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী।
গর্জ্জে সিন্ধু; চলিছে তরণী!
গভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর।
ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ্ মা চাহি,
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি,
জননীহীনা কন্যা দীনা
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটি ধর॥
লঙ্ঘি বনানী পর্ব্বতরাজি,
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি
কোথায় জননী! গভীর রজনী
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়!
'একি!—কুটীরে যে মুক্তদ্বার!
নির্ব্বাণ দীপ—গৃহ অন্ধকার—
কোথায় জননী! কোথায় জননী!
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।"
সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ত্তনিনাদে,
বিধাতৃচরণে পড়িয়া কাঁদে
চরণাঘাতে বজ্রনিপাতে
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী 'পর॥

চাণক্য। (আপন মনে) সে দিনও এমন জ্যোৎস্নাময় ছিল। সহসা চন্দ্রমা মেঘে ঢেকে গেল। আর্দ্রবায়ুর উচ্ছ্বাসে দীপ নিভে গেল। স্নেহময়ী কন্যা আমার! সে চিন্তাও স্বর্গ। একি! চাণক্য তোমার চক্ষে জল! ভিক্ষুক! এই স্বর্ণমুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ কর! (ভিক্ষাদান) যা—না যাও। শীঘ্র যাও ব'ল্‌ছি!

ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চলিয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পাটলিপুত্রের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি

মুরা ও চন্দ্রকেতু

মুরা। চন্দ্রকেতু! আজ চন্দ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে মগধে ফিরে আসছে। নগরে উৎসব নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রী চাণক্যের নিষেধ!

মুরা। সে কি! গুরুদেব তাঁর প্রিয় শিষ্যের বিজয়ে উৎসব কর্ত্তে নিষেধ করে' দিয়েছেন! এ কিরূপ বিচার?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রিবর যখন নিষেধ ক'রেছেন, তখন নিশ্চয়ই তার বিশেষ কোন কারণ আছে।

মুরা। এর কারণ চন্দ্রগুপ্তের বিজয়গৌরবে ব্রাহ্মণের ঈর্ষা।

চন্দ্রকেতু। সে বিজয়গৌরবের কে সূচনা করে' দিয়েছিল মা? ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার কর্ব্বেন না।

মুরা। ঐ বাদ্যধ্বনি। বৎস ফিরে আসছে। আমি যাই, প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়িয়ে প্রবেশসমারোহ দেখিগে' যাই!

দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রকেতু। আজ বহুদিন পরে বন্ধুর জয়দীপ্ত মুখখানি দেখ্‌তে পাবো। আজ আমার কি আনন্দ! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি কি পূর্ব্বজন্মে আমার ভাই ছিলে?

নেপথ্যে কোলাহল ও যন্ত্রসঙ্গীত

ক্রমে "জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়" ধ্বনি ঘন ঘন নিনাদিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। পরে পতাকাধারী ও সৈনিকগণসহ চন্দ্রগুপ্ত প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকেতু। এসো বন্ধু!

আলিঙ্গন করিতে উদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। (রুক্ষভাবে) চন্দ্রকেতু! আমার আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। কি আদেশ প্রিয়বর।

চন্দ্রগুপ্ত। যে, আমার আগমন উপলক্ষে নগরী আলোকিত হবে। এ আদেশ পেয়েছিলে?

চন্দ্রকেতু। পেয়েছিলাম?

চন্দ্রগুপ্ত। সে আদেশ পালিত হয় নাই কেন?

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীর নিষেধ ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত। তা পূর্ব্বেই অনুমান ক'রেছিলাম—চন্দ্রকেতু! মগধের মহারাজ আমি, না চাণক্য?

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু।

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তর দাও। মগধের মহারাজ আমি, না আমার মন্ত্রী?

চন্দ্রকেতু। মগধের মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। তবে?

চন্দ্রকেতু। প্রিয়বর—

চন্দ্রগুপ্ত। শুনে চাই না। মন্ত্রীকে ডাক।

চন্দ্রকেতু। শোন বন্ধু! বিশেষ—

চন্দ্রগুপ্ত। শুন্তে চাই না। আমি এই মুহূর্ত্তে তাঁর কৈফিয়ৎ চাই।

চন্দ্রকেতু। তিনি বল্লেন—

চন্দ্রগুপ্ত। তিনি যা বল্‌বেন, নিজে এসে বল্‌বেন। আজ এই মুহূর্ত্তে স্থির হ'য়ে যাক্—যে মগধের মহারাজ চাণক্য না চন্দ্রগুপ্ত?

চন্দ্রকেতু। অধীর হোয়ো না। শোন—

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু! তুমিও আমার অবাধ্য!—যাও!

চন্দ্রকেতু ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। ব্রাহ্মণের দম্ভ আমার ধৈর্য্যের শিখর ছাড়িয়ে উঠেছে।

একবার—না আগে—স্পর্দ্ধা!—আশ্চর্য্য। এবার আমি—না—আগে কৈফিয়ৎ শুনবো। অবিচার কর্ব্ব না।

পরিক্রমণ

চাণক্য ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশ

চাণক্য। মহারাজের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত। (শুষ্ক প্রণাম করিয়া) মন্ত্রিবর! আমি আজ আমার নগরে প্রবেশ উপলক্ষে নগরী আলোকিত কর্ব্বার আজ্ঞা দিয়েছিলাম। সে আজ্ঞা পালিত হয় নি কেন?

চাণক্য। আমি নিষেধ ক'রেছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) এর কারণ জান্তে পারি কি?

চাণক্য। প্রয়োজন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত। প্রয়োজন নাই!

চাণক্য। আমি যা' করেছি, উচিত বিবেচনা ক'রেছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তবু আমি কারণ জান্তে চাই।

চাণক্য। কারণ ব্যক্ত কর্ব্বার সময় হয় নি। যখন হবে, ব্যক্ত কর্ব্ব।

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রি! মগধের মহারাজ আমি!

চাণক্য সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রি! আমি ও ঔদ্ধত্য সহ্য কর্ব্ব না! এর বিচার কর্ব্ব।

চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত! তুমি উত্তেজিত হ'য়েছো—প্রকৃতিস্থ হও।

প্রস্থানোদ্যত

চন্দ্রগুপ্ত। মন্ত্রি!

চাণক্য ফিরিলেন

চাণক্য। বৎস!

চন্দ্রগুপ্ত। আমি জান্তে চাই যে, এ রাজ্যের রাজা আমি, না চাণক্য।

চাণক্য। মহারাজ—চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। কৈ! তা ত দেখ্‌ছি না। দেখ্‌ছি যে নিজের সাম্রাজ্যে আমি বন্দী, নিজের গৃহে আমি ভৃত্য! মন্ত্রী চাণক্য পাটলিপুত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে' রাজভোগ খাবেন, আর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তাই দেশ দেশান্তর থেকে আহরণ করে' এনে দেবে! ভারতবর্ষ মন্ত্রী চাণক্যের গুণগান গাইবে, আর সে গীতের উপাদান যোগাবে—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী চাণক্যের আদেশ অবতশিরে বহন কর্ব্বে, আর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞায় পদাঘাত কর্ব্বেন। এই যদি আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ হয়, তবে সে বন্ধন যত শীঘ্র ছিন্ন হয় ততই ভাল।

চাণক্য। মহারাজের অভিরুচি। চাণক্য যেচে এ মন্ত্রিপদ গ্রহণ করে নাই। এই মুহূর্ত্তে আমি অবসর গ্রহণ কচ্ছি।

চন্দ্রগুপ্ত। তার পূর্ব্বে আমি কৈফিয়ৎ চাই।

চাণক্য। আমি কৈফিয়ৎ দেব না।

চন্দ্রগুপ্ত। এতদূর!—সৈনিক! বন্দী কর।

সৈনিক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল

চন্দ্রগুপ্ত। সৈনিকগণ!

সৈনিকগণ অগ্রসর হইলে চাণক্য অতি প্রশান্তভাবে হস্তের সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

চাণক্য। শূদ্রের এতদূর স্পর্দ্ধা এখনও হয় নাই।—মহারাজ! এই আমি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ কর্লাম। (মন্ত্রীর প্রহরণ রাখিলেন)—মহারাজ! চাণক্য নিশ্চিন্ত বিলাসে রাজধানীতে ব'সে নাই। সে এই খানে বসে' একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য চালাচ্ছে। আর চাণক্যের রাজভোগ।—সে আহার করে—দুই মুষ্টি আতপ তণ্ডুল, শয়ন করে—অজিন শয্যায়। সে রাজ্যের চিন্তায় তৃতীয় প্রহর রাত্রে উন্মত্তের কুটীর-প্রাঙ্গণে পাদচারণ করে! আমি চল্লাম!—তোমার রাজ্য তুমি শাসন কর। (প্রস্থানোদ্যত; সহসা ফিরিয়া) হাঁ যাবার আগে বলে' যাই,

কেন আজ উৎসব নিবারণ করেছিলাম! ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের মন্ত্রী বিদ্রোহ-মন্ত্রণাকে উত্তাপ দিয়ে প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ রাত্রে উৎসবকালে তার দলস্থ লোক নগরী আক্রমণ কর্ব্বে মনস্থ ক'রেছে। তারা তোমার শয়ন-কক্ষে সুড়ঙ্গ কেটে তোমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য সেখানে অপেক্ষা কর্চ্ছে। আমি সৈনিক পাঠিয়েছি তাদের বধ কর্ত্তে। (প্রস্থানোদ্যত, পুনরায় ফিরিয়া) হাঁ, আরও এক কথা—বিজয়ী সেলুকস সিন্ধু নদ পার হয়েছে। শত্রু চারিদিকে সশস্ত্র, এখন উৎসবের সময় নয়। এই জন্য আমি আপাততঃ উৎসব স্থগিত রেখেছিলাম।

প্রস্থানোদ্যত

চন্দ্রকেতু। (তাঁহার পদতলে পড়িয়া) মার্জ্জনা করুন, গুরুদেব।

চাণক্য। কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর চাণক্য আর মন্ত্রিত্ব করে না।

প্রস্থান

চন্দ্রকেতু। মন্ত্রীকে অনুনয় করে' ফেরাও বন্ধুবর।

চন্দ্রগুপ্ত। কেন? যেখানে চাণক্য নাই সেখানে কি রাজ্য চলে না! এত অহঙ্কার!—মন্দ কি! আজ আমি মুক্ত। আজ আমি সত্যই মহারাজ।

চন্দ্রকেতু। উপদেশ শোন বন্ধু! তাঁকে হাতে পায়ে ধরে' ফেরাও।

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার উপদেশ চাই না চন্দ্রকেতু! তোমার অনুরোধে একবার চাণক্যকে ক্ষমা করেছিলাম! মহাভ্রম করেছিলাম। স্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণের! আমি মহারাজ! আমার কোন ক্ষমতা নাই। তাইকে ক্ষমা কর্ব্বার ক্ষমতাও নাই! আমি যেন রাজ্যের কেউ নই!—শুদ্ধ মহারাজের ভূমিকা অভিনয় করে যাচ্ছি। এ ব্যঙ্গ অভিনয়ের চেয়ে সরল দাস্যও ভাল।

চন্দ্রকেতু। কিন্তু গুরুদেব যা কর্চ্ছেন, তোমারই মঙ্গলের জন্য।

চন্দ্রগুপ্ত। সেই জন্যই কি ব্রাহ্মণ আমার ভাই নন্দকে হত্যা ক'রেছিলেন? তিনি আর কাত্যায়ন আমার অভাগা ভাইকে হত্যা করে

পৈশাচিক উল্লাসে তার মৃতদেহের উপরে তাণ্ডব নৃত্য ক'রেছেন। আমি দেখি নাই ?

চন্দ্রকেতু। কিন্তু তুমি ত তাঁর কাছে সিংহাসনের জন্য ঋণী ?

চন্দ্রগুপ্ত। ঋণী!—যা'ক্ অপ্রিয়বাক্য ব'লতে তুমি বেশ পটু তা জানি।

চন্দ্রকেতু। অপ্রিয় সত্য কথা বল্‌বার অধিকার এক বন্ধুরই আছে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে।

চন্দ্রকেতু কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন, পরে কহিলেন

চন্দ্রকেতু। আমার ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্ব্বেন মহারাজ। ভবিষ্যতে আর আমি মহারাজের সহিত বন্ধুত্বের স্পর্দ্ধা কর্ব্ব না। আজ আমি তবে বিদায় গ্রহণ করি। তবে যাবার পূর্ব্বে এক কথা বলে' যাই। মহারাজ, সম্পদে আমার বন্ধুত্ব উপেক্ষা করেন করুন। কিন্তু বিপদে যেন আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই। যদি আমার সাহায্যের মহারাজের কখন কোন প্রয়োজন হয়, এই প্রত্যাখ্যানজনিত লজ্জায় যেন তা চাইতে দ্বিধা না করেন। আমার জীবনে যদি মহারাজের কোন যৎসামান্য লাভ হয় ত এ জীবন চিরদিন হাস্যমুখে মহারাজের জন্য ঢেলে দিতে প্রস্তুত।

চন্দ্রকেতু চলিয়া গেলেন

চন্দ্রগুপ্ত কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পাঁচজন সশস্ত্র সৈনিক প্রবেশ করিল।
একজনের হস্তে ছিন্ন মুণ্ড। সে মুণ্ডটি চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইয়া কহিল

সৈনিক। মহারাজ! এই দলপতির মুণ্ড।

চন্দ্রগুপ্ত। কোন্ দলপতির ?

সৈনিক। পঁচিশজন ঘাতক মহারাজের শোবার ঘরে সুড়ঙ্গ কেটে অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে ছিল। মন্ত্রী মহাশয় তাদের বধ কর্ব্বার জন্য আমাদের সেখানে পাঠান। আমরা সেই পঁচিশজনকেই বধ ক'রেছি। এ সেই দলপতির মুণ্ড।

চন্দ্রগুপ্ত। (মুণ্ড দেখিয়া) এ ত রাজজ্যোতিষ বাচাল!—আচ্ছা যাও।

সৈনিকগণ চলিয়া গেল

চন্দ্রগুপ্ত। তাই ত ?

একজন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ

সৈন্যাধ্যক্ষ। মহারাজের জয় হোক।

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ ?

সৈন্যাধ্যক্ষ। বিদ্রোহীরা নগর আক্রমণ কর্ত্তে এসেছিল। আমাদের সতর্ক ও সশস্ত্র দেখে ফিরে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। কে তোমাদের সতর্ক থাক্‌তে ব'লেছিল ?

সৈন্যাধ্যক্ষ। মন্ত্রী মহাশয়।

চন্দ্রগুপ্ত একদৃষ্টে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন। সৈন্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। চন্দ্রগুপ্ত পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সেলুকসের শিবির। কাল—রাত্রি

সেলুকস ও কাত্যায়ন

সেলুকস। কিন্তু ছয় লক্ষ সৈন্য।

কাত্যায়ন। চাণক্য মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করায় তারা এখন বিশৃঙ্খল। আমি সংবাদ নিয়েছি সম্রাট্‌! আপনি আমায় বিশ্বাস করুন। এই আক্রমণের উপযুক্ত সময়—

সেলুকস। কিন্তু আমার সৈন্যসংখ্যা কম।

কাত্যায়ন। কোন ভয়ের কারণ নাই। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নন্দের পক্ষে নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন। তাঁরা নিশ্চিত সদলবলে গ্রীকসেনার সঙ্গে যোগ দেবেন।

সেলুকস। নিশ্চয়তা কি ?

কাত্যায়ন। আমি জানি এ নিশ্চিত। চন্দ্রকেতুর সৈন্য স্বরাজ্যে

ফিরে গিয়েছে। তারাও সম্ভবতঃ গ্রীক সৈন্যের সঙ্গে যোগ দেবে। এতক্ষণ যে দিচ্ছে না কেন তাই ভাবছি।

হেলেনের প্রবেশ

হেলেন। সকলেই তোমার মত বিশ্বাসঘাতক নয়, ব্রাহ্মণ!

সেল্যুকস। তুমি এ সময়ে এখানে কেন হেলেন!

হেলেন। আমি পার্শ্বকক্ষে পাঠ কর্চ্ছিলাম। মাঝে মাঝে এই ব্রাহ্মণের নিম্নস্বর শুন্তে পাচ্ছিলাম। আমার কৌতূহল হ'ল। বই বন্ধ ক'রে খানিক শুন্‌লাম। তারপর আর অন্তরালে থাকতে পার্লাম না! —ব্রাহ্মণ! তুমি বিশ্বাসঘাতক!

কাত্যায়ন। আমি!

হেলেন। একশত বার। যে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে' একটা জাতির উচ্ছেদ সঙ্কল্প করে—যে আজন্মসিদ্ধ স্নেহ, রাজভক্তি বিসর্জ্জন দিয়ে আততায়ীর সঙ্গে সন্ধি করে—যে শান্তির ক্ষেত্রের উপর দিয়ে রক্তের ঢেউ বহাতে চায়—যে শুধু সেই জাতির শত্রু নয়, সে সমস্ত মানবজাতির শত্রু, সে নিয়ম ও শৃঙ্খলার শত্রু, সে ধর্ম্মের শত্রু। ব্রাহ্মণ! পিতার স্তিমিত জিগীষাকে তুমি আবার বাতাস দিয়ে প্রজ্বলিত ক'রে তুল্‌ছো। দুইটি প্রকাণ্ড সভ্যজাতির মধ্যে পরিখা খনন কর্চ্ছ।* তোমার নরকেও স্থান হবে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু পাণিনি—

হেলেন। পাণিনি ত ব্যাকরণ।

কাত্যায়ন। তার মধ্যে বেদান্তসার।

হেলেন। তুমি মূর্খ!—দূর হও।

[illegible]

হেলেন। পিতা! এই ব্রাহ্মণের কাছে আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন

কর্চ্ছিলাম। স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এত বড় দুরাত্মা। যদি জান্তাম তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে তাকে দূর করে দিতাম।

সেলুকস। হেলেন!

হেলেন। বাবা!

সেলুকস। তোমার মাতা গ্রীক ছিলেন না হেলট ছিলেন?

হেলেন। আমার মাতা দেবী ছিলেন।

সেলুকস। তবে তাঁর কন্যা তুমি—গ্রীসের গৌরব খর্ব্ব কর্ত্তে চাও?

হেলেন। গ্রীসের গৌরব জগতে বিশৃঙ্খলা অত্যাচার নিয়ে আসায় নয় বাবা। গ্রীসের গৌরব—সক্রেটিস ও ডিমস্থিনিসে, প্লেটো ও আরিষ্টটলে, হোমার ও ইয়ুরিপিডিসে। গ্রীসের গৌরব—ফিডিয়াস্ ও লাইকর্গাসে, সাফো ও পেরিক্লিসে, হিরোডোটাস ও ইস্কাইলিসে। গ্রীসের গৌরব—অসভ্য ইয়ুরোপখণ্ডে সূর্য্যের মত কিরণ দেওয়ায়—যেমন ভারত আর্য্যযুগে এসিয়ায় আলো দিয়ে এসেছে। গ্রীস ও ভারত -সন্ধ্যার সূর্য্য ও পূর্ণচন্দ্রের মত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আকাশ বিভাগ করে নিয়েছে! তাদের সঙ্ঘাতে যে প্রলয় হবে।—যুদ্ধ ত হত্যার ব্যবসা।

সেলুকস। মিল্টাইডিস, লিয়নিডাস্ তবে এই হত্যার ব্যবসা কর্ত্তেন!

হেলেন। তাঁরা এ ব্যবসা নিয়েছিলেন আক্রান্ত দেশকে বাঁচাতে, দেশে অগ্নিদাহ, দস্যুর লুণ্ঠন নিবারণ কর্ত্তে, শান্তির শুভ্র বৈজয়ন্তী রক্ষা কর্ত্তে—কেড়ে নিতে নয়।

সেলুকস। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না।

হেলেন। বাবা! যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষার্থে অনিবার্য্য হয়—যুদ্ধ করুন। কি কর্ব্বেন, উপায় নাই। কিন্তু যুদ্ধ কর্ব্বেন—শান্তি রক্ষা কর্ত্তে, শান্তি ভঙ্গ কর্ত্তে নয়। একটা জাতি সুখে শান্তির ক্রোড়ে নিদ্রা যাচ্ছে, আপনি চাচ্ছেন সেই নিদ্রা ভঙ্গ কর্ত্তে। নিশ্চিন্ত হৃদয়ে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলছেন, একটা মহা সভ্যতার কণ্ঠরোধ কর্ত্তে। এ কি উচিত হচ্ছে বাবা?

সেলুকস। আমি কন্যার বক্তৃতা শুন্তে চাই না। ছেলে বেলায় মায়ের বক্তৃতা শুনেছি, বুড়ো বয়সে কি কন্যার বক্তৃতা শুন্তে হবে? আরিষ্টটল বলেন—

হেলেন। আঃ! একদিকে আরিষ্টটলের অকথিত উক্তি, আর একদিকে পাণিনির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—জ্বালাতন! মাঝে মাঝে আমার আত্মহত্যা কর্ত্তে ইচ্ছা হয়।

সেলুকস। কেন হেলেন?

হেলেন। বাবা! এই মত্ত বিশ্বপরিবারকে বিদ্বেষ অহঙ্কার যেরূপ পৃথক ক'রেছে, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র সেরূপ ভিন্ন করে নাই।

সেলুকস। যাও, ও কথা আমি শুন্তে চাই না—ধাত্রী।

ধাত্রীর প্রবেশ

সেলুকস। কন্যার কাছে থাকো। শুতে যাও হেলেন!

প্রস্থান

হেলেন। (ক্ষণেক ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া) হিংসা সহস্র ফণা বিস্তার করে' ধেয়ে আস্‌ছে। আর সংসার দৃষ্টিমুগ্ধবৎ তার পানে চেয়ে আছে। —কোন উপায় নাই। চল ধাত্রী।

নিষ্ক্রান্ত

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—গ্রীস, গ্রামে একটি নির্জ্জন কুটীর-কক্ষ। কাল—প্রভাত

আন্টিগোনস্‌ ও তাহার মাতা কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া আসিলেন

আন্টিগোনস্‌। না, আমি তোমার হাতে জলগ্রহণ কর্ব্ব না। আমি শুদ্ধ জান্তে এসেছি আমার পিতা কে?

মাতা। আমি তোমার মা—স্নেহের কি কোন ঋণ নাই?

আন্টিগোনস্‌। স্নেহের ঋণ!—(সব্যঙ্গহাস্যে) উত্তম! আমাকে

ঘৃণিত ভিক্ষুক করে' জগতে এনে, পরে এক মুষ্টি অন্নের জন্য পশুর মত হাটে বিক্রয় করে' তার পর স্নেহের দাবী কর! লজ্জা করে না!

মাতা। আমার অন্যায় হ'য়েছিল। কিন্তু তার কি মার্জ্জনা নাই? তুই কি বুঝ্‌বি বৎস, ক্ষুধার সে কি জ্বালা, যার তাড়নায় উন্মাদ হ'য়ে এমন কাজ ক'রেছিলাম। তার পর—কত দীর্ঘ দিবস, কত সুপ্তিহীন রজনী উষ্ণ অশ্রুজলে অভিষিক্ত ক'রেছি। ঐ মুখখানি স্মরণ ক'রেছি, আর চক্ষে জগৎ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে! সেই ক্রীত অন্নমুষ্টি মুখে তুলেছি আর তা আমার উষ্ণ নিশ্বাসের তাপে ভস্ম হ'যে গিয়েছে!—ক্ষুধার কি জ্বালা তা তুই কি বুঝ্‌বি! তুই কি বুঝ্‌বি!

আণ্টিগোনস্‌। আর তুমি কি বুঝ্‌বে এই অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা, এই মানসিক ব্যাধির মর্ম্মপীড়া, যার ব্যঙ্গে ক্ষিপ্ত হ'যে উল্কাবেগে আমি পৃথিবীময় ঘুরে বেড়িয়েছি। সিংহের গর্জ্জন, ব্যাঘ্রের ব্যাদন, অগ্নির জিহ্বা, করকার প্রপাত, শত্রুর খড়্গ তুচ্ছ ক'রে ছুটেছি -যার তাড়নায় অর্দ্ধেক পৃথিবী ঘুরে তোমার কাছে এসেছি। আমি নিজের শৌর্য্যে সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়েছি—কিন্তু তুমি যে কলঙ্কের ছাপ আমার ললাটে দেগে দিয়েছিলে, সে কালিমা গেল না!—বল নারী! আমার পিতা কে?

মাতা। বল্‌ছি। বিশ্রান্ত হও।

আণ্টিগোনস্‌। কোন প্রয়োজন নাই।—আমার পিতা কে?

মাতা। (অর্দ্ধস্বগত) সেই মুখখানি! কতবার, স্বপ্নে এই মুখখানি দেখেছি। কতবার তাকে বক্ষে রেখে কম্পিত স্নেহে বার বার চুম্বন ক'রেছি। কতবার—

আণ্টিগোনস্‌। আমার পিতা কে?

মাতা। তোমার পিতা কে জানবার জন্যই তোমার আগ্রহ—আমি কি তোমার কেউ নই!

আণ্টিগোনস্‌। না, কেউ নও। সে বন্ধন নিজহস্তে ছিন্ন ক'রেছ।

সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা পৈশাচিক কাজ ক'রেছ! মা হ'য়ে সন্তান বিক্রয় ক'রেছ!

মাতা। তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। যদি ক্ষমা না করিস্ একবার আমায় মা ব'লে ডাক—একবার একবার—

আণ্টিগোনস্। নারীর ক্রন্দন শুনবার জন্য এখানে আসি নি। —বল নারী, আমার পিতা কে?

মাতা। আমি তোর কেউ নই?

আণ্টিগোনস্। কেউ নও।

মাতা। তবু আমি তোকে গর্ভে ধ'রেছিলাম, স্তন্যপান করিয়েছিলাম, বুকে করে' ঘুম পাড়িয়েছিলাম!

আণ্টিগোনস। অনুগ্রহ! গলা টিপে সন্তানকে বধ কর নি—অসীম করুণা! কেন বধ কর নি? বিক্রয় করার চেয়ে যে তাও ছিল ভাল।

মাতা। বৎস!

আণ্টিগোনস্। আমার পিতা কে? বল শীঘ্র। নইলে—আমি উন্মাদ। - আমার পিতা? পিতা কে?

মাতা। উত্তম! তবে শোন। আমি তোমার কাছে তোমার পিতার নাম এতদিন বলি নাই, কারণ তোমার পিতার নিষেধ ছিল। যখন আমাদের বিবাহ হয়—

আণ্টিগোনস্। বিবাহ হয়!

মাতা। তখন আমার বয়স পনর বৎসর। তিনি যা বুঝিয়েছিলেন, তাই বুঝেছিলাম।—আমাদের বিবাহ গোপনে হ'য়েছিল!

আণ্টিগোনস্। বিবাহ হ'য়েছিল!

মাতা। তার পরে তিনি এক অভিজাত বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা বিবাহ করে' আমায় পরিত্যাগ করেন—হা রে কঠিন পুরুষ!

আন্টিগোনস্। বিবাহ হ'য়েছিল!—হেলেন! তোমায় পাবার আশা তবে একান্ত দুরাশা নয়।—সেলুকস!—কি চম্‌কালে যে?

মাতা। কার নাম কর্চ্ছ?

আন্টিগোনস্। কেন! সেলুকস।

মাতা। সে নাম তুমি জান্‌লে কেমন করে'। আমি ত এখনও বলি নাই।

আন্টিগোনস্। আমি জান্‌লাম কেমন করে'! আমি যে তাঁরই অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলাম।

মাতা। (সাগ্রহে) তাঁর অধীনে? তবু চিন্তে পার নি!

আন্টিগোনস্। (সাশ্চর্য্যে) চিন্তে পারি নি।

মাতা। তিনিও চিন্তে পারেন নি! সে যে কঠিন পুরুষ। সন্তান চেন না! আমি ত লক্ষ ছেলের মধ্যে নিজের ছেলেটিকে বেছে নিতে পারি—সে যত বড়ই হোক, তাকে যতদিনই না দেখি

আন্টিগোনস্। কি বলছ নারী?—উন্মাদিনীর মত কি বকে' যাচ্ছ?

মাতা। না না, আমি উন্মাদিনী নই।—যদিও এখনও যে উন্মাদ হ'য়ে যাই নাই কেন, জানি না। তিনি সম্রাট্—আর আমি তাঁর ধর্ম্মপত্নী, তাঁর মহিষী—পথের ভিখারিণী—পেটের জ্বালায় যার সম্মান বিক্রয় কর্ত্তে হয়।

ক্রন্দন

আন্টিগোনস্। (অর্দ্ধস্বগত) সে কি! তবে কি—

মাতা। বৎস, এই সেলুকসই তোমার পিতা!

আন্টিগোনস্ দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। পরে তাঁহার মাতার পদতলে পড়িয়া কহিলেন—

আন্টিগোনস্। মা, আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার উপর রূঢ় হ'য়েছি—অভাগিনী পরিত্যক্তা মা আমার!

মাতা। না, সে তাঁর কাছে। আমি অভাগিনী পরিত্যক্তা—

তাঁর কাছে। তোর কাছে আমি শুধু—মা। আর একবার মা বলে' ডাক্! সব যন্ত্রণা, সব, সব ভুলে যাই—ভুলে গিয়ে শুধু সেই ডাক শুনি।

আন্টিগোনস্। তুমি রাজমহিষী, তোমার এই দশা মা!

মাতা। শুধু মা।' শুধু মা। আর কিছু না। আর কিছু না। মা বলে' ডাক্—মা বলে ডাক!

আন্টিগোনস্। মা আমার—

মাতা। আর একবার—আর একবার!

আন্টিগোনস্। একি! তোমার পা টলছে। তুমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছ না—চল মা, তোমায় শুইয়ে রেখে তোমার পদসেবা করি মা!

মাতা। বৎস আমার! আর একবার ডাক্।

মাতা। এই স্বর্গ!—আমার মাথা ঘুর্চ্ছে!—বৎস!—আন্টিগোনস্ কোথা তুই!

হস্ত প্রসারিত করিলেন

আন্টিগোনস্। এই যে মা—এই যে—

আন্টিগোনস্ তাঁহার পতনোন্মুখ মাতাকে ধরিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার স্কন্ধে ভর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি

চন্দ্রগুপ্ত একাকী

চন্দ্রগুপ্ত। শেষে আমারই প্রজা, আমারই সৈন্য—বিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছে!—বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু। আর রক্ষা নাই। এ প্রকৃতির প্রতিশোধ। হিতৈষীকে শত্রুজ্ঞান ক'রে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করেছি। এ নির্ব্বাসন বৈ আর কি! বড় অভিমানে বন্ধুবর আমায়

ছেড়ে চলে' গিয়েছে। সেই দিনের তার অভিমানে ছল-ছল চক্ষু দুটী মনে পড়ে। তার অর্থ—"এত অকৃতজ্ঞ তুমি চন্দ্রগুপ্ত! তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, সৈন্য দিয়েছিলাম, তোমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম, তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছি, মগধের সিংহাসনে বসিয়েছি। তার এই পুরস্কার।"—চন্দ্রকেতু! যদি এখন তোমার দেখা পেতাম, পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইতাম—ব'লতাম, "সাম্রাজ্য যাক্, জীবন যাক্,—তুমি ক্ষমা কর, শুনে যাই।" যাক্, সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাক্— আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেবো। মগধ সাম্রাজ্য মেঘের প্রাসাদের মত শূন্যে মিলিয়ে যাক্। আমি ক্ষুব্ধ নই।

একজন সৈনিকের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। কি সংবাদ সৈনিক?

সৈনিক। মহারাজ! দুর্গের দক্ষিণ প্রাকার ভগ্ন হ'য়ে গিয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত। উত্তম! যাও।—কি! চেয়ে রয়েছো যে—যাও।

সৈনিক। শত্রুসৈন্য দুর্গে প্রবেশ কর্চ্ছে।

চন্দ্রগুপ্ত। করুক—যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। আমি যুদ্ধ কর্ব্ব না। আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেব। আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

অপর সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ—

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি? চলে' যাও।

সৈনিক। শত্রু—

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে? শত্রু কেউ নয়। তারা পরম মিত্র। আসতে দাও।—যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। শত্রু কে, মিত্র কে, চিনি না। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু। প্রকাণ্ড নদীর মাঝখানে ঝড় উঠেছে। এ তরীর কর্ণধার নাই। সে এই তরঙ্গে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে দোল খাচ্ছে। দে দোল্ দে দোল! ডোবে—আর দেরি নাই। কেমন মজা! চাণক্য নাই যে মন্ত্রণা দেবে, চন্দ্রকেতু নাই যে প্রাণ দেবে। দে দোল্ দে দোল!

তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। আবার!

সৈনিক। মহারাজ!

চন্দ্রগুপ্ত। কে মহারাজ? মহারাজ এখানে কেউ নাই। (কঠোরস্বরে) যাও।

সৈনিকের প্রস্থান

বাহিরে শৃঙ্গনিনাদ

চন্দ্রগুপ্ত। ও কি শব্দ? এত রাত্রে তূরীধ্বনি! এ কি! এ যে যুদ্ধের কোলাহল। যুদ্ধ। কার সঙ্গে কার যুদ্ধ!—ঐ আবার রণতূরীর শব্দ! চন্দ্রগুপ্ত! তুমি জীবিত না মৃত? এই তূর্য্যধ্বনি শুনেও তুমি নির্জ্জীবভাবে গৃহে বসে'! ঐ তোমার সৈন্য যুদ্ধ কর্চ্ছে—প্রাণ দিচ্ছে, আর তুমি গৃহকক্ষে বসে'! ওঠো বীর! এই অগাধ নৈরাশ্যের উপর দিয়ে একবার বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়ে চলে' যাও দেখি। এই প্রভঞ্জনের হুঙ্কারের উপর তোমার ভীম বজ্রনাদ গর্জ্জে' উঠুক—তার পর সব প্রলয়কল্লোলে মিশে যাক্—জয় মগধের জয়!

মুরার প্রবেশ

মুরা। চন্দ্রগুপ্ত!—এ কি!

চন্দ্রগুপ্ত। মা! বিদায় দাও। আমি যাচ্ছি।

মুরা। কোথায়!

চন্দ্রগুপ্ত। যুদ্ধে। যুদ্ধে মর্ব্ব—পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত আমায়

খুঁচিয়ে মার্ত্তে দেব না। যুদ্ধক্ষেত্রে নক্ষত্রখচিত মুক্ত নীল আকাশের তলে আমার সৈন্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্ব্ব।

মুরা। মর্ব্বে কেন বৎস। শত্রু এসেছে যুদ্ধ কর। বীর তুমি—মর্ব্বে কেন।

চন্দ্রগুপ্ত। তদ্ভিন্ন উপায় নাই। বাইরে শত্রু, ঘরে শত্রু! কে শত্রু, কে মিত্র, চিনি না। শত্রুসৈন্য এক সমুদ্র—

মুরা। তথাপি—

চন্দ্রগুপ্ত। এর মধ্যে "তথাপি" নাই। আমি মস্তক চাই। ঐ যুদ্ধের কোলাহল।—সৈনিক!

সৈনিকের প্রবেশ ও অভিবাদন

চন্দ্রগুপ্ত। এক্ষণেই যুদ্ধে যাব। পার্শ্বরক্ষীদের আজ্ঞা দাও। ঐ পুনঃ পুনঃ রণতূরীর শব্দ!—যাও।

সৈনিকের প্রস্থান। নেপথ্যে 'জয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়'

চন্দ্রগুপ্ত। ও কি! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়! আমি কি স্বপ্ন দেখছি!—না, এ শত্রুর ব্যঙ্গ জয়ধ্বনি! মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়—চাণক্য আর চন্দ্রকেতুর সঙ্গে নির্ব্বাসিত হ'য়েছে। ঐ আবার আরও কাছে! আরও কাছে! এ কি, এ কি কানের কাছে!—এ যে পরিচিত স্বর!——এরা কারা!

পিছাইলেন

রক্তাক্ত দেহে চন্দ্রকেতু, ছায়া ও চাণক্যের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। স্বপ্ন! স্বপ্ন!

চন্দ্রকেতু। এইছি বন্ধু—গুরুদেবকে পায়ে ধ'রে নিয়ে এসেছি। আর কোন ভয় নেই!

"গুরুদেব রক্ষা করুন" বলিয়া মুরা চাণক্যের পদতলে পড়িলেন।

ছায়া মুরাকে উঠাইলেন

চাণক্য। ওঠো মুরা! চাণক্য সব পারে; কেবল মরা মানুষ ফিরিয়ে আন্তে পারে না—কোন ভয় নাই চন্দ্রগুপ্ত! ওঠো। এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধে অগ্রসর হও। গ্রীকের সাধ্য চাণক্যের সৃষ্টি ব্যর্থ করে!

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছো কেন?—এসো এই বিপদে একবার কাঁধে কাঁধ দিয়ে, দৃঢ়পদে দাঁড়াই। এই যুগ্ম বক্ষের উপর যদি পর্ব্বত ভেঙ্গে পড়ে, সে পর্ব্বতও চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রকেতু!—বন্ধু!—ভাই!

সবলে আলিঙ্গন করিলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—মগধে চন্দ্রকেতুর গৃহ। কাল—রাত্রি

ছায়া ও সঙ্গিনীগণ

ছায়া। নাচো, গাও। আমিও আজ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হ'য়েছেন। কি আনন্দ!

১ম সখী। সখি। তুমি তাঁর যে জয়গান গাও, তিনি কি তা শুনে পান?

ছায়া। আমার গানে আমার আনন্দ, তাঁর কি। যখন বসন্ত আসে, তখন লক্ষ্য ক'রেছো কি সখি যে, মারুতহিল্লোলে প্রকৃতি পত্রপুষ্পে আপনি শিহরিত হ'য়ে উঠে—কেউ দেখে কি না দেখে, তার কিছু যায় আসে না; কুঞ্জে কোকিল আপনিই গেয়ে ওঠে—কেউ শোনে কি না শোনে তাতে তার কিছু যায় আসে না। তারা নিজের সুখে নিজে পূর্ণ।

২য় সখী। তুমি তাঁকে যে ভালবাস, তার প্রতিদান চাও না?

ছায়া। আমার প্রেম আমার সম্পত্তি। আমার প্রেম নিজেই পূর্ণ। সেই প্রেমে আমি মগ্ন আছি। তাঁকে দেখবার অবকাশ পাই না।

৩য় সখী। আশ্চর্য্য! তিনি তোমায় ভালবাসেন না! অথচ তুমি তাঁর জীবন রক্ষা ক'রেছ—নিজের জীবন তুচ্ছ করে'।

ছায়া। সখি, যদি আমার সহস্র জীবন থাকত, তাও আমি অনায়াসে তাঁর চরণে ঢেলে দিতাম! দুঃখ এই যে, তাঁকে দেবার মত আমার কিছু নাই।

সখি। কি নাই?

ছায়া। আমার রূপ নাই।

৩য় সখী। কে বলে তোমার রূপ নাই।

ছায়া। যদি আমার রূপ থাকত, তিনি আমায় একবার চেয়েও দেখ্‌তেন। আমার ইচ্ছা হয় যে, বিশ্বে যত সৌন্দর্য্য আছে—সব আমাকে আশ্রয় করুক, আর আমি সেই সৌন্দর্য্য রাশি গোমুখীর ধারার মত অশ্রান্তধারে তাঁর পায়ে ঢেলে দিই। কিন্তু আমার কিছু নাই।

১ম সখী। তোমার অমূল্য হৃদয় আছে।

ছায়া। পুরুষ তা চায় না, চায় নারীর রূপ।

২য় সখী। নির্ব্বোধ পুরুষ।

ছায়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন

ছায়া। না, তোমরা আমায় কাঁদাবে।—না। আজ মহোৎসব। উৎসব কর, উৎসব কর—যতক্ষণ তোমাদের জাগরণম্লান মুখের উপর প্রভাতসূর্য্যের কনকরশ্মি এসে না পড়ে, যতক্ষণ বিহঙ্গমের কলরব তোমাদের ক্ষীণায়মান কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে মিশে না যায়।— গাও।

নৃত্যগীত

আজি এ মহাগীত মত্ত আনন্দ
বাজে মৃদঙ্গ গভীর ছন্দে,
পাল তুলে দাও, ভেসে যাক শুভ্র সাগরে জীবন তরণী
উল্লসি' উচ্ছলি উঠুক নৃত্য,
করুক সন্ধি জীবন মৃত্যু,
স্বর্গ নামিয়া আসুক মর্ত্ত্যে, স্বর্গে উঠুক ধরণী।

চঞ্চল চল চরণভঙ্গে
উঠুক লাস্য অঙ্গে অঙ্গে
ফুটুক হাস্য সরস অধরে ; ছুটুক ভাতি নয়নে
উঠিয়া গীত মধুর মন্দ্র
লুটিয়া নিচোল সুষমা চন্দ্র ;
অসহ পুলকে উঠুক 'শিহরি' ধরণী চরণ-ধরণে।

পরে মুরার প্রবেশ

মুরা। ছায়া! ছায়া!—উৎসবে মত্ত।—অভাগিনী এখনও জানে না যে, যুদ্ধে তার ভাই চন্দ্রকেতুর মৃত্যু হ'য়েছে।—কিন্তু যখন জানবে—না, সে দুঃসংবাদ আমি দেই কেন? জগতে দুঃসংবাদ বহন ক'রে এনে দেবার জন্য লোকের অভাব নাই। (অগ্রসর হইয়া) ছায়া!

ছায়া। (চমকিয়া) কে?—মা!

মুরা। ছায়া! সংবাদ আছে।

ছায়া। কি মা?

মুরা। ছায়া, এতদিনে আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। (ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) মা! তুমি আমার ভাবী পুত্রবধূ—ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী।

ছায়া। রাজমাতা! ছায়া চন্দ্রগুপ্তের পত্নীত্ব আর ভারতের সম্রাজ্ঞীত্ব সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে। চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সম্রাট্—ছায়াও রাজকন্যা। উপহাসের প্রয়োজন নাই।

মুরা। সে কি ছায়া! আমি তোমার সঙ্গে উপহাস কখন ক'রেছি? এ সত্য কথা মা!

ছায়া। (অর্দ্ধ স্বগত) সত্য কথা! সত্য কথা!—এ যে আমার ধারণার অতীত। এ নিষ্ঠুর সৌভাগ্য—এ যে, এত আকস্মিক! এত তীব্র—এ যে অসহ্য! মা! মা! (মুরার বক্ষে পড়িয়া ক্রন্দন)

মুরা। ও কি! কাঁদ্‌ছো কেন মা?

ছায়া। না মা কাঁদবো না—দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কর।—একি! আকাশ আরও নীল, আরও গাঢ়, আরও উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে। পৃথিবী মন্দার সৌরভে ভরে' গেছে। বাতাস বীণার ঝঙ্কারে ছেয়ে গেছে। একি!—আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে! আমি কুসুম শয্যায় শুয়ে আছি। না মলয়হিল্লোলে ভেসে যাচ্ছি!—কোথায় আমি—কোথায় তুমি প্রিয়তম। কোথায় তুমি প্রাণাধিক! এই যে, এই যে আমার চন্দ্রগুপ্ত (সহসা জানু পাতিয়া) প্রাণেশ্বর! জীবন সর্ব্বস্ব। দেবতা আমার! ক্ষমা কর। অনেক রূঢ় কথা ব'লেছি। অভাগিনী পিতৃমাতৃহীনা বালিকা আমি। শতদোষ আমার! ক্ষমা কর। (ঊর্দ্ধে যুক্তপানি উঠাইয়া) ঈশ্বর এই কর—যেন এ স্বপ্ন না হয়। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া রহিলেন।

চাণক্যের প্রবেশ

চাণক্য। মুরা—একি! এ সব কি?

মুরা। বিজয়োৎসব।

চাণক্য। ওঃ! (কিয়ৎকাল একদৃষ্টিতে ছায়ার প্রতি চাহিয়া সদীর্ঘ নিশ্বাসে) যাক্। মুরা, আমি সন্ধি ক'রেছি। এখনও সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয় নাই।

মুরা। কি সন্ধি গুরুদেব!

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে ৫০০ হস্তী দিবেন, বিনিময়ে সেলুকস হিন্দুকুশের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সমস্ত বিজিত রাজ্য চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ কর্‌বেন আর সন্ধিরক্ষার জামিন স্বরূপ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকসের কন্যার বিবাহ হবে।

মুরা। সে কি! না গুরুদেব, আমি সম্রাটের কন্যা চাই না। (ছায়াকে বক্ষে টানিয়া লইয়া) এই আমার পুত্রবধূ।

চাণক্য। এই চাণক্যের মন্ত্রণা।

মুরা। কিন্তু এই বেচারী—

চাণক্য। রাজ্যের কল্যাণে ছায়া নিশ্চয় তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিতে পারে।

প্রস্থান

মুরা। ছায়া!—একি—মুখ ছাইয়ের মত পাংশু, নিষ্প্রভ চক্ষে স্থির দৃষ্টি, বিভক্ত ওষ্ঠে অব্যক্ত বেদনা; নিশ্চল পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে।—অভাগিনী মা আমার!

প্রস্থান

ছায়া। তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুমি কি জানবে ব্রাহ্মণ! না, পুরুষের কাছে নারীর সুখ দুঃখ, নারীর জীবনই তুচ্ছ। ঈশ্বর! এ কি কর্লে? এ যে এক সঙ্গে প্রেম ও মৃত্যু, আশা ও নৈরাশ্য, স্বর্গ ও নরক। পৃথিবী ঘুর্চ্ছে! আকাশে এক একটা নক্ষত্র সূর্য্যের মত জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। একটা যশোগাথা মৃদঙ্গের তালে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে যাচ্ছে। ঐ! ঐ! (ঊর্দ্ধে চাহিয়া বসিলেন)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দের পূর্ব্বকথিত প্রমোদোদ্যান। কাল—রাত্রি

সেলুকস ও হেলেন

সেলুকস। বর্ব্বর চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে গ্রীক সম্রাট, সেলুকসের কন্যার বিবাহ! আমি এই হেয় সন্ধি দিয়ে মুক্তি ক্রয় কর্ব্ব না। কখন না।

হেলেন। বাবা! আর দর্প শোভা পায় না। অপমানের চূড়ান্ত হ'য়েছে। এখনও শির উঁচু ক'রে আছেন! লজ্জা নাই!

সেলুকস। কিসের লজ্জা?—আক্রমণ ক'রেছিলাম, বিফল হ'য়েছি।

হেলেন। কে আক্রমণ কর্ত্তে ব'লেছিল?—কি অপরাধ ক'রেছিলেন এই চন্দ্রগুপ্ত? তিনি গ্রীকের সঙ্গে বিবাদ খুঁজে নেন নাই। তিনি নির্ব্বিরোধে সিন্ধুর পরপারে রাজত্ব কর্চ্ছিলেন।—আপনার সইলো না। আমি নিষেধ ক'রেছিলাম। উত্তম হ'য়েছে!

সেলুকস। তুমি বিজাতির বিজয়ে উল্লসিত হ'য়েছ বোধ হয়?

হেলেন। কেন হব না। গ্রীক হেরেছে, কিন্তু ধর্ম্ম জয়ী হ'য়েছে। বাবা! যে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে যায়—সে বাইরের শত্রু হোক্ বা সেই রাজ্যের প্রজা হোক্—সে মহাপাতকী। শত শত মাতাকে পুত্রহীনা, বালিকাকে পিতৃহীনা, সতীকে পতিহীনা করা—দেশে একটা আতঙ্ক জাগিয়ে তোলা—শুধু একটা বিজয়-গৌরবের উদ্দেশ্যে, একটা উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়নায়, শুদ্ধ একটা খেয়ালের জন্য—এর চেয়ে মহাপাপ আছে?

সেলুকস। তবে আমি সেই পাপী।

হেলেন। তার ফলভোগ কর্চ্ছেন।

সেলুকস। যুদ্ধে জয় পরাজয় আছেই। এবার পরাজিত হ'য়েছি! আবার—যদি মুক্তি পাই—

হেলেন। বিজয়ী বর্ব্বরের দয়ার উপর নির্ভর করে? কোথায় গেল সে প্রতিজ্ঞা—হয় জয়, না হয় মৃত্যু? লজ্জা করে না?—ওঃ! কি অধঃপতন!

সেলুকস। হেলেন! তোমার মুখে এই কথা! এই আমার দুর্গতির চরম সীমা। আর কি হ'তে পারে। যখন নিজের কন্যা—যে মাতৃহীনা বালিকাকে আমি বক্ষে করে' ঘুম পাড়িয়ে নিজের হাতে খাইয়ে মানুষ ক'রেছি—এই বিজয় যাত্রায় সব ছেড়ে এসেছি, শুদ্ধ তাকে ছেড়ে আসতে পারি নি—আজ সে কন্যাও—না, ভাগ্য-বিপর্য্যয় বটে! (কম্পিত স্বরে) এ পরাজয়-শল্য আমার বক্ষে তত বাজে নি কন্যা—যত—

অধোমুখ হইলেন

হেলেন। না বাবা! অন্যায় ক'রেছি, মার্জ্জনা করুন।

সেলুকস। না হেলেন, অন্যায় আমার! আমায় ক্ষমা কর।

হেলেন। না বাবা, অন্যায় আমার। কিন্তু বড় অভিমানে, বড় জ্বালায় জ্বলে' এ কথা ব'লেছি। পুত্রের প্রতি মাতার ক্রোধ। এ তিক্ত হলাহল অনন্ত সুধা-সমুদ্র মন্থন করে উঠেছে। না বাবা! আপনি মুক্ত হোন—মুক্ত হয়ে গ্রীকের এই অপমানের প্রতিশোধ নেন। আমি আপনাকে মুক্ত কর্ব্ব। আমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্ব্ব।

সেলুকস। না কন্যা—আমার মুক্তির জন্য সে মূল্য দিব না।

চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। তার প্রয়োজন নাই বীরবর! গ্রীক সম্রাট্! আপনি মুক্ত! ইচ্ছা হয় আবার মগধ আক্রমণ কর্বেন—চন্দ্রগুপ্ত তার জন্য প্রস্তুত থাকবে।—যান বীরবর! যান রাজকন্যা! আপনারা মুক্ত।—রক্ষী!

সেলুকস। সে কি।

চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট্! এই হিন্দুজাতি বর্ব্বর নয়। তারাও পুরুর প্রতি সেকেন্দার সাহার সৌজন্যের উত্তর দিতে জানে। দেশে চ'লে যান বীরবর! আপনি মুক্ত। —রক্ষী!

রক্ষিগণের প্রবেশ

চন্দ্রগুপ্ত। এঁরা মুক্ত। তবে আসি সম্রাট্।

প্রস্থানোদ্যত

সেলুকস। (সাশ্চর্য্যে) ভারত-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি মহৎ! তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা ক'রেছিলে! আমি তা ভুলি নাই। আজ তুমি বিনা সর্ত্তে আমাদের মুক্ত ক'রে দিলে! এও আমি ভুলবো না। ভারত-সম্রাট্! আমি প্রস্তাবিত সন্ধির সমস্ত সর্ত্তে সম্মত আছি। যে

সাম্রাজ্যখণ্ড ছেড়ে দিলাম, তা পারি ত বাহুবলে আবার জয় কর্ব্ব। কিন্তু তোমায় কন্যা দিতে পারি না। কারণ তুমি হিন্দু।

হেলেন। হিন্দুও মানুষ।

সেলুকস। হেলেন!

এই বলিয়া সেলুকস সবিস্ময়ে হেলেনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হেলেন শির অবনত করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। বুঝেছি রাজকন্যা! এ আমার মহৎ সম্মান—মাথা পেতে নিচ্ছি। (সেলুকসকে) কিন্তু বীরবর! আমি এ ভিক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে অক্ষম। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, আমি আপনার কন্যার প্রেমমুগ্ধ। আর সে আজ প্রথম দিন নয়। যে দিন আমার কৈশোর ও যৌবন সন্ধিস্থলে, সিন্ধুনদতটে নিদাঘের সমুজ্জ্বল সন্ধ্যালোকে, ঐ শান্ত মুখচ্ছবি দেখেছিলাম, সেই দিন থেকে ঐ মুখ আমার সমস্ত ধ্যান অধিকার করে' আছে, আমার কল্পনাকে তারস্বরে বেঁধে দিয়েছে। আমার সে যৌবনের স্বপ্ন যে কখন সফল হবে, আমার মানস প্রতিমা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে যে কখন আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে, সে দুরাশা আমি কখন করি নাই। আজ সে গৌরব, সে উৎসব, সে স্বর্গ, আমার মুষ্টিগত হ'য়েও আমার কঠিন স্পর্শে সরে গেল।—না—সম্রাট্, আমার বন্ধুবর চন্দ্রকেতু মৃত্যুকালে তাঁর ভগ্নী ছায়াকে আমার করে সমর্পণ করে' গিয়েছেন। এ তাঁর অন্তিম কালের অনুরোধ। আমি নিরুপায়। ভারতের ভাবী সম্রাজ্ঞী মলয়রাজ দুহিতা ছায়া।

সহসা ছায়ার প্রবেশ

ছায়া। সম্রাটের অনুকম্পা। কিন্তু ছায়া এই অনুগ্রহ-দত্ত সম্মানের ভিখারিণী নয়। ভারত-সম্রাটের যোগ্য মহিষী—এই গ্রীক সম্রাটের কন্যা হেলেন। (হেলেনকে) বড় সুভাগিনী তুমি বোন, যে মহারাজ

চন্দ্রগুপ্ত তোমার অনুরাগী। আমি স্বচ্ছন্দমনে আমার হৃদয়ের নিধি আমার সর্ব্বস্ব—তোমায় দান কর্লাম—নাও বোন।

এই বলিয়া ছায়া অসংযত পদক্ষেপে হেলেনের কাছে গিয়া তাঁহার করধারণ করিয়া স্থিরমূর্ত্তি চন্দ্রগুপ্তের করে যোজিত করিয়া কহিলেন—

এ অমূল্য রত্ন তোমার বক্ষে ধারণ কর! এ আমার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় মুহূর্ত্ত। কিন্তু যদি জান্তে বোন, কি মূল্য দিয়ে সে গৌরব ক্রয় কর্লাম!

চক্ষে বস্ত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। (স্বপ্নোত্থিতবৎ অর্দ্ধ স্বগত)—না—না—এ হ'তে পারে না—এ হ'তে পারে না। চন্দ্রকেতু, না—কখন না। সম্রাট, আপনারা মুক্ত।

চন্দ্রগুপ্ত চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত চলিয়া গেলে সেলুকস হেলেনকে ডাকিলেন

সেলুকস। হেলেন! এ সব কি?

হেলেন। কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

সেলুকস। তুমি চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ কর্বে?

হেলেন। হাঁ পিতা—অনুমতি দিন।

সেলুকস। অনুমতি দিব। এ যে স্বপ্নেও ভাবিনি।

চিন্তিতভাবে নিষ্ক্রান্ত

হেলেন। আপনি কি বুঝবেন বাবা, যে আমি এ বিবাহ কর্ত্তে চাই কেন? এত তর্ক, কাকুতি, অনুনয় যা সাধন কর্ত্তে পারে নাই, এই বিবাহে তাই সাধন কর্ব্ব।—ভালবাসতে পার্ব্ব না? এই শৌর্য্য—এই করুণার্দ্র চক্ষু—এ মহৎ—হৃদয়—পার্ব্ব না। আন্টিগোনস্! ক্ষমা কর। ঈশ্বর! হৃদয়ে বল দাও!

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—চাণক্যের বাটী। কাল—প্রভাত

চাণক্য একাকী

চাণক্য। একটা সমুদ্র—তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মত স্থির। (ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন)—ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারে না। হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, গৈরিক নিস্রাবের মত উঠে, ভস্ম হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তরতম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্রজ্বালাস্পর্শে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়। (পরে স্থিরনেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—এই সুন্দর প্রভাত, ঐ গাঢ় নীলিমা—এক দিন ছিল—কে ?

প্রহরিবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য। এই যে এসেছো ? এসো বন্ধু !

কাত্যায়ন। ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি চাণক্য ! আমি তোমার বন্দী। অন্যায় ক'রেছি। শাস্তি দাও।

চাণক্য। বন্ধন উন্মোচন করে' দাও প্রহরী।

প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল

চাণক্য। এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই।

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই-ই বটে ! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী !

চাণক্য। তোমরা বাইরে যাও।

প্রহরিগণ চলিয়া গেল

চাণক্য। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নাই বন্ধু !

কাত্যায়ন। প্রভেদ নাই ! তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্তেই

আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত হ'তে পারে। আমি বন্দী আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

চাণক্য। এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও। তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর।

ছোরা দিলেন

কাত্যায়ন। তোমার অভিপ্রায় কি চাণক্য ?

চাণক্য। আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার করে' দিয়েছি। এক ঊষর প্রান্তরকে উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছি।—তুমি বা পারো নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্যে একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ কর্চ্ছে! বাইরে শত্রুগণ ত্রস্ত। রাজপথপার্শ্বে সম্পত্তি রেখে পথিক নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে। কিন্তু এই বিরাট শান্তি পর্ব্বতের মত স্থির, নিষ্প্রাণ! না, আমি পারি নাই। তুমি হয় ত পার্ব্বে! মন্ত্রিত্ব চাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

কাত্যায়ন। তুমি কূট। তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য। আমি এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি—আমি এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ কর্চ্ছি—তুমি যদি চাও। তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পার্ব্বে, আমি পারি নাই।

কাত্যায়ন। সে কি! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য। সব ভ্রম! হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না! আমি বুঝেছি যে আমার কঠোর শাসনে যে ক্ষমতা স্বপ্নের প্রাসাদের মত স্বর্গ ভেদ করে' উঠেছে, তা স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে লীন হ'য়ে যাবে। এ বাড়ী নয়, এ ইটের পাঁজা। এ বৃক্ষ নয়, এ শুষ্ক কাঠের গুচ্ছ। ব্রাহ্মণের নির্জ্জীব ক্ষমতাকে পুনরায় মন্ত্রবলে গড়ে' তুলতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আনতে পারি নি। শূদ্রকে চোখ রাঙিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না।—রাক্ষসি, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্? আমি কি ক'রেছি। কি ক'রেছি।

কাত্যায়ন। কি ক'রেছো ?

চাণক্য। ঐ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বন্যা আস্‌ছে। আমি দূর ভবিষ্যতে কি দেখছি জান ?

কাত্যায়ন। কি ?

চাণক্য। এই পুনরায় বিখণ্ড সাম্রাজ্যের উপর প্রেতের ভৈরব নৃত্য! তার পর এক মহাশক্তি এসে এই গলিত শবের উপর তার বাহুদণ্ড তুলিয়ে সেই বিখণ্ড মাংসপিণ্ডগুলিকে এক করে' নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত কর্ব্বে; তার পর ন্যায়শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চষে' সমভূমি কর্ব্বে!—নাও এ মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন। কি দামে বিকোচ্ছ ?

চাণক্য। তোমার বন্ধুত্ব চাই, এইমাত্র।

কাত্যায়ন। উত্তম অভিনয়!

চাণক্য। অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর বন্ধু; আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট, কৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনা ক'রেছে। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হলে তিনি চাণক্যের এই মহা সৃষ্টি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন! সব ক'রেছি। কিন্তু তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে পার্লাম না! পার্ব্ব কোথায় থেকে! বাইরে এই অদ্ভুত মনীষা দেখছো, কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু! এ এক শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নাই, স্নেহ নাই, বিশ্বাস নাই, শাঁস নাই, খোসা নিয়ে কি কর্ব্ব ? ভেঙ্গে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই।

বক্ষে করাঘাত

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! তুমি অধীর চাণক্য! এই দুর্দ্দম তেজ, এই অটল প্রতিজ্ঞা, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—

চাণক্য। বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি! শুষ্কে শুষ্কে অধীর হ'য়ে গেছি।

পথে, ঘাটে, প্রান্তরে বিশ্বভুবন ঐ এক কথা—চাণক্যের কি বুদ্ধি! সমস্ত জগৎ নির্নিমেষ বিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে দেখছে—যেমন লোকে বিভীষিকা দেখে, ধূমকেতু দেখে! যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ করে' এসেছি—সে বর নয়, সে অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখ্‌তে পেয়েছি; সে সজীব মূর্ত্তি নয়, সে কঙ্কাল। সে এতদিন আমায় চালিয়ে যাচ্ছিল। এখন তাড়া ক'রেছে—ভয়ঙ্কর!

শিহরিয়া উঠিলেন

কাত্যায়ন। তুমি ক্ষিপ্ত হ'য়েছ চাণক্য!

চাণক্য। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) এই সুন্দর প্রভাত! ধরণী বিবাহের কন্যার মত সেজেছে। তার মুখের উপর সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এসে পড়েছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমি দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি।

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য। এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ—আর আমি তার কেউ নই! একা আমি এই অসীম সৌন্দর্য্যরাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত! বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ বহে' যাচ্ছে—আর পঙ্গু আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছটফট কর্চ্ছি— তপোবনের প্রান্তে শূকরের মত পঙ্কলপঙ্কে পড়ে' আছি।

কাত্যায়ন। আশ্চর্য্য! এরূপ কখন দেখি নাই।

চাণক্য। তবু একদিন ছিল—

দূরে সঙ্গীত

চাণক্য। তবু একদিন ছিল, যেদিন সংসার আমার কাছে উৎসব-মন্দির বলে' বোধ হ'ত, পৃথিবীর উপর দিয়ে সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যেত, আকাশ ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত বোধ হ'ত। তার পর—

সঙ্গীত নিকটবর্ত্তী হইল

চাণক্য। (উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া) সেই স্বর!—কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন।

কাত্যায়ন। কা'কে?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি! তুমি কি –

চাণক্য। (সানুনয়ে) যাও ভাই—

কাত্যায়নের প্রস্থান

চাণক্য। কেন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়।

ঘর্ম্ম মুছিলেন

গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ, সঙ্গে কাত্যায়ন

গীত

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে 'আয় চ'লে আয়
ওরে আয় চ'লে আয় আমার পাশে'।
বলে 'আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা'
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চির স্নিগ্ধ মধুমাসে
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা, চিরজ্যোৎস্না নীলাকাশে
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে;
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে, আয় চ'লে আয় আমার পাশে
কেন কারাগৃহে আছিস্ বদ্ধ,
ওরে, ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ।
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে, প'ড়ে আছিস্ পরবাসে॥

কাত্যায়ন। এমন দার্শনিক ভিক্ষুক ত পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।

"তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্ম্মধারয়ঃ--অর্থাৎ কি না- সেই এক পুরুষ প্রকৃতির সহিত সমগুণান্বিত হইলে—অর্থাৎ জীবভাবে জন্মগ্রহণ করিলে, কর্ম্ম ধারণ করায়—আর কাজেই কর্ম্মফল ভোগ করে—উঃ ভিক্ষুক, তুমি পাণিনি পড়েছো নিশ্চয়।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে না।

কাত্যায়ন। কিন্তু তোমার গানের প্রতি ছত্রে পাণিনি। এ সব গান শিখ্‌লে কার কাছে?

ভিক্ষুক। এক ব্রাহ্মণের কাছে বাবা!

কাত্যায়ন। হ'তেই হবে।

চাণক্য। (বালিকাকে) এই দিকে এস ত মা!

বালিকা ধীরে চাণক্যের কাছে আসিল

চাণক্য। (তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) একেবারে সেই মুখ! সেই চক্ষু দুটি! একেবারে—অথচ ভিক্ষুক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ তোমার কন্যা? সত্য বল।

ভিক্ষুক। আমারই বৈ কি। আর কার?

চাণক্য। সত্য বল। তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক। না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তবে সেই অবধি একে নিজের মেয়ের মতই মানুষ ক'রেছি বাবা।

চাণক্য। (আগ্রহে) তবে তোমার মেয়ে নয়?

ভিক্ষুক। না বাবা। কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য। কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। ভগবান দিয়েছেন। নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধ'রে নিয়ে বেড়াত? কি পুণ্যে যাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি ক'রে খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দুটি হারিয়েছি।

চাণক্য। (সমধিক আগ্রহে) দস্যু ছিলে! ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ?

ভিক্ষুক। দিইছি বৈ কি বাবা! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে?

চাণক্য। মেয়ে কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক। অবন্তীপুরে বাবা!

চাণক্য। (উত্তেজিত ভাবে) অবন্তীপুরে? কোন জায়গায়?

ভিক্ষুক। পথে।

চাণক্য। না এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি ক'রে এনেছিলে? সত্য বল—কোন ভয় নাই—চুরি ক'রেছিলে?

ভিক্ষুক। না, বাবা!

চাণক্য। হত্যা কর্ব্ব।—সত্য বল! ডাকাতি ক'রে এনেছিলে?

ভিক্ষুক। হাঁ, বাবা!

চাণক্য। নদীর ধারে বাড়ী?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য। (বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) হৃদয় উদ্বেল হ'য়ো না। তখন এর বয়স?

ভিক্ষুক। তিন কি চার বৎসর বাবা!

চাণক্য। এর নাম বলেছিল?

ভিক্ষুক। আত্তিরি।

চাণক্য। আত্রেয়ী! শুনছো কাত্যায়ন! ব'লেছে আত্রেয়ী। —এর বাপের নাম?

ভিক্ষুক। চাণক্য।

চাণক্য। (লাফাইয়া উঠিয়া উচ্চৈস্বরে) দস্যু!—না—তোমায় মার্ব্বো না। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ কর্ব্ব না। কোন ভয় নাই! কাত্যায়ন—না, রক্ষী!

রক্ষিগণের প্রবেশ

চাণক্য। না, যাও।—ভিক্ষুক! আমিই সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার।

রক্ষিগণের প্রস্থান

ভিক্ষুক। আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না বাবা। এই আমার অন্ধের নড়ি। খেতে পাব না।

চাণক্য। তোমায় এক রাজ্যখণ্ড দিব! দস্যু! তুমি আমার পথের ভিখারী ক'রেছ! তুমি আমায় সম্রাট ক'রেছ। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে আবার স্বর্গে উঠিয়েছ। আমি তোমায় বধ ক'রে তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা কর্ব্ব। না, না—এ কি! এ আনন্দ না দুঃখ? এ যে—এ যে—না, একটা কিছু কর্ত্তে হবে; যাতে বুঝ্‌তে পারি যে আমি বেঁচে আছি।

কাত্যায়নের প্রবেশ

কাত্যায়ন। চাণক্য! চাণক্য।

চাণক্য। কাত্যায়ন! নাড়ী দেখ্‌তে জান? দেখ ত (হাত বাড়াইলেন) আমি বেঁচে আছি কি না? দেখ ত এ ইহকাল, না পরকাল? এ স্বপ্ন, না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয়-কল্লোল? দেখ ত! নহিলে—সম্ভব এতদিন পরে আমারই কন্যা—ভারতের শাসনকর্ত্তার কন্যা—তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা কর্ত্তে।—কাত্যায়ন! কাত্যায়ন!

ক্রন্দন

কাত্যায়ন। চাণক্য প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য। না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা; প্রতারণা; ষড়যন্ত্র; তোমার ষড়যন্ত্র কাত্যায়ন!—না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ী মা আমার! এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি!—কোথায় ছিলি!

পাষাণী মা। (কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন)— কাত্যায়ন! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠ্‌ছে না? দেখ, ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ-হিল্লোল ভেসে আস্‌ছে! আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আসছে! আমায় কুটীরে নিয়ে চল কাত্যায়ন।

সকলে নিষ্ক্রান্ত

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—মলয়-রাজপ্রাসাদ। কাল— উজ্জ্বল প্রভাত

মলয়রাজকর্ম্মচারী ও সম্রাট্‌দূত

কর্ম্মচারী। আমাদের মলয় রাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও স্বাধীন। সম্রাট্ এর শাসনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না।

দূত। এই রাজকন্যাই কি এই রাজ্যের শাসনকর্ত্রী?

কর্ম্মচারী। হাঁ, রাজকন্যা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর শাসনভার নিজের হাতে নিয়েছেন।

দূত। এই রাজ্ঞী অনূঢ়া?

কর্ম্মচারী। হাঁ!

দূত। বিবাহ কর্ব্বেন না?

কর্ম্মচারী। তা জানি না। তিনি নির্জ্জনে একাকিনী থাকেন। রাজকার্য্য সম্বন্ধে ভিন্ন কারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না।

দূত। সম্রাটেরও ঐ দশা! অথচ সম্প্রতি তাঁর বিবাহ।

কর্ম্মচারী। আশ্চর্য্য বটে—ঐ রাজ্ঞী আস্‌ছেন।

উভয়ে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রাজ্ঞী ছায়া প্রবেশ করিলেন।

কর্ম্মচারী অভিবাদন করিলেন। অভ্যর্থক কহিলেন—

"রাজ্ঞীর জয় হোক।"

ছায়া। আপনি আমার সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন?

দূত। (ঈষৎ মস্তক নত করিয়া) হাঁ রাজ্ঞী।

ছায়া। প্রয়োজন?

দূত। আমি মগধ থেকে নিমন্ত্রণ পত্রের বাহক হ'য়ে এসেছি।

পত্র প্রদান

ছায়া কম্পিত হস্তে পত্র খুলিতে খুলিতে বলিলেন—

ছায়া। সংবাদ শুভ?

দূত। হাঁ রাজ্ঞী

পরে পত্র পড়িতে পড়িতে বিচলিত হইলেন। পত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন

ছায়া। ভারত-সম্রাজ্ঞীর অনুরোধ।—কে সে সম্রাজ্ঞী?

পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন—

আমি যাব। (মন্ত্রীকে) মন্ত্রী! রাজভাণ্ডারে যত মগধ রত্ন আছে, তাই দিয়ে এক কণ্ঠহার গড়িয়ে দাও। স্বর্ণকার ডাক।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। আর পরশ্ব প্রভাতে আমার মগধযাত্রার আয়োজন কর।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞা।

ছায়া। এঁকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও।

কর্ম্মচারী ও আগন্তুকের প্রস্থান

সহসা পত্রখানি কুড়াইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন—

জীবনানন্দ আমার! সর্ব্বস্ব আমার! তুমি আর আমার নও! তুমি আজ তাঁর। কেন এমন হ'ল!—না, আমি ত তাঁকে স্বহস্তে গ্রীকরাজ-কন্যার হাতে স'পে দিয়েছি। তবে—সহ্য কর্ত্তে পারি না কেন! হৃদয় ভেঙ্গে যায় কেন! পৃথিবী শূন্য মনে হয় কেন!—চন্দ্রগুপ্ত! চন্দ্রগুপ্ত!—না ছায়া! তুমি রাজ্ঞী। দৃঢ় হও, নির্ম্মমভাবে তোমার প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ কর। লৌহ আবরণে এই উগ্র বাষ্প রুদ্ধ কর। কিসের দুঃখ?—এইটুকু

পারি না!—না, এ প্রেম দমন করব। তাঁর সুখেই সুখী হব। কিসের দুঃখ। তুমি সুখী হও প্রিয়তম। তাই আমার জীবনের সাধনা হোক।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

গীত

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই তুমি হও সব সুখের ভাগী
তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি
সুখের স্বপন ঘুমে ঘুমায়ে থাকগো তুমি
আমি র'ব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি,
হবে শতমনোরথে, তোমার কিরণপথে
দাঁড়াব না আমি আসি তোমার করুণা মাগি।
তুমি শুধু সুখে থাক—আমি কিছু চাহিনাক—
শুধু দাও অনাদরে র'ব তব অনুরাগী

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—সেলুকসের শিবির। কাল—প্রভাত

সেলুকস একাকী পরে সেনাগণ

সেলুকস। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহ। শেষে তাও হ'ল। ঐ নগরে উচ্চ উৎসব-কোলাহল গ্রীসের লজ্জা বিঘোষিত কচ্ছে। —কৈ! হেলেন এখনও ত এলো না। সে উৎসবে মত্ত। আর কি তার বৃদ্ধ পিতাকে মনে আছে। সন্তান—শুধু সম্মুখ দিকে চেয়ে দেখে, পিছন দিকে একবার ফিরেও চায় না। তার কাছে ভবিষ্যৎই সব, পিতা অতীত। পুত্রকে শিক্ষা দিয়ে আর কন্যার বিবাহ দিয়ে তার পরে পিতা আর কি সুখে জীবন ধারণ করে—জানি না! সন্তানেরা ত আর তাদের চায় না— কি নিষ্ঠুর এই পিতার ভাগ্য। তার অগাধ স্নেহের কোন প্রতিদান নাই!—এই যে হেলেন!

হেলেনের প্রবেশ

সেলুকস। হেলেন! আমি এতক্ষণ ধ'রে তোমারই প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম।

হেলেন। আমি নিজেই এসেছি—আপনাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে।—আসুন বাবা।

সেলুকস। না, আমি যাব না, তাই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

হেলেন। আমি আপনাকে নিয়ে যাব ব'লে এ'সেছি!

সেলুকস। না হেলেন! আমি যাব না।

হেলেন। কেন বাবা! আপনার কন্যার বিবাহোৎসবে আপনি যাবেন না!

সেলুকস। না, মা। আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি।

হেলেন। বুঝেছি। আচ্ছা—যাওয়া না যাওয়া আপনার ইচ্ছা। আমি জোর ক'রে ত আপনাকে নিয়ে যেতে পারি না। আপনি ত আমার বন্দী ন'ন।

সেলুকস। হেলেন! আমার উপর অভিমান কোরো না।

হেলেন। না বাবা! আপনার উপর আর আমার এমন কি দাবী আছে যে, আমি আপনার উপর অভিমান কর্ব। যাঁর কাছে অভিমান খাটতো তিনি—না, থাক্ -বাবা। তবে বিদায় দিউন।

সেলুকস। এত শীঘ্র? মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব সৈছে না। হায়রে দুহিতা! এত স্নেহের, এত যত্নের, এত আদরের কন্যা এক দিনে একেবারে পর—তোর আর কেউ না। হেলেন! কন্যা আমার! আজ আমি তোর আর কেউ নয়। অথচ আমি তোর বাপ—আর—আর—জন্মাবধি আমিই তোর মা!

চক্ষু ঢাকিলেন

হেলেন। না বাবা! আমায় ক্ষমা করুন, আমি অন্যায় ব'লেছি।

বাবা! বাবা! এ কি, আপনার চক্ষে জল! এ ত দেখ্‌তে পারি না। বাবা! আমায় মার্জ্জনা করুন—এই শেষ বার। আর চাইব না।

জানু পাতিলেন

সেলুকস। উঠ্‌ মা! (হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, পরে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিলেন) তোর কোন অপরাধ নাই। অপরাধ আমার। তুই কি বুঝ্‌বি পিতার গভীর বেদনা! যখন কথা ফুটে নি, তখন থেকে হাতে গড়ে তুলে সেই কন্যাকে চিরজন্মের মত বিদায় দেওয়ার যে কি দুঃখ, তুই বুঝ্‌বি কি মা! পুত্রকন্যারা যে একবার পিতার দিকে চেয়ে দেখে না, সে ত স্বাভাবিক। তাদের অপরাধ কি! পৃথিবীর নিয়মই এই। অপরাধ আমাদের যে, এ কথা জেনেও আমাদের অগাধ স্নেহের প্রতিদান প্রত্যাশা করি, প্রত্যাশা করে' হৃদয়ে বেদনা পাই। সব অপরাধ এই পিতাদের।

হেলেন। সে কি বাবা! বিদায়ের দুঃখ কি একা পিতার? এ সময়ে পিতামাতাকে ছেড়ে' যেতে কন্যার বুক ফেটে যায় না! পিতাই ভালবাসতে জানে, কন্যা জানে না?

সেলুকস। (চক্ষু মুছিয়া) না মা, তোরাও ভালবাসিস্।

হেলেন। না, আমরা কিছু ভালবাসি না।

সেলুকস। না, বাসিস্—আমি মিথ্যা ব'লেছি।

হেলেন। বাবা! নারীর জীবনই যে কি ভালবাসার ইতিহাস! প্রথমে পিতামাতা, পরে পতি, পুত্রকন্যা—এই নিয়েই যে তার ক্ষুদ্র সংসার। সেখানেই তার আশা, ভরসা, আনন্দ, সম্পৎ! পুরুষ যখন নীড় ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠে' গগনের সূর্য্যোজ্জ্বল নীলিমায় হর্ষে বিচরণ করে, নারী নিভৃতে একাকিনী বসে' সেই নীড় পক্ষ দিয়ে ঘিরে রক্ষা করে। স্নেহ—পুরুষের বিশ্রামের প্রমোদ, আলস্যের চিন্তা, অবসরের চিত্ত-বিনোদ। কিন্তু এই স্নেহই যে নারীর সমস্ত মুহূর্ত্ত, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কার্য্য, সমস্ত জীবন।

স্নেহে তার জন্ম, নিশ্বাস, মৃত্যু। আর যদি পরে স্বর্গ থাকে, ত এই স্নেহই তার স্বর্গ। স্নেহ তার বিহার-শয়ন, নিদ্রা, স্বপ্ন, আহার, নিশ্বাস। আমরা ভালবাসি না।

সেলুকস। না না! আমি অত্যন্ত অন্যায় ব'লেছি।

হেলেন। বাবা, আপনার প্রতি স্নেহের জন্য আমি আন্টিগোনসকে বিবাহ করি নি জানেন? জানেন বাবা! যে আজ এই সময়ে নগর জুড়ে যে উৎসব দুন্দুভি বাজছে, সে আমার কর্ণে মরণের আর্ত্তনাদ নিনাদিত কচ্ছে? সকলে হাসছে, কৌতুক কর্চ্ছে, উৎসবের আয়োজন কর্চ্ছে, আমারও হয় ত হিংসা কর্চ্ছে, কিন্তু আমার মর্ম্ম ভেদ ক'রে এক ক্রন্দন ঠেলে উঠছে, তার গলা টিপে ধরে' রেখেছি, উঠতে দিচ্ছি না। বাবা! জানেন কি, যে আপনাদের ছেড়ে যেতে (বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) এই বক্ষে কি হচ্ছে! একটা প্রলয় চলে' যাচ্ছে।

সেলুকস। কি! তুমি চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাস না!

হেলেন। এ কথাও বুঝিয়ে দিতে হবে!

সেলুকস। তবে তুমি এ বিবাহ কর্লে কেন?

হেলেন। বিবাহ!—বিবাহ! বাবা, এ বিবাহ নয়—এ মৃত্যু—আপনার হেলেনের এ মৃত্যু। আমি বিবাহ করি নি, আপনাকে বলি দিয়েছি।

সেলুকস। কেন?

হেলেন। আমি মানবের মহা হিতে আত্মবলিদান দিয়েছি। সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষবহ্নি নিজের শোণিতে নির্ব্বাণ ক'রেছি। দুই যুধ্যমান জাতির মধ্যে প'ড়ে তাদের উদ্যত খড়্গ নিজের বক্ষ পেতে নিয়েছি।

সেলুকস। কেন তুমি এ কাজ কর্লে হেলেন? এ বিবাহ আমার বক্ষে মর্ম্মশেল বিদ্ধ ক'রেছে। কিন্তু একবার তোমার ইচ্ছার অন্তরায় হ'য়েছিলাম, আর হ'তে চাই নি বলে, তোমার সুখের জন্য এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলাম। তুমি এ বিবাহে সুখী হ'তে পার্লেও আমি কন্যার

আনন্দে নিজের দুঃখ ভুলে যেতাম। কিন্তু তুমি দুঃখ বরণ ক'রে নিয়েছ যদি জান্তাম—

হেলেন। বাবা, দুঃখ হ'লে কি স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করে নিতে পার্ত্তাম। পরের হিতে কর্ত্তব্যের জন্য আত্মবলিদান—সে যে পরম সুখ, সে যে উল্লাস, গৌরব।

সেলুকস। এ তোমার গৌরব, কিন্তু গ্রীসের লজ্জা।

হেলেন। লজ্জা! এত বড় বিবাহ জগতে আর কখন হয়েছে? এই বিবাহে একটা চিরন্তন বাত্যা থেমে গেল। এই বিবাহে দুই সুদূরবাসী আর্য্যজাতি আজ পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্চ্ছে। এ বিবাহ হেলেন আর চন্দ্রগুপ্তের নয়, এ বিবাহ কর্ম্মে ও মোক্ষে, চিন্তায় ও কল্পনায়, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে। এই বিবাহে দুই সভ্যতার মধ্যে একটা মহা ব্যবধান ভেঙ্গে গেল, বিদ্বেষের বারিপ্রপাতের উপরে সেতুবন্ধ হ'য়ে গেল, দুই মহাদেশ এক হ'য়ে গেল। এত বড় বিবাহ জগতে পূর্ব্বে আর কখন হ'য়েছে?

সেলুকস। না হেলেন। কিন্তু—

হেলেন। চেয়ে দেখুন 'পত্তা—ঐ প্লেটো আর কপিল এক সঙ্গে গান ধরে' দিয়েছে। সোলান আর মনু গলা জড়াজড়ি করে' দাঁড়িয়েছে। হোমারের মৃদঙ্গের সঙ্গে বাল্মীকির বীণা বেজে উঠেছে। হিরোডোটস ও ব্যাস, সক্রেটিস ও বুদ্ধ, একিলিস ও ভীষ্ম; পান্থিয়ন ও পুরাণ এক হ'য়ে গেল! এ সহজ ব্যাপার বাবা! এই বিবাহে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, সমুদ্র ও আকাশ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ইহকাল ও পরকাল পরস্পরে লীন হ'য়ে গেল! এরূপ বিবাহ জগতে এই একবার হ'ল—আর কখন হবে কি না জানি না।

সেলুকস। ও কি! একদৃষ্টে কি দেখছো হেলেন?

হেলেন। (যেন প্রকৃতিস্থ হইয়া সহসা অস্ফুটস্বরে) না বাবা! বাবা বিদায় দি'ন। আশীর্ব্বাদ করুন।

সেলুকস। সুখী হও বৎসে।

হেলেন। বিদায় দি'ন পিতা।

পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইলেন

সেলুকস। হেলেন! মা আমার (কাঁদিয়া ফেলিলেন) কাদছিস্? —হেলেন!

হেলেন। বাবা! ওঃ (আত্মসংবরণ করিয়া) বাবা, কর্ত্তব্য আমায় ডাকছে। আর কারও ডাক শুনবার আমার সময় নাই। তবে আসি বাবা! (জানু পাতিয়া তাঁহার পদতল স্পর্শ করিয়া সেই কর স্বীয় ললাটে স্থাপন করিয়া) যত দিন জীবন ধারণ করি, এই চরণস্পর্শের স্মৃতি আমায় সঞ্জীবিত ক'রে রাখুক জগদীশ! তোমার বলি গ্রহণ কর।

দ্রুত প্রস্থান

সেলুকস। হেলেন! (অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছাইয়া) না দয়ী!—এ যে অপূর্ব্ব! স্বর্গীয়! এত বড় বলি পূর্ব্বে জগতে আর কেউ দেয় নাই।—যাই, দেশে ফিরে যাই, কোথায়?—কৈ! এ যে ঘোর অন্ধকার। পথ দেখতে পাই না। মা আমার! আমায় অন্ধ ক'রে কোথায় চ'লে গেলি মা!

আণ্টিগোনসের প্রবেশ

সেলুকস। কে?

আণ্টিগোনস্। আমি আণ্টিগোনস্।

সেলুকস। (সাতিবিস্ময়ে) আণ্টিগোনস্! তুমি এখানে! এ সময়!

আণ্টিগোনস্। আশ্চর্য্য হচ্ছেন সম্রাট্?

সেলুকস। ও! তুমি আমার পরাজয়ে ব্যঙ্গ কর্ত্তে এসেছো?

আণ্টিগোনস্। না সম্রাট্।

সেলুকস। তবে?

আণ্টিগোনস্। আমার পিতার সমাচার এনেছি।

সেলুকস। তার প্রয়োজন নাই।

আন্টিগোনস্। আছে। নইলে সেই সংবাদ জানবার জন্য গ্রীসে উন্মত্তবৎ ছুটে যেতাম না, আবার সেই সংবাদ নিয়ে ভারতবর্ষে উন্মত্তবৎ ছুটে আস্‌তাম না। প্রয়োজন আছে।

সেলুকস। কিন্তু হেলেন আজ মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মহিষী।

আন্টিগোনস্। এর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ হ'তে পার্ত্ত না। আমি স্বয়ং রাজসভায় যাচ্ছি—রাজ-দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে।

সেলুকস। এ কি ব্যঙ্গ?

আন্টিগোনস্। এ সম্পূর্ণ সত্য সম্রাট্! আমার উপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস চলে' গিয়েছে; আমার মাটী যা; তা ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছে; যা রেখে গিয়েছে—তা ভগ্ন শিলাস্তূপ; কিন্তু তার প্রত্যেক শিলাখণ্ড অভ্রের চেয়ে নির্ম্মল, বজ্রাদপি কঠোর। দীর্ঘ তপস্যায় মাংস ঝরে' খসে' পড়ে গিয়েছে, আছে—কঙ্কাল, কিন্তু তার প্রত্যেক হাড়খানি পবিত্র! আমার কলঙ্ক যা তা আগুনে পুড়ে' গিয়েছে—আছে যা তা খাঁটি সোণা।

সেলুকস। এর অর্থ কি?

আন্টিগোনস্। সকাম প্রেমকে নিষ্কাম স্নেহে বিশুদ্ধ করা, মানুষকে দেবতা করা, সংসারকে স্বর্গ করা মানুষের সাধ্য নয় ভেবেছিলাম! কিন্তু যেখানে সাধনা, সেখানে সিদ্ধি—এইটে আমি মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি। তাই হেলেনকে আজ ভগ্নীর মত ভালবাস্‌তে পেরেছি।

সেলুকস। কিছু বুঝতে পার্চ্ছি না।

আন্টিগোনস্। তা পার্ব্বেন কেমন করে'? যিনি মুগ্ধ কৃষক কন্যাকে লুব্ধ করে', ধর্ম্মতঃ তাঁর পাণিগ্রহণ করে', তার পর তাঁকে আর তাঁর পুত্রকে ভিক্ষুক করে' জগতে ছেড়ে দিয়ে নিজে সম্রাট্ হ'য়ে বসেন—তিনি একথা বুঝতে পার্ব্বেন কেমন করে'!—সম্রাট!

সে অভাগিনীর—আমার মায়ের মৃত্যু হ'য়েছে। আপনার নির্ম্মম পরিত্যাগ, আপনার ঘাতকের খড়্গ যা করতে পারে নি, আমার স্নেহের উচ্ছ্বাস তাই সাধন বর্ল। মা আমার স্নেহের বন্যায় ভেসে চলে গেলেন! এ দীর্ঘ দুঃখের পর মায়ের এত সুখ সৈল না। (আণ্টিগোনসের স্বর কাঁপিতে লাগিল) সম্রাট্—

সেলুকস। চক্ষে ধাঁধা দেখছি।—কে তুমি? কে তুমি?

আণ্টিগোনস্। আমি ক্রীতদাস, ভিক্ষুক—যা বলুন—কিন্তু আমি জারজ নই। আমার পিতা আমার মাতাকে ধর্ম্মমতে বিবাহ ক'রেছিলেন!

সেলুকস। (জড়িত স্বরে) কে তোমার পিতা?

আণ্টিগোনস্। আমার পিতা— পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার উচ্চশির নুয়ে পড়ছে সম্রাট্—(কম্পিত স্বরে) আমার পিতা পত্নীত্যাগী সেলুকস।

দ্রুত প্রস্থান

সেলুকস স্থান ধরিয়া নতশিরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মগধের প্রাসাদ। কাল—রাত্রি

বিচিত্র রঞ্জিত পতাকা উড়িতেছিল। দূরে অস্ফুট মঙ্গলসঙ্গীত হইতেছিল

সিংহাসনারূঢ় চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন। পার্শ্বে অমাত্যবর্গ ও দেহরক্ষিগণ,

সম্মুখে চাণক্য, কাত্যায়ন ও আত্রেয়

চাণক্য। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত! তুমি স্বীয় বাহুবলে হিন্দুকুশ হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন ক'রেছো, যা পূর্ব্বে বোধ হয় ভারতের কোন নরপতির কল্পনায়ও আসে নাই। তুমি বাহুবলে গ্রীক-সম্রাটের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত ক'রেছো, তোমার নাম ভারতের ইতিহাসে ধন্য হোক!

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেবই সে কীর্ত্তির সূচনা করে দিয়েছেন।

চাণক্য। বৎস! আমার কাজ শেষ হ'য়েছে। আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি।

চন্দ্রগুপ্ত। গুরুদেব! আমাকে কি অপরাধে ত্যাগ করে যাচ্ছেন?

চাণক্য। তোমার কোন অপরাধ নাই বৎস! আমি যা এতদিন ক'রেছি—তা অদ্ভুত হ'লেও ব্রাহ্মণের কাজ নয়! দর্প, উচ্চাশা, প্রতিহিংসা—ব্রাহ্মণের উচিত প্রবৃত্তি নয়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম—ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ। তুমি যে সাম্রাজ্য বাহুবলে পেয়েছ, তাই তোমার এই যোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে শাসন কর।

কাত্যায়ন। আর তুমি?

চাণক্য। আর আমি শাসন কত্তে চাই না।—এখন আয় মা, (আত্রেয়ীকে), তুই আমায় শাসন কর! তুই এই ভ্রান্ত পুত্রের হাত দুইখানি স্নেহবন্ধনে বেঁধে দে মা—যেমন যশোদা ননীচোরার হাত দুইখানি বেঁধে দিয়েছিল।—কাত্যায়ন! এ কি যাদু জানে?—এর মোহমন্ত্রবলে আজ পাষাণ কেটে জল বেরিয়েছে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হ'য়েছে, মরুভূমির তপ্ত বক্ষে সুধা-সমুদ্রের ঢেউ খেলে যাচ্ছে।—তবে আয় মা—আমার জীবনের গোধূলিলগ্নে পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকের মত এসে আমার গাঢ় আকাশ ব্যাপ্ত করে দে। মা জগদ্ধাত্রীর মত আমার এই জীর্ণ মন্দিরে নেমে এসে আমার হাত ধ'রে' আলোকিত পরকালে নিয়ে চল্ মা!

আত্রেয়ীর সহিত প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। এত শুষ্ক আবরণের ভিতর এতখানি হৃদয় ছিল।

কাত্যায়ন। প্রকৃতি আজ প্রকৃতিস্থ হ'ল। এতখানি বুদ্ধি—অথচ হৃদয় নাই। এ অনিয়ম কি পৃথিবীতে বেশী দিন সয়?

মুরার প্রবেশ

মুরা। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক্।

চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেন সিংহাসন হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন

মুরা। সেই "শূদ্রাণী মা" সম্বোধনের আজ এ সমুচিত উত্তর হ'ল। সেই শূদ্রাণীর পুত্র আজ ভুবনবিজয়ী ভারত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত। আর সেই মাতার নামে এই রাজবংশের নাম হোক "মৌর্য্যবংশ"।

মুরা। চিরজীবী হও বৎস! চিরজীবী হও বৎসে! এসো আমার গৃহলক্ষ্মী। এসো, আমার ঘর আলো কর। প্রস্থান

চন্দ্রগুপ্ত। হেলেন। আজ একটি প্রিয়বরের অভাবে এই জয়ধ্বনি একটা প্রবাণ্ড রোদনের ন্যায় বোধ হচ্ছে।

হেলেন। কে সে মহারাজ?

চন্দ্রগুপ্ত। প্রিয়তম বন্ধু চন্দ্রকেতু। এই বিজয়োৎসবে তার মুখ সকলের চেয়ে উজ্জ্বল হ'ত, আর সেই জ্যোতিঃতে আমার সভা আলোকিত হ'ত।

হেলেন। বন্ধু মাত্র! আমি কি তাঁর অভাব পূর্ণ কর্ত্তে পারি না?

চন্দ্রগুপ্ত। না হেলেন। যে সংসারে উপকারের প্রত্যুপকার ত পাওয়া যায়ই না, উপকার স্বীকার পর্য্যন্ত কেউ কর্ত্তে চায় না, সে সংসারে যে নিজের সর্ব্বস্ব বন্ধুর পায়ে ঢেলে দেয়, সে বন্ধু যে কি জিনিস, তাকে হারানো যে কি দুঃখ তা যে হারিয়েছে সেই জানে। এমন বন্ধুর প্রতি আমি রুষ্ট হ'য়েছিলাম। সে আমার অবহেলা পদতলে দলিত করে' চলে' গিয়েছে। কিন্তু আমাকে—চিরদিনের জন্য অপরাধী করে' রেখে গিয়েছে—

আন্টিগোনসের প্রবেশ

আন্টিগোনস্। হেলেন।

হেলেন। (চমকিয়া) এ কি! আন্টিগোনস!

দুই হস্ত দিয়া মুখ ঢাকিলেন

আন্টিগোনস্। হেলেন! ভগ্নি! আমি গ্রীক থেকে তোমার বিবাহের যৌতুক এনেছি—ভ্রাতার স্নেহাশীর্ব্বাদ। আর ভারত-সম্রাট

চন্দ্রগুপ্ত। তোমার জন্য এনেছি—এই লৌহদৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ তরবারি; তাকে তোমার সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিযুক্ত কর।

এই বলিয়া আণ্টিগোনস্ তাঁহার তরবারি চন্দ্রগুপ্তের পদতলে রাখিলেন

চন্দ্রগুপ্ত। কে তুমি সৈনিক?

আণ্টিগোনস্। চেন নাই! কিন্তু আমি তোমায় ভুলি নাই চন্দ্রগুপ্ত। যার আঘাতে আণ্টিগোনসের তরবারি করচ্যুত হয়, তাকে আণ্টিগোনস্ ভোলে না! কিন্তু সে দৈব। তাতে তুমি আমাকে পিতৃহত্যার পাতক থেকে রক্ষা ক'রেছিলে।

চন্দ্রগুপ্ত। সে কি! কে তোমার পিতা?

আণ্টিগোনস্। গ্রীক-সম্রাট্ সেলুকস।

হেলেন। (চমকিয়া) কি, সেলুকস তোমার পিতা?

আণ্টিগোনস্। হাঁ হেলেন। তুমি আমার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে ভালই ক'রেছিলে—সেও দৈব। কিন্তু তাই ব'লে আমায় ভালবাসতে পার্ব্বে না কি?

হেলেন। সে কি!—আণ্টিগোনস্। তুমি—ভাই। এ যে এক মহাবিপ্লব। এ যে—এক সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টি, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম।

আণ্টিগোনস্। তুমি আমার ভাই?

আণ্টিগোনস্। হাঁ ভগ্নি।

হেলেন। আণ্টিগোনস্! তুমি এক পর্ব্বত-ভার বক্ষ থেকে নামিয়ে দিলে। আমি যেন এখন সহজে নিশ্বাস ফেল্‌ছি।—আণ্টিগোনস ভাই—আমায় ক্ষমা কর। (সোচ্ছ্বাসে) ক্ষমা কর ভাই—

এই বলিয়া আণ্টিগোনসের পদতলে পতিত হইলেন

আণ্টিগোনস্। ওঠো হেলেন! (উঠাইয়া) চন্দ্রগুপ্ত! তুমি আজ যে রত্ন পেলে, সযত্নে বক্ষে ধারণ কর। এ হেন রত্ন জগতে আর একটি নাই! এই যে রূপ—নিদাঘের নির্ম্মেঘ প্রভাত যার কাছে ম্লান বোধ হয়, প্রাবৃটের

নৈশ বিদ্যুৎ যার কাছে লজ্জা পায়—এই যে রূপ—তাও তার মহৎ অন্তঃকরণের কাছে কিছুই নয়। হেলেন বাহিরে অপ্সরা, অন্তরে দেবী।

ছায়ার প্রবেশ

ছায়া। ভারত-সম্রাট ও ভারত-সম্রাজ্ঞীর জয় হোক।

চন্দ্রগুপ্ত। এই যে ছায়া! এসো ছায়া! ম্রিয়মাণ উৎসব তোমার স্নেহহাস্যে সঞ্জীবিত কর।

ছায়া। সম্রাট, আমি ভারত-সম্রাজ্ঞীকে আমার সামান্য যৌতুক উপহার দিতে এসেছি। অনুমতি হয় ত আমি স্বহস্তে এই রত্নহার সম্রাজ্ঞীর গলায় পরিয়ে দিয়ে যাই।

চন্দ্রগুপ্ত। (আশ্চর্য্যে) কোথায় যাবে ছায়া!

ছায়া। (সম্লান হাস্যে) এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে সন্ন্যাসিনী ছায়ার একটু স্থান হবে না কি!

চন্দ্রগুপ্ত। ছায়া! চন্দ্রকেতু আমায় পরিত্যাগ করে' গিয়েছে, তুমিও আমায় পরিত্যাগ করে' যেও না। তুমি আমার ভগ্নীস্বরূপিনী হও। তুমি আমার হৃদয়ের শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

ছায়া। মহারাজ!

ক্ষণেকই মস্তক নত করিলেন। পরে মস্তক উঠাইয়া কহিলেন—

তাই হোক, আমি এ অভিমান চূর্ণ করি। এ মহা অগ্নিপরীক্ষা থেকে আমি পালাব না। আমি আপনার ভগ্নীর মত আপনার পার্শ্বে থেকে রাজদম্পতির সুখে সুখী হব। তাই আমার ব্রত হোক, সাধনা হোক, জীবনের তপস্যা হোক। আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ, যেন আমার সে তপস্যা সিদ্ধ হয়।

মুখ ঢাকিলেন

হেলেন। (গিয়া সস্নেহে ছায়ার হাত ধরিয়া) ছায়া! ছায়া! মুখ তোল ভগ্নি! কিসের দুঃখ তোমার। এসো বোন, আমরা দুই নদী

একই সাগরে গিয়ে লীন হই। সূর্য্যকিরণ ও বৃষ্টি মিলে মেঘের গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করি। কিসের দুঃখ বোন—একই আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠে না কি?—এসো বোন—

ছায়া। না হেলেন! আমি সহ্য কর্ব্ব। যদি সহ্য কর্ত্তে না পার্ব্ব, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করেছি কেন! এসো হেলেন, আমি তোমার গলায় এ রত্নহার প'রিয়ে দেই (হাত ধরিয়া) এ মুখ, এ সৌন্দর্য্য, এ মহৎ হৃদয়—হবে না! তুমি আমার চন্দ্রগুপ্তকে সুখী কর্ত্তে পার্বে। আর কোনও দুঃখ নাই। এসো হেলেন।

এই বলিয়া ছায়া রত্নহার হেলেনের গলদেশে পরাইতে [illegible]

হেলেন তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া রাখিলেন

হেলেন। তুমি ভুল কর্চ্ছ ছায়া! এ হার কাকে পরিয়ে দিতে হয় দেখবে, দেই এসো।

এই বলিয়া হেলেন ছায়ার হাত দিয়া মাল্যটি চন্দ্রগুপ্তের [illegible]

পরাইয়া দিলেন। পরে তাহার হাত দুইখানি টানিয়া লইয়া

নিজের গলদেশে [illegible]

তার চেয়ে এই মহামূল্য হার আমার গলায় পরিয়ে দাও। (আলিঙ্গন করিয়া) ছায়া! তুমি চন্দ্রগুপ্তের ভগ্নী নও, তুমি আমার ভগ্নী।

আন্টিগোনস্। আর চন্দ্রগুপ্ত, তুমি ছায়ার ভাই নও—তুমি আমার ভাই।

[illegible]

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬